মন্দের ভালোকে বেছে নেওয়ার আহ্বান পোপের পৃষ্ঠা ২৬

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

19 September 2024, Thursday, 8th Year, Issue 392, 40 Pages

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র পদে লড়ছেন কুইন্স স্টেট সেনেটর জেসিকা রামোস পৃষ্ঠা ২৮

১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ৪ আশ্বিন ১৪৩১, ১৬ রবিউল আউয়াল ১৪৪৬, বৃহস্পতিবার, ৮ম বর্ষ, সংখ্যা ৩৯২, পৃষ্ঠা: ৪০

সময়ের নায়ক ড. ইউনুস

অচলায়তন ভাঙতে হবে

ইব্রাহীম চৌধুরী

বাংলাদেশে সময়ের ত্রাতা হয়ে উঠা একজন অনন্য উচ্চতার মানুষ ড. মুহাম্মদ ইউনুস। মার্টিন লুথার কিং এবং ন্যালসন ম্যান্ডেলার সাথে যার নাম আজকাল উচ্চারিত হয় সর্বত্র। তাঁর ব্যক্তিত্বের ব্যাপ্তি ও কর্মের ধরন আকৃষ্ট করেছে সভ্যতার একটি সময়কে। শুধু নোবেল পদক প্রাপ্তিই নয়, দারিদ্রমুক্ত বিশ্ব গড়ার স্লোগান দিয়ে যিনি চলমান সভ্যতাকে আন্দোলিত করতে পেরেছেন। ড. মুহাম্মদ ইউনুস সম্ভবত তাঁর জীবনের কঠিনতম পরীক্ষার সম্মুখীন এখন। স্বাধীনতার পর একই অচলায়তনে ঘুরপাক খাওয়া বাংলাদেশ। অপচক্রের নাগপাশে হতাশ দেশবাসীর আকাশচুম্বী প্রত্যাশা একদিকে। অন্যদিকে দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল এবং তার অনুসারীদের চরম বিরোধীতার মুখে এখন তিনি। এমন কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় কতোটা উত্তীর্ণ হতে পারবেন ড. ইউনুস, সময়ই তা বলে দেবে।

বাংলাদেশ কি একই দুষ্ট চক্রে ঘুরপাক খেতে থাকবে? না আমূল কোন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি ন্যায় ভিত্তিক, বহু মত ও বহু পথের মানুষকে ধারণ করে দেশটি এগিয়ে যাওয়ার পথ সৃষ্টি হবে? একজন ড. মুহাম্মদ ইউনুসের প্রতি আমাদের

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

ড. ইউনূস-মোদির বৈঠক হচ্ছে না নিউইয়র্কে

হিন্দুস্তান টাইমস

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

পদত্যাগের হিড়িক

সংকটময় পরিস্থিতিতে মেয়র অ্যাডামস

মনজুরুল হক

কঠিন সময় পার করছেন নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক এডামস। একের পর এক সমস্যা যেন অন্ধকার ডেকে

এরিক অ্যাডামস

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

নির্বাচন নিয়ে বিএনপি কি মিশ্র বার্তা দিচ্ছে?

বিবিসি বাংলা

নির্বাচন ও সংস্কার নিয়ে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপির চিন্তাধারা নিয়ে এখন আলোচনা

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের এত সম্পদ, বৃটেনেই ৩৬০ বাড়ি

আল জাজিরার অনুসন্ধান

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী (জাভেদ)-এর এত এত সম্পদ! হিসাব কষলে চোখ কপালে উঠে যায়। তবে তার এ সম্পদের বেশির ভাগই বিদেশে। সেখানে তিনি নিজের মতো করে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন। শুধু বৃটেনেই আছে তার ৩৬০টি বাড়ি। তার মধ্যে বেশির ভাগই কিনেছেন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বার্কলি গ্রুপের মতো গ্রুপের কাছ থেকে। আল জাজিরার এক অনুসন্ধানে এসব তথ্য বেরিয়ে এসেছে। হিসাব করে দেখা গেছে বর্তমানে ওইসব বাড়ির বাজারমূল্য ৩২ কোটি ডলার। বাংলাদেশি টাকায় যা ৩৮২৪ কোটি টাকারও বেশি। এর বাইরে যুক্তরাষ্ট্র ও দুবাইয়ে আছে তার ভুরি ভুরি

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

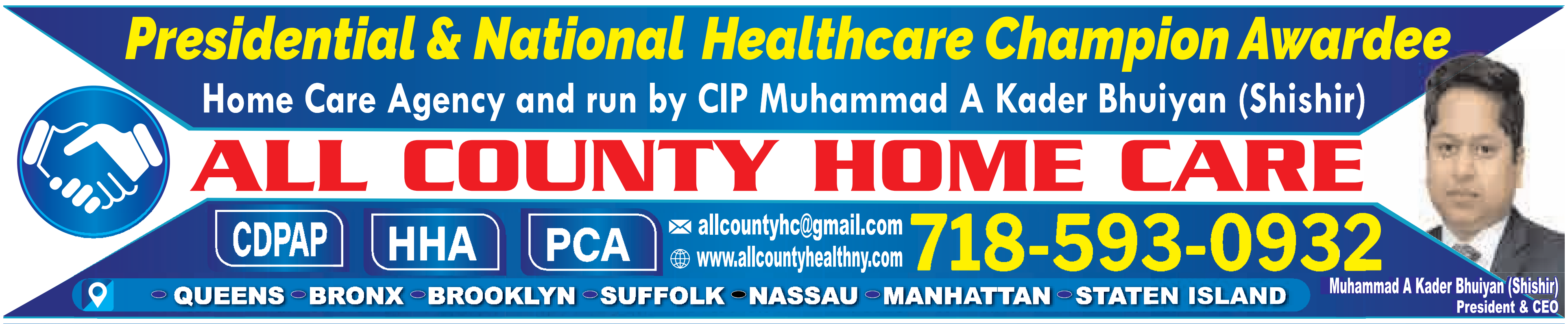

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস্ করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

Tribune Training Academy
SECURITY GUARD & OSHA TRAINING
সিকিউরিটি গার্ড ও ওশা লাইসেন্স ট্রেনিং
Get Your License Today!
Contact Us
Phone: 718-790-2664
Email: tribunest@gmail.com
40-38 75th Street, Elmhurst, NY 11373
www.tribunest.com

raju law
ONE OF THE TOP IMMIGRATION LAW FIRMS IN THE USA
আপনি জানেন কি?
মিথ্যা স্টেটমেন্ট এবং ভুল তথ্য দেবার কারনে ফ্লোরিডা এবং নিউ ইয়র্কে ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নির লাইসেন্স স্থগিত করা হয়েছিল।
লাইসেন্স ছাড়া নিজেকে অ্যাটর্নি দাবি করায় অনেকে দণ্ডিত হয়েছেন।
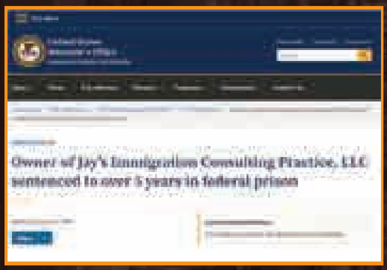

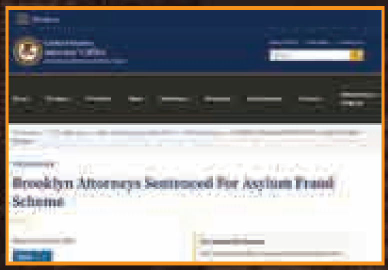

রাজু'ল, ইমিগ্রেশন বিষয়ক যে কোনো সেবা পেতে বিশ্বস্ত নাম।

Head Office	New York	Los Angeles	Atlanta	Dhaka	Savar
301-919-3610	934-345-7003 347-472-7050	323-499-5815 213-729-9345	770-655-9166 458-272-5793	01602-270365 01728-383454	01730214236

info@rajulaw.com www.rajulaw.com 833-725-8529 (24x7)

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ
- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?
- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com
Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন
74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432
TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911
*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্রাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং
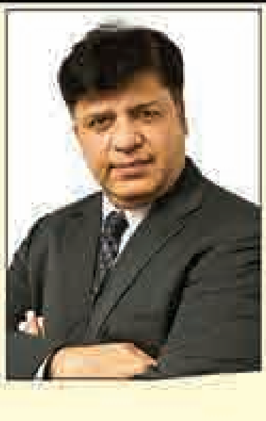
➤ Do you want apply for a green card?
➤ Are you being deported?
➤ Are you having credit card problems?
➤ Are you unable to pay your debts?
➤ Has your bank account been sealed?
➤ Are you getting harrassed by creditors?
আমরা বাংলায় কথা বলি
WE ARE OPEN 7 DAYS a week
IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME
CALL: 718-263-5999
*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

সুরাইয়া রহমান

CENTERLIGHT
Healthcare PACE

55+ বয়সী প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য
অল-ইনক্লুসিভ কেয়ার কর্মসূচি

Medicare ও Medicaid-এর কভার করা সব পরিষেবা ও প্রেসক্রিপশনের ওষুধের জন্য একটি পরিকল্পনা:

- চিকিৎসা সেবা
- ভিজিটিং নার্স
- দাঁত, দৃষ্টি, শ্রবণ
- প্রেসক্রিপশনের ওষুধ
- ওভার-দ্যা-কাউন্টার (OTC)
- শারীরিক ও অকুপেশনাল থেরাপি
- বাড়িতে স্বাস্থ্য সহায়তাকারী
- প্রাপ্তবয়স্কদের ডে সেন্টার
- বিনোদন ও আহার
- পরিবহন এবং অন্যান্য।

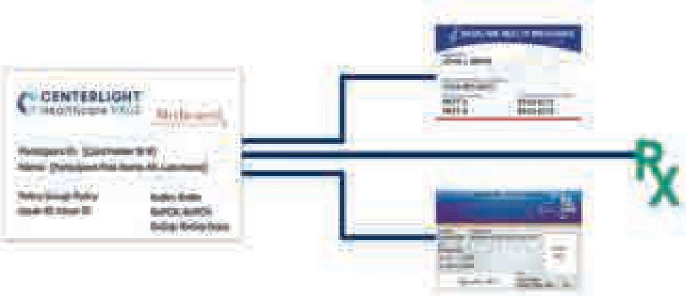

সেইসাথে - প্রাত্যহিক জিনিসপত্র যেমন মুদি এবং প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহারের জন্য আমাদের My Needs Card নিন**

আরো তথ্যের জন্য, ফোন করুন:
1-877-286-PACE (7223) | **TTY 711** MON-FRI 8AM-8PM
centerlighthealthcare.org

*পরিষেবা, প্রেসক্রিপশনের ওষুধ এবং IDT দ্বারা নির্ধারিত OTC-এর জন্য চিকিৎসাগত আবশ্যকতা।
**My Needs Card. PACE স্ট্যান্ডার্ড বেনিফিট প্যাকেজের অধীনে প্রয়োজনীয় বা ইতোমধ্যে সরবরাহ করা Medicare এবং/অথবা Medicaid-এর কভার করা পরিষেবাগুলির বিকল্প নয়।

H3329_KeepingPACE2022_Newspaper_Approved 10132022 Bengali

বার্ধক্যের গতির সাথে
তাল মিলিয়ে চলা

Thinking of
BUYING
SELLING
INVEST, RENT
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
করতে যোগাযোগ করুন
917-631-5050

- Residential
- Commercial
- Pre-Foreclosure
- Co-op & Condo

Mijanur Rahman (Mijan) 917-631-5050
Licensed Real Estate Agent

EXIT
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, Queens, NY 11423
Tel: 718-262-0206,
Fax: 718-262-0264
Email: RealtorMijan@gmail.com
www.EXITprimeNY.com

EXIT REALTY PRIME
REBNY
Email: RealtorMijan@gmail.com

MIJAN REAL ESTATE LTD.
মিজান রিয়েল এস্টেট লিমিটেড

Mijan Real Estate
Reg.No.C-187784

বাড়ি-জমি
ফ্ল্যাট-প্লট
ক্রয়/বিক্রয়

বসুন্ধরা, পূর্বাচল, উত্তরা
বনশ্রী, ধানমন্ডি, গুলশান, ঢাকা
ও চট্টগ্রাম-এ জায়গা, বাড়ি প্লট,
ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

Mijanur Rahman (Mijan)
Chairman & CEO.
917-631-5050

USA Address:
127-14 101 Avenue
Queens, NY 11419

Bangladesh Contact:
Dilu : +880 130-473-4949
Dr.Ali : +880 171-195-9024
Arif : +880 171-151-0542

Email: RealtorMijan@gmail.com

‘দেশের সব স্থানে সেনাবাহিনীকে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দেওয়া ঠিক নয়’

ঢাকা অফিস

মির্জা ফখরুল

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, দেশের সব স্থানে সেনাবাহিনীকে ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার দেওয়া ঠিক হয়নি। এ বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা দরকার। বৃহস্পতিবার সকালে ঠাকুরগাঁও প্রেসক্লাবে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহতের পরিবার ও আহতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং আর্থিক সহযোগিতা করার সময় এসব কথা বলেন মির্জা ফখরুল।

মির্জা ফখরুল বলেন, সেনাবাহিনীকে ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার দেওয়া হয়েছে কারণ প্রশাসন ফেল করেছে। প্রশাসন কাজ করছে না, এ কারণে সেনাবাহিনীকে ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার দেওয়া হয়েছে। তবে আমি মনে করি, যেসব এলাকার অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে সেসব এলাকায় সেনাবাহিনীকে ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার দেওয়া যায়। আর এখনও অনেক জেলার অবস্থা ভালো আছে। রাজনৈতিক নেতারা অনেক কিছু দেখভাল করছেন। সেসব এলাকায় সেনাবাহিনীকে ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার দেওয়া ঠিক নয়। বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা দরকার।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, হাসিনা সরকারের জঞ্জাল পরিষ্কার করে সকলের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা দরকার।

অনুষ্ঠানে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তাঁর দলের পক্ষ থেকে জেলায় ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহত চারজনের পরিবার এবং আহত ৪৩ জনের হাতে নগদ মোট ১৫ লাখ টাকা তুলে দেন।

এর আগে, মঙ্গলবার (১৭ সেপ্টেম্বর) রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে সেনাবাহিনীকে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দেওয়া হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রেষণ–২ শাখার সিনিয়র সহকারী সচিব জেতি প্রু’র সই করা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।

হাসিনাকে হস্তান্তর করতে পারে দিল্লি

হিন্দুস্থান টাইমসের নিবন্ধ

ঢাকা ডেস্ক

ব্যাপক গণ-বিক্ষোভের মুখে পদত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এক মাসের বেশি সময় ধরে ভারতে অবস্থান করা সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীকে দেশে ফিরিয়ে আনার দাবি এখন তুঙ্গে। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (আইসিটি) প্রধান প্রসিকিউটর শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানানোর পর এই দাবিটি সুনির্দিষ্ট আইনি রূপ নিয়েছে। ২০১০ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন তৎকালীন সরকার এই ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করেছিল।

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এছাড়াও হত্যা, নির্যাতন-নিপীড়ন থেকে শুরু করে গুমসহ বিভিন্ন ধরনের অভিযোগে সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দেড় শতাধিক মামলা হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে শেখ হাসিনাকে হস্তান্তরের জন্য ভারতের কাছে অনুরোধ জানায়, তখন নয়াদিল্লির আইনি উপায় কী হবে? এ নিয়ে ভারতীয় ইংরেজি দৈনিক হিন্দুস্তান টাইমসে দীর্ঘ এক নিবন্ধ লিখেছেন ওপি জিন্দাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটির জিন্দাল গ্লোবাল ল স্কুলের অধ্যাপক প্রভাষ রঞ্জন।

নিবন্ধে তিনি বলেছেন, ভারতের প্রত্যর্পণ আইন-১৯৬২ ছাড়াও শেখ হাসিনার সরকারের সাথে ২০১৩ সালে স্বাক্ষরিত ভারত-বাংলাদেশ প্রত্যর্পণ চুক্তিও বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ১৯৬২ সালের প্রত্যর্পণ আইনের ১২(২) ধারা ও ভারত-বাংলাদেশের প্রত্যর্পণ চুক্তির শর্তগুলোও শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে।

শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের জন্য বাংলাদেশ ২০১৩ সালের চুক্তির ওপর নির্ভর করতে পারে। চুক্তির ১ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ও ভারত তাদের ভূখণ্ডে কেবল সেই ব্যক্তিদের প্রত্যর্পণ করতে বাধ্য; যারা প্রত্যর্পণযোগ্য অপরাধ (ভারত ও বাংলাদেশি আইনের আওতায় কমপক্ষে এক বছরের কারাদণ্ডের মতো শাস্তিযোগ্য অপরাধ) করার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। তবে এই অনুচ্ছেদ সেই ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে, যাদের বিরুদ্ধে অপরাধের দায়ে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের আদালতে এখনও দোষী প্রমাণিত না হলেও হাসিনাকে প্রত্যর্পণ করা যেতে পারে। ভারত থেকে প্রত্যর্পণের প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য তাকে এসব অপরাধে অভিযুক্ত করাই যথেষ্ট। এছাড়া ভারত-বাংলাদেশ প্রত্যর্পণ চুক্তির অনুচ্ছেদ ১০(৩)-এর আওতায় প্রত্যর্পণ চাওয়ার জন্য অনুরোধকারী রাষ্ট্রের পক্ষে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের জারি করা গ্রেফতারি পরোয়ানাও যথেষ্ট।

এক্ষেত্রে অনুরোধ জানানো রাষ্ট্রের কাছে সংঘটিত অপরাধের প্রমাণ শেয়ার করার দরকার নেই। ২০১৬ সালে চুক্তিতে আনা একটি সংশোধনীর কারণে এটির দরকার নেই। তবে মূল চুক্তিতে অনুরোধকারী রাষ্ট্রকে অনুরোধ জানানো দেশের কাছে গ্রেফতারি পরোয়ানাসহ অন্যান্য প্রমাণ শেয়ার করার শর্ত ছিল। অভিযুক্তদের প্রত্যর্পণ ত্বরান্বিত করার জন্য ২০১৬ সালে অপরাধের প্রমাণ শেয়ার করার প্রয়োজনীয়তা বাতিল করা হয়।

যে কারণে বাংলাদেশ এ ধরনের অনুরোধ করলে শেখ হাসিনাকে হস্তান্তর করার আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে ভারতের। তবে ভারত-বাংলাদেশ প্রত্যর্পণ চুক্তিতে কোনও ব্যক্তিকে প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম বিধানও রয়েছে।

প্রথমত, ৬ নম্বর অনুচ্ছেদে অপরাধী ব্যক্তি যদি রাজনৈতিক নেতা হন, তাহলে তার প্রত্যর্পণ প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে। আবার ১৯৬২ সালের প্রত্যর্পণ আইনের ৩১(১) ধারায় রাজনৈতিক ছাড়ের বিধান রয়েছে। তাহলে শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণে অস্বীকৃতি জানানোর জন্য ভারত কি এসব বিধানের ওপর নির্ভর করতে পারে? এর জবাব হলো, না। কারণ চুক্তির ৬(২) ধারায় বিশেষভাবে হত্যা ও অন্যান্য অপরাধের মতো অপরাধকে বাদ দেওয়া হলেও আন্তর্জাতিক আইন গণহত্যা এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধকে রাজনৈতিক অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, যদি সেই ব্যক্তির প্রত্যর্পণ অপরাধের দায়ে আদালতে বিচার করা হয়, তাহলে অনুরোধকৃত রাষ্ট্রকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করার অনুমতি দিয়েছে অনুচ্ছেদ ৭। এই বিধানটি হাসিনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। কারণ তিনি ভারতীয় আদালতে বিচারের মুখোমুখি হবেন, এমন কোনও অপরাধের অভিযোগ নেই।

তৃতীয়ত, চুক্তির অনুচ্ছেদ ৮(১)(এ) (আইআইআই) ধারায় বলা হয়েছে, যদি একজন ব্যক্তি প্রত্যপর্ণের জন্য অনুরোধকৃত রাষ্ট্রকে বোঝাতে পারেন যে, তাকে হস্তান্তর করা হলে দেশে তিনি ন্যায়বিচার পাবেন না এবং তাকে প্রত্যর্পণ করাটা নিপীড়নমূলক হবে, তাহলে অনুরোধকৃত রাষ্ট্র সমস্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করে তাকে প্রত্যর্পণ করা থেকে বিরত থাকতে পারে। কারণ ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ ‘ন্যায়বিচারের স্বার্থে সরল বিশ্বাসে’ করা হয়নি বলে জানাতে পারবে অনুরোধকৃত রাষ্ট্র।

একই নীতি ১৯৬২ সালের প্রত্যর্পণ আইনের ২৯ ধারায় প্রতিফলিত হয়েছে। শেখ হাসিনার ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হতে পারে। যে পরিস্থিতিতে তিনি ক্ষমতা থেকে বিদায় নিয়েছেন এবং তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা বাংলাদেশে বিভিন্ন বিষয় পরিচালনা করছেন, তাতে যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে, তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রতিহিংসা ও রাজনৈতিক শত্রুতার দ্বারা প্রভাবিত। যদি তাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়, তাহলে তার সুষ্ঠু বিচার না পাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। সুতরাং তার প্রত্যর্পণ হবে নিপীড়নমূলক এবং অন্যায্য।

এই ব্যাখ্যা বাংলাদেশের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। যারা দাবি করবে, শেখ হাসিনাকে তার স্বৈরাচারী শাসনের জন্য জবাবদিহি করা হবে ন্যায়বিচারের স্বার্থেই। কোনও বিরোধ নিষ্পত্তিকারী সংস্থা কার ব্যাখ্যা সঠিক তা নির্ধারণ না করা পর্যন্ত ৮(১)(এ) (আইআইআই) ধারা অনুযায়ী, উভয়পক্ষই নিজেদের আইনি ব্যাখ্যায় অটল থাকতে পারে।

তবে ভারতের সামনে আরেকটি আইনি বিকল্প আছে। তবে সেটি হবে কঠিন। চুক্তির ২১(৩) ধারায় ভারতকে যেকোনও সময় নোটিশ দিয়ে এই চুক্তি বাতিল করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে পরবর্তী ছয় মাস পর চুক্তিটি আর কার্যকর থাকবে না। এছাড়া চুক্তি বাতিলের আগে করা প্রত্যর্পণের অনুরোধের প্রক্রিয়া করার বিষয়ে চুক্তিতে কিছু বলা হয়নি।

ভারত এই বিকল্প ব্যবহার করবে কি না তা নির্ভর করবে দেশটি শেখ হাসিনাকে কতটা মূল্য দেয় তার ওপর; যিনি নয়াদিল্লির ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। নয়াদিল্লি শেখ হাসিনার পাশে দাঁড়াতে চায়। একতরফাভাবে চুক্তিটি বাতিল করলে ঢাকার সঙ্গে দিল্লির সম্পর্ক খারাপ হতে পারে; যা ভারতের বিভিন্ন কৌশলগত ও কূটনৈতিক সম্পর্কের জন্য অসহনীয় হয়ে উঠতে পারে।

দিন শেষে শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের আহ্বান এখন আইনি বিষয়ের চেয়ে অনেকটা রাজনৈতিক হয়ে গেছে। তবে ভারত যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করুক না কেন, তাদের রাজনৈতিক চাহিদা পূরণ এবং যেকোনও সিদ্ধান্তের ন্যায্যতার জন্য আন্তর্জাতিক আইনের ভাষাকে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত।

সূত্র : হিন্দুস্থান টাইমস

শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট বললেন
হাসিনার ভারতেই থাকা উচিত

ঢাকা ডেস্ক

রণিল বিক্রমাসিংহে

বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়া আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে সেখানেই থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট রণিল বিক্রমাসিংহে।

১৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ফার্স্টপোস্টের দেয়া এক সাক্ষাৎকারে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট বলেছেন এই পরামর্শ দেন।

ভারত থেকে হাসিনাকে বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তরের দাবির বিষয়ে জানতে চাইলে বিক্রমাসিংহে বলেন, ‘তিনি (হাসিনা) দেশের বাইরে থাকলে, তাকে বাইরেই থাকতে দিন। আমরা সবাই চাই, বাংলাদেশ এখন স্বাভাবিকতার দিকে মনোনিবেশ করুক।’

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থান নয়াদিল্লি ও ঢাকার মধ্যে ‘বিতর্কের বিষয়’ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের কিছু উপদেষ্টা শেখ হাসিনাকে হস্তান্তরের বিষয়ে জনসমক্ষে কথাও বলেছেন।

বাংলাদেশ ও ভারত চলমান এই পরিস্থিতি কীভাবে কাটিয়ে উঠতে পারে-সে বিষয়ে জানতে চাইলে বিক্রমাসিংহে বলেন, প্রথমে বাংলাদেশে স্থিতিশীলতা আনতে হবে, জনগণের আস্থা ফেরাতে হবে। শেখ হাসিনার বিষয়টি রাজনৈতিক, এ বিষয়ে সেভাবেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অনেক নেতা (বাংলাদেশের) বিদেশে চলে গেছেন। তারা বিদেশেই থাকেন। আমি অগ্রাধিকার দেব বাংলাদেশে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার দিকে। শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট ফার্স্টপোস্টকে আরও বলেন, শেখ হাসিনা দেশের বাইরে থাকলে তাকে দেশের বাইরে থাকতে দিন। আমি মনে করি স্থিতিশীলতা দ্রুত আসতে হবে। সেনাবাহিনীর প্রয়োজন হতে পারে। আমরা সবাই চাই, বাংলাদেশ স্বাভাবিক অবস্থার দিকে মনোনিবেশ করুক।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে জনগণের আন্দোলনের মুখে পদত্যাগে বাধ্য হলে

নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতির বনভোজনে মিলনমেলা

উত্তর আমেরিকা অফিস

১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতি উত্তর আমেরিকা -এর বনভোজন আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৫ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের (লং আইল্যান্ড) এলাকায় হ্যাক শেয়ার স্টেট পার্কে প্রায় ৭০০ লোকের সমাগম ঘটেছিল এই বনভোজনে। এরমধ্যে ৬ শতাধিক প্রবাসী নারায়ণগঞ্জবাসীর উপস্থিতি বনভোজনকে একখন্ড নারায়ণগঞ্জে পরিণত করে। নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি, পেন্সিলভেনিয়া ছাড়াও ভার্জিনিয়া এবং বাফেলো শহর থেকে নারায়ণগঞ্জের অভিবাসীরা এইবারই প্রথম বনভোজনের যোগ দেন। এতো বিপুল লোকের সমাগমও অতীতে দেখা যায়নি, বনভোজন পরিণত হয়েছিলো এক মিলনমেলায়।

প্রধান অতিথি ছিলেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক নূর ই আজম (বাবু) এবং বেলুন উড়িয়ে বনভোজনের উদ্বোধন করেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি ও উপদেষ্টা মির্জা ফরিদ উদ্দিন।

এই সংগঠনের সাবেক উপদেষ্টা এবং কমিটির বিশিষ্ট নেতারা শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। তাদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি নিউইয়র্ক এর ট্রাস্টি বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান আখতার হোসেন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম ও সাবেক কোষাধক্ষ্য মোহাম্মদ আলী, সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা কাজী আজারুল হক মিলন, সিনিয়র উপদেষ্টা মোহাম্মদ মোহসিন, উপদেষ্টা শামসুল আলম লিটন, মোহাম্মদ ইসমাইল ও নাসির উদ্দিন চঞ্চল।

বনভোজন সফল করতে বিশেষভাবে তৎপর ছিলেন সংগঠনের সভাপতি মোস্তফা জামাল টিটু, সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন টিটু, বনভোজন কমিটি ২০২৪-এর আহবায়ক মোস্তফা জামাল শামীম, সদস্য সচিব সোহেল আহমেদ, সদস্য এম. আজিজুল হক, মোহাম্মদ ইমাম, কোহিনুর আক্তার এবং পৃষ্টপোষক এস.এম. সায়েম মিঠু, রাফাত হোসেন, দোলন খন্দকার ও আশিক কবির, সেলিম আহমেদ ও শওকত হোসেন (শ্যামল)।

এই বনভোজনে ছিল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, আকর্ষণীয় রাফেল ড্র এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নাচে-গানে প্রবাসী নারায়ণগঞ্জবাসীরা সবুজ অরণ্যের ছায়া নিবিড় পরিবেশকে মাতিয়ে তোলেন।

র‍্যাফেল ড্র-তে প্রথম পুরস্কার ছিল ঢাকা-নিউইয়র্ক ঢাকা বিমান টিকেট। এই টিকেটের স্পন্সর ছিল নাভিলা জুঁই। দ্বিতীয় পুরস্কার ছিল স্বর্ণালংকার, এর স্পন্স ছিল মাহফুজ আহমেদ মনসুর। তৃতীয় পুরস্কার ছিল আইফোন, এর স্পন্সর ছিল খামারবাড়ি সুপার মার্কেট ও আফতাব সুপার মার্কেট। অন্যান্য পুরস্কার হচ্ছে চতুর্থ পুরস্কারঃ ৬৫ ইঞ্চি টেলিভিশন।

সংকটময় পরিস্থিতিতে মেয়র অ্যাডামস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আনছে। ফেডারেল তদন্তের কবলে পড়ে মেয়রের শীর্ষ ৫ কর্তাব্যক্তির ইলেকট্রনিক ডিভাইস বাজেয়াপ্ত, কয়েকজন কর্মকর্তার বাড়িতে রেইডের পর এবার পদত্যাগের হিড়িক লেগেছে অ্যাডামস প্রশাসনে। সব মিলিয়ে ফেডারেল তদন্তের কারণে সংকটময় পরিস্থিতি পার করছেন সিটি মেয়র।

গত সপ্তাহে ফেডারেল তদন্তের অংশ হিসেবে মেয়রের সবচেয়ে সিনিয়র ৫ কর্মকর্তার ইলেকট্রনিক ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করা হয়। যা সিটি হলের মেয়র এরিক অ্যাডামসের ক্ষমতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। ধারণা করা হচ্ছে মেয়র অ্যাডামসের শীর্ষ কর্মকর্তাদের আত্মীয়দের বিভিন্ন অনৈতিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের বিষয় এই তদন্ত চলছে। যদিও এফবিআই এসব বিষয়ে কোন কিছু স্পষ্ট করেনি।

এদিকে অ্যাডামস ইতিমধ্যেই মারাত্মক চ্যালেঞ্জে জর্জরিত ছিলেন। যার মধ্যে রয়েছে—তার এবং সিটি কাউন্সিলের মধ্যে ফাটল, কম অনুমোদনের রেটিং এবং ক্ষুধার্ত রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী। ২০২১ সালের প্রচারাভিযান এবং তুরস্কের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে একটি ফেডারেল তদন্ত কয়েক মাস ধরে প্রশাসনের ওপর চলছে। এ ছাড়া একটি যৌন অসদাচরণের অভিযোগে মামলার মুখোমুখিও হচ্ছেন অ্যাডামস। যা তিনি অস্বীকার করেছেন। এতসব ঝামেলার মধ্যে নতুন করে ফেডারেল তদন্ত চরম ঝুঁকিতে ফেলছে অ্যাডামসের ভবিষ্যৎ।

কেন ফেডারেল তদন্ত

সূত্রগুলো বলছে, অ্যাডামসের শীর্ষ কর্মকর্তারা তাদের আত্মীয়দের বিভিন্ন অনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে আসছেন। এরজন্যই এই তদন্ত চলছে। তবে এর জন্য এখনও কাউকে দায়ী করা হয়নি।

যার মধ্যে টেরেন্স ব্যাঙ্কস একজন। যিনি প্রাক্তন এমটিএ'র আধিকারিক-পরামর্শদাতা, স্কুল চ্যান্সেলর এবং পাবলিক সেফটি ফিল ব্যাঙ্কের ডেপুটি মেয়র ডেভিড ব্যাঙ্কসের ভাই। ডেভিড তার ভাই ব্যাঙ্কসকে অনৈতিক সুবিধা দিয়েছেন এমন অভিযোগ রয়েছে।

এদিকে নিউইয়র্কে সিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্টের (এনওয়াইপিডি) সাবেক কমিশনার অ্যাডওয়ার্ড ক্যাবানের যমজ ভাই জেমস ক্যাবানকেও অবৈধ সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার অভিযোগ আছে। বার এবং নাইটক্লাবে শীর্ষ পুলিশকে তার প্রবেশাধিকারের জন্য আলাদাভাবে দেখা হচ্ছে।

কেলেঙ্কারির আরেকটি মূল ব্যক্তিত্ব হলেন টিমোথি পিয়ারসন। তিনি একজন প্রাক্তন এনওয়াইপিডি অফিসার। যাকে এফবিআই দ্বারা সাবপোইন করা হয়েছিল। পিয়ারসন পুলিশ বাহিনীতে অ্যাডামসের সাথে কাজ করেছিলেন।

এদিকে তদন্তে কাউকে অন্যায় করার জন্য অভিযুক্ত করা হয়নি। এসব বিষয়ে অ্যাডামস বরাবরের মতোই পরিস্কার করে বলেছেন, তিনি আইন অনুসরণ করেন এবং তার লোকদেরও একই কাজ করতে বলেছেন। তিনি নিয়মিতভাবে অপরাধ হ্রাস করার মতো বিষয়গুলোতে তার প্রশাসনের অগ্রগতির দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তবে রাজনৈতিক কৌশলবিদ এবং রাজ্য ডেমোক্রেটিক পার্টির সাবেক প্রধান বাসিল স্মিকেল এই মুহূর্তে একমত হয়ে বলেছেন—'সিটি হলে যথারীতি ব্যবসা চলছে।'

তদন্ত ঘিরে আলোচনা-সমালোচনা তুঙ্গে

শুধু তদন্তের ঝামেলা নয় জনসাধারণের সমর্থনও হারাচ্ছেন অ্যাডামস। তার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত শহরের জনগণের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে যা তাদেন মনে নেতিবাচক ধারণার জন্ম দিয়েছে। এ ছাড়া অস্থির পরিস্থিতিতে সমালোচনায়ও মেতে উঠেছেন অনেকে। আবার কেউ কেউ অ্যাডামসের পাশ নিয়েও কথা বলছেন।

নিউইয়র্ক ওয়ার্কিং ফ্যামিলি পার্টির সহ-পরিচালক আনা মারিয়া আর্চিলা বলেন, সাম্প্রতিক অভিযানের পাশাপাশি বাজেট কাটার বিষয়গুলো খুবই সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। তার বিষদ কেলেঙ্কারি এবং অব্যবস্থাপনা শহরের মানুষদের বিষিয়ে তুলেছে।

এদিকে রাজ্য সিনেটর জেসিকা রামোস আনুষ্ঠানিকভাবে মেয়র পদে প্রার্থীতা ঘোষণা করেছেন। গত শুক্রবার ডেমোক্র্যাটিক মেয়র পদের মনোনয়নের জন্য অ্যাডামসকে চ্যালেঞ্জ করছেন৷ এ ছাড়া অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীরাও এই সুযোগ কাজে লাগাতে জোর চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে জানা গেছে।

মেয়র প্রার্থী স্কট স্ট্রিংগার অ্যাডামস প্রশাসনকে 'আড়ম্বরহীন এবং বিশৃঙ্খল' বলে নিন্দা করেছেন। কিন্তু অন্যান্য অভ্যন্তরীণ ব্যক্তি এবং রাজনৈতিক কৌশলবিদরা বর্তমান পরিস্থিতি ভিন্নভাবে দেখেন, যুক্তি দিয়ে নিউইয়র্কবাসী অ্যাডামসকে বিচার করবে কিভাবে শহরটি পরিচালিত হচ্ছে যখন এটি তাদের জীবনকে সরাসরি স্পর্শ করে এমন সমস্যাগুলোর ওপর ভিত্তি করে।

এত সমালোচনার পর অ্যাডামস প্রশাসনের ওপর আস্থা রেখেছেন রডনিজ বিচোটে হারমেলিন। তিনি বলেন, মেয়র এবং তার প্রশাসনের উপর আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। তদন্ত তাদের শাসনের ওপর কোন প্রভাব ফেলবে না। তিনি বলেন, আমলাতন্ত্র বলে একটা জিনিস আছে। নেতৃত্বের ভূমিকায় কে থাকবে তা নির্বিশেষে শহরটি অগ্রসর হতে থাকে এবং এর কারণ এটি করার জন্য কাঠামো রয়েছে। নির্বাহীরা আসতে পারেন এবং যেতে পারেন এবং চলে যেতে পারেন তবে শহরটি এখনও চলছে।

ব্রুকলিন ডেমোক্রেটিক পার্টিরও নেতৃত্ব দেওয়া বিচোট হারমেলিন, সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো অ্যাডামসের নির্বাচনযোগ্যতাকে আঘাত করবে না। এই মুহুর্তে তদন্তকে "অভ্যন্তরীণ রাজনীতি" বলে অভিহিত করেছে তিনি।

তিনি আরও বলেন, মানুষ আশ্রয়, শিক্ষা, নিরাপত্তা এবং সেই প্রকৃতির জিনিসগুলোর মতো মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন। মেয়র অ্যাডামস অনেক বিভ্রান্তি হিসাবে বিবেচিত হবে জেনেও এখনও শহর চালাচ্ছেন

এদিকে এফবিআই তদন্তের জেরে পদত্যাগ করেছেন অ্যাডামস প্রশাসনের শীর্ষ ২ কর্তা। তার মধ্যে গত সপ্তাহের আগে এনওয়াইপিডি কমিশনার এডওয়ার্ড ক্যাবান এবং চলতি সাপ্তাহে সিটি ও মেয়র এরিক অ্যাডামসের প্রধান পরামর্শদাতা লিসা জর্নবার্গ পদত্যাগ করেছেন।ক্যাবানের ফোন গত সপ্তাহে এফবিআই বাজেয়াপ্ত করেছিল, তাকে বিভ্রান্তি এড়াতে পদত্যাগ করার জন্য অনুরোধ করেছিল। তার পদত্যাগ পত্রটি তার যমজ ভাই জেমস ক্যাবানের সাথে সংযোগের ইঙ্গিত দেয়। যিনি দুর্নীতির তদন্তে জড়িত ছিলেন। জেমস ক্যাবান, ২০০১ সালে এনওয়াইফিডি দ্বারা বরখাস্ত হয়ে একটি নিরাপত্তা সংস্থা চালান। যেটি নিউইয়র্ক সিটির নাইটক্লাবগুলো পরিচালনা করে৷

মেয়র অ্যাডামস বলেন, তিনি বা তার কর্মীরা কেউই তদন্তের লক্ষ্য নয় এবং সিটি হল একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে যা ইঙ্গিত করেছে যে তারা তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবে। নিউইয়র্ক সিটির পুলিশ কমিশনার এডওয়ার্ড ক্যাবান মেয়র এরিক অ্যাডামসের প্রশাসনে চলমান এফবিআই তদন্তের মধ্যে পদত্যাগ করেছেন।

তার পদত্যাগের ঘোষণা দিয়ে পুলিশ বিভাগের কাছে একটি চিঠিতে ক্যাবান লিখেছেন, আমার সম্পূর্ণ ফোকাস সর্বদা পুলিশ বিভাগ এবং লোকেদের উপর ছিল যাদের আমি ভালোবাসি। ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে সেবা নিবেদিত করেছি৷ যাইহোক সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ঘিরে খবর তৈরি করেছে আমাদের বিভাগের জন্য একটি বিভ্রান্তি। আমি আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ সদস্যদের নিরাপত্তা ছাড়া অন্য কিছুতে আমার মনোযোগ দিতে রাজি নই।

গত সপ্তাহে ফেডারেল তদন্তকারীদের দ্বারা কাবানের ফোন এবং অন্যান্য সিনিয়র পুলিশ নেতাদের ডিভাইস জব্দ করার পরে এই পদত্যাগ করা হয়েছে। অ্যাডামস বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সিটির পুলিশ কমিশনার হিসাবে কাবানের মেয়াদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। পদত্যাগ করলেও ক্যাবানের অ্যাটর্নি বলেছেন, তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে কোন অন্যায়কে অস্বীকার করেন এবং তদন্তকারীদের সাথে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন।

এদিকে স্থানীয় সময় শনিবার ১৫ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক সিটি ও মেয়র এরিক অ্যাডামসের প্রধান পরামর্শদাতা লিসা জর্নবার্গ পদত্যাগ করেছেন। জর্নবার্গ হঠাৎ এমন সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করেননি। তবে ফেডারেল তদন্তকারীরা অ্যাডামস প্রশাসনের বেশ কয়েকজন সিনিয়র কর্মকর্তার ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করার এক সপ্তাহ পরে এবং দুর্নীতির তদন্তের একটি বিস্তৃত সিরিজে বিশদ বিবরণ বেরিয়ে আসার পর জর্নবার্গ পদত্যাগ করলেন।

জর্নবার্গ এক বিবৃতিতে বলেছেন, আমাকে শহরের সেবা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি মেয়র অ্যাডামসের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। নিউইয়র্কবাসীর জন্য তিনি যে কাজ করেছেন এবং চালিয়ে যাচ্ছেন আমি তাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করি।

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

সম্পাদকীয়

দেশ গড়ার নতুন প্রত্যয়ে চাই ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও জাতীয় ঐক্যমত

বাংলাদেশ ইতিহাস দিয়ে রচিত। আন্দোলন-সংগ্রাম এ দেশের জনগণের শিরায় শিরায় বহমান। রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম। স্বাধীন দেশে যতবার কর্তৃত্বপরায়ণ শাসকের আবির্ভাব হয়েছে, ততবারই সেই সরকারের পতন নিশ্চিত করেছে জনতা গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে। ইতিহাস প্রতিটি গণ-অভ্যুত্থানের জয়গাথা লিখে রেখেছে। ব্যতিক্রম হলো না এবারো।৫ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি 'মার্চ টু ঢাকা' পালনে কারফিউ ভঙ্গ করে সর্বস্তরের মানুষ ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করে, দেশের ক্ষমতাসীন সরকার তীব্র আন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করে। দীর্ঘ ১৫ বছরেরও বেশি সময় ক্ষমতায় থাকা 'স্বৈরাচার' সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে এক নতুন আশার জন্ম নেয়। গঠিত হয় নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার।

দীর্ঘদিন ধরে চলমান সকল প্রকার বৈষম্য ও সামাজিক অনিয়ম-অবিচার ও অসাম্য দূর করে একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়গ্রহণ করার সময় এসেছে আজ। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন প্রথমে কোটা-সংস্কার আন্দোলন হলেও পরবর্তীতে এটা দেশের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে ৫ই আগস্ট এক গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের টানা পনেরো বছরের শাসনামলের নিদারুণ পতন ঘটে। বর্তমানে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশ পরিচালনা করছে। তাদের অভিষ্ট লক্ষ্য এখন রাষ্ট্র সংস্কার। এ লক্ষ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বেশ কয়েকটি কমিশন গঠন করেছে। দেশের এ ক্রান্তিলগ্নে এ ধরনের সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সব সংস্কারই সফলভাবে করতে পারবে- এটা নিয়ে সংশয় থাকা মোটেও অমূলক নয়।

চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ না দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থা চাকরিমুখী অর্থাৎ যুগোপযোগী তথা প্রয়োজনমুখী করা আবশ্যক। চাকরি ক্ষেত্রে আন্তঃক্যাডার বৈষম্য দূর করতে হবে। আইনশৃংখলা বাহিনী- বিশেষ করে পুলিশকে যেকোনো মূল্যে দেশের সেবক, কঠোর নিরপেক্ষ আইন প্রয়োগকারী করতে তাদের দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে। পুলিশ বাহিনী ভালো হলে দেশের অর্ধেক সমস্যা এমনিতেই দূর হয়ে যাবে। স্থানীয় সরকারব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি না করে নির্ধারিত বিষয়ের আসন বিন্যাস নির্ধারণ করতে হবে। গবেষণা ও ব্যাবহারিক শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে। শুধুমাত্র মানহীন, অসৎ, লোভী ও অমানবিক হওয়ায় প্রায় ১৮% উচ্চশিক্ষিত ছেলে-মেয়ে বেকার থেকে যাচ্ছে দেশে। এজন্য দেখা যাচ্ছে- দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তারা বাধ্য হয়ে বিদেশিদের নিয়োগ দিতে বাধ্য হচ্ছে এ ক্ষেত্রে। শুধু চাকরির জন্য উচ্চশিক্ষাগ্রহণ নিরোৎসাহিত করে উদ্যোক্তা ও গবেষক তৈরি করতে হবে। গ্লোবালাইজেশন-এর যুগে দেশ ও বিদেশের চাহিদা মোতাবেক নতুন নতুন বিভাগ চালু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ শিক্ষিত শ্রেণি গড়ে তুলতে হবে।

কৃষিখাত বাংলাদেশের কর্মসংস্থানের সব চেয়ে বড়ো ব্যয়ের খাত। সমবায়ের মাধ্যমে কৃষিব্যবস্থা আধুনিক করে এর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বিনামূল্যে এলাকাভিত্তিক বিতরণ করতে হবে। কৃষকদের নিয়মিত প্রযুক্তি ব্যবহার ও নতুন পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে বিনামুল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। স্বল্প শিক্ষিত উদ্দোক্তাদের ব্যাপক ট্রেনিং ও ব্যাংক-ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

আন্দোলনের ফসল নতুন অন্তর্বর্তী সরকারের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। প্রথমত, আন্দোলনে নিহত ও আহতদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, আহতদের চিকিৎসার দায়-দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। এখনো আহত-গুলিবিদ্ধদের অনেকে মারা যাচ্ছে। প্রত্যেকের চিকিৎসার জন্য আর্থিক নিশ্চয়তার ব্যবস্থা করতে হবে। দরকার হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশ পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তৃতীয়ত, আহতদের মধ্যে যারা কর্মক্ষমতা হারিয়েছে তাদের এবং নিহতদের পরিবারের দায়িত্ব নিতে হবে।

সরকারের মূল চ্যালেঞ্জ হবে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গ্রুপ, আন্তর্জাতিক লবি, সিভিল ও মিলিটারি ব্যুরোক্রেসির স্বার্থ রক্ষা করা। তিন শক্তিই চাইবে তাদের স্বার্থ রক্ষা হোক, এটা সরকারকে মোকাবিলা করতে হবে নিজেদের সদিচ্ছা, সক্রিয়তা দিয়ে। সবচেয়ে বড় বিষয় হবে তারা মোকাবিলা করতে চায় কিনা বা কীভাবে চায়। সরকারের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো জনগণ। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির জায়গা তৈরি করতে পারলে মানুষ এই সরকারের পাশে থাকবে। রাতারাতি সব করে ফেলা সম্ভব নয় কিন্তু সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো আছে, সেগুলোর সূচনাটা তো এখনই করতে হবে। পরে পর্যায়ক্রমে সেগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন হবে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে যারা বৈষম্যহীনতার জন্য লড়াই করে, তাদের অবস্থান দুর্বল। কিন্তু যারা সবল, সেই রাজনৈতিক দলগুলোর কেউ ধর্মের নামে, কেউ জাতীয়তাবাদের নামে, কেউ মুক্তিযুদ্ধের নামে বৈষম্যবাদী রাজনীতি করে। রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের স্বার্থকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারছে না।

নতুন প্রজন্ম অতীতের ব্যর্থ রাজনীতির পথ পরিহার করে রাজনীতির নতুন বন্দোবস্ত কায়েম করতে চায়। জাতির এ সন্ধিক্ষণে উন্মত্ততা ও প্রতিহিংসার পথ পরিহার করে সহাবস্থান ও সম্প্রীতির নতুন রূপরেখায় দেশকে এগিয়ে নেয়াই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। গণঅভ্যুত্থানের যে শক্তি, তার ওপর ভিত্তি করেই অনেক কাজ করা যায়।

রাজনৈতিক দলগুলোর বড় সংস্কার দরকার। তাদের উচিত কর্মীদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, দলের মধ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি কার্যকর করা, দলীয় পদ বাণিজ্য বন্ধ করা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবারের আন্দোলনে পরিলক্ষিত হয়েছে যে এসব রাজনৈতিক দলগুলোর বাইরেও একটি শক্তি আছে বা উঠে আসার সম্ভাবনা রয়েছে যেটি খুবই ইতিবাচক। যারা আসলেই বৈষম্যবিরোধী, তাদের এই শক্তির ওপর দাঁড়িয়ে কাজ করতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থা কেমন চাই, স্বাস্থ্যখাত কেমন হবে, রাজনৈতিক পরিবেশ কেমন হবে, রাষ্ট্রব্যবস্থায় কী পরিবর্তন চাই, সংবিধান কেমন চাই—এগুলো নিয়ে ব্যাপক আলোচনার মধ্য দিয়ে জনগণের মত এবং শক্তি তৈরি করতে হবে। যেসব শিক্ষার্থীরা রক্ত দিয়ে বৈষম্যবিরোধী সমাজের জন্য আন্দোলন করেছে, তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণে সচেষ্ট থাকবে হবে। তাই সরকারকে প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে বসে সমাধান বের করতে হবে। একমাস অনেক কম সময় অনেক কম কিন্তু নির্দেশ দেওয়ার জন্য তো একমাস কম সময় না, সূচনা তো করতেই হবে।

বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা, ক্ষমতার পালাবদল, সরকার পতনের আন্দোলন, স্বৈরাচারবিরোধী গণ-আন্দোলন, বিভিন্ন দাবিতে রাজপথে মিটিং–মিছিল, রাজনৈতিক হত্যা—এসবের সাক্ষী হয়েছে বাংলাদেশের মানুষ।

শুধু তা–ই নয়, দেশের মানুষ সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করেছে ঘূর্ণিঝড়সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ। কিন্তু সাম্প্রতিক গণ–অভ্যুত্থান ও তার পূর্বাপর ঘটনাপ্রবাহ এতটাই দ্রুততার সঙ্গে ঘটে গেছে যে অনেকেই এত কিছু একসঙ্গে নেওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না। সংগত কারণেই এক অস্থিতিশীল সময় পার করছে দেশ। আমাদেরকে খুব দ্রুত বিভিন্ন পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হচ্ছে। এই পরিবর্তনগুলো অনেক ক্ষেত্রেই প্রভাব ফেলছে আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক আচরণে। এমনকি তা প্রভাবিত করছে আমাদের পেশাগত জীবন এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের আচরণকে। অস্থিতিশীল এই সময়ে মানসিকভাবে ভালো নেই অনেকেই। আন্দোলনের দিনগুলোতে যারা স্বজন হারিয়েছেন, বিভিন্ন সহিংসতা আর বীভৎসতার শিকার হয়েছেন কিংবা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাদের এই ট্রমা কাটিয়ে উঠতে এমনিতেই অনেক সময় লাগবে।

প্রতিদিনই যেন দাবি আদায়ের নতুন নতুন পটভূমি রচিত হচ্ছে। প্রতিটি দিন যেন এখনো নতুন নতুন ঘটনার জন্ম দেখার অপেক্ষা। পরিবর্তনের এই সময়ে প্রয়োজন প্রচুর ধৈর্য, সহিষ্ণুতা আর পরিণত আচরণ। অসতর্ক ও অসহিষ্ণু আচরণের ফাঁক গলে সুযোগসন্ধানীরা এরই মধ্যে তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করার তৎপরতা শুরু করে দিয়েছে। সেই সুযোগসন্ধানীদের যেকোনো প্রকারে থামাতে হবে। একমাত্র জাতীয় ঐক্যই পারে সেই চেষ্টাকে রুখে দিতে। দ্বিধাবিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে হানাহানি করলে আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ব এবং আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে কখনোই পৌঁছাতে পারব না।

নতুন প্রজন্ম অতীতের ব্যর্থ রাজনীতির পথ পরিহার করে রাজনীতির নতুন বন্দোবস্ত কায়েম করতে চায়। জাতির এ সন্ধিক্ষণে উন্মত্ততা ও প্রতিহিংসার পথ পরিহার করে সহাবস্থান ও সম্প্রীতির নতুন রূপরেখায় দেশকে এগিয়ে নেয়াই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। গণঅভ্যুত্থানের যে শক্তি, তার ওপর ভিত্তি করেই অনেক কাজ করা যায়। আজকের এই নতুন বাংলাদেশ রচনার গৌরব কিন্তু আমাদের সকলের। আমাদের সামান্য অসতর্ক আচরণে তা যেন ম্লান না হয়ে যায়, থাকতে সদা সতর্ক।

এই আমলেও হেফাজতে মৃত্যু?

আমীন আল রশীদ

যৌথবাহিনীর হাতে আটকের পর দুজনের মৃত্যুর প্রতিবাদে মানববন্ধন। ছবি: সংগৃহীত

গত ২৯ আগস্ট বহুল আলোচিত গুমবিরোধী আন্তর্জাতিক কনভেনশনে সই করার দুই সপ্তাহের মাথায় ১১ সেপ্টেম্বর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, এই সনদে স্বাক্ষর করার মধ্য দিয়ে 'গুম সংস্কৃতি'র সমাপ্তি ঘটানোর জন্য বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। তিনি জানান, ফ্যাসিবাদী শাসনের ১৫ বছরে গুমের প্রতিটি ঘটনা তদন্ত করার জন্য একটি কমিশন গঠন হয়েছে। 'আয়নাঘরগুলো' বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি ভাষণে উল্লেখ করেন।

গুমবিরোধী আন্তর্জাতিক কনভেনশনে সই করার মধ্য দিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার তথা বাংলাদেশ যে আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করল, সেটি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু এরই মধ্যে কিছু দুঃখজনক ঘটনাও ঘটছে এবং বছরের পর বছর যেসব ঘটনা দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি মানুষের আস্থা বিনষ্ট করেছে, সে ঘটনাগুলো বন্ধ করা যাচ্ছে না। যেমন যৌথ বাহিনীর চলমান অভিযানে আটকের পর গাইবান্ধায় দুজন এবং গোপালগঞ্জে একজন নিহতের অভিযোগ উঠেছে।

এর মধ্যে গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলায় যৌথ বাহিনী আটক করার পর দুজনের মৃত্যুর প্রতিবাদে ১২ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার মানববন্ধন করেছেন স্থানীয়রা। তাঁদের অভিযোগ, আটকের পরে রাতভর তাঁদের নির্যাতন করা হয়েছে। গণমাধ্যমের খবর বলছে, ৯ সেপ্টেম্বর মধ্যরাতে যৌথ বাহিনী সাঘাটা উপজেলার ভরতখালী হাটে অভিযান চালায়। এ সময় ওই এলাকার গোবিন্দি ও বাঁশহাটি থেকে ইউপি চেয়ারম্যানসহ পাঁচজনকে আটক করা হয়। পরদিন সোহরাব হোসেন আপেল (৩৫) ও শফিকুল ইসলাম (৪৫) নামে দুজনের মৃত্যু হয়।

পুলিশের দাবি, আটকের পর অসুস্থতাজনিত কারণে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। সোহরাব হোসেন সাঘাটা ইউপি চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন সুইটের ভাতিজা এবং শফিকুল ইসলাম চেয়ারম্যানের বাড়িতে কাজ করতেন বলে জানা গেছে।

এর দুই দিন আগে গোপালগঞ্জে এলাহী শিকদার (২০) নামে এক তরুণের মৃত্যু নিয়েও অভিযোগ ওঠে। ৮ সেপ্টেম্বর রাতে কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে গোপালগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এর আগে ৩ সেপ্টেম্বর সেনাবাহিনীর একটি টিম এলাহীকে গ্রেপ্তার করে। পরদিন তাঁকে গোপালগঞ্জ সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। মৃত্যুর পরে তাঁর কিছু ছবি দেখা গেছে, যেখানে তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। মৃত এলাহী শিকদার কাশিয়ানী উপজেলার নিজামকান্দী ইউনিয়নের ফলসি বাজারে পুরি, শিঙাড়া বিক্রি করতেন।

রাষ্ট্রের যেকোনো বাহিনীর হাতে আটক বা গ্রেপ্তারে নির্যাতনে কারও মৃত্যু হলে বছরের পর বছর যে ধরনের বিবৃতি বা ব্যাখ্যা দেওয়া হতো—সেখানে কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে না। প্রতিটি মৃত্যুকেই অসুস্থতাজনিত কিংবা 'হার্ট অ্যাটাক' বলে দাবি করা হয়। প্রশ্ন হলো, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাঁদের ধরার পরে তাঁরা কেন অসুস্থ হয়ে পড়েন? গ্রেপ্তার বা আটকের পরে কী এমন ঘটনা ঘটে যে তাঁকে হাসপাতালে নিয়েও বাঁচানো যায় না? ধরা যাক, সম্প্রতি যাঁরা যৌথ বাহিনীর অভিযানে আটকের পরে মারা গেছেন, তাঁরা অপরাধী। কিন্তু তারপরও কি তাঁদের বিনা বিচারে মেরে ফেলার অধিকার কোনো বাহিনীর আছে?

২০১৩ সালে হেফাজতে নির্যাতন ও মৃত্যু নিবারণ আইন সংসদে পাস হয়। প্রশ্ন হলো, গত ১১ বছরে হেফাজতে নির্যাতন ও মৃত্যু কি বন্ধ হয়েছে? যদি বন্ধ না হয়, তাহলে এই আইনে সংশ্লিষ্ট পুলিশ বা অন্য কোনো বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে কয়টি মামলা হয়েছে? সেই মামলার পরিণতিই বা কী? এ রকম একটি কঠোর আইন থাকার পরেও কেন হেফাজতে নির্যাতন ও মৃত্যু বন্ধ হচ্ছে না? রাষ্ট্রীয় বাহিনী ও সংস্থাগুলো কি এই আইন পাত্তা দিচ্ছে না, নাকি অপরাধ করেও পার পেয়ে যাওয়া তথা সুরক্ষার নিশ্চয়তা রয়েছে বলে তারা আইনের তোয়াক্কা করছে না?

প্রসঙ্গত, মহানবী হজরত মুহাম্মদকে (সা.) নিয়ে কটূক্তি করায় ৪ সেপ্টেম্বর খুলনায় উৎসব মণ্ডল (১৮) নামে এক কলেজছাত্রকে ধরে এনে নগরীর সোনাডাঙ্গায় ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের (সাউথ) কার্যালয়ে নিয়ে যান কয়েকজন শিক্ষার্থী। কিন্তু এরপরে কয়েক শ লোক পুলিশের কার্যালয় ঘেরাও করে। এ সময় সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর সদস্যরাও সেখানে গিয়ে তাদের শান্ত করার চেষ্টা করেন। একপর্যায়ে রাত পৌনে ১২টার দিকে উত্তেজিত জনতা অফিসের তিনতলায় প্রবেশ করে উৎসব মণ্ডলকে গণপিটুনি দেয়। একটি জাতীয় দৈনিকে প্রথমে তাঁর মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হলে পরে তারা জানায় যে উৎসব মণ্ডল বেঁচে আছেন। এ বিষয়ে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর আইএসপিআর থেকেও একটি বিবৃতি দেওয়া হয়।

এই ঘটনায় যে প্রশ্নটি অনেকের মনেই হয়তো জেগেছে সেটি হলো, একজন নাগরিককে পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কিংবা পুলিশের কার্যালয়ে ঢুকে যদি উন্মত্ত জনতা পিটিয়ে মেরে ফেলতে পারে বা মেরে অবস্থা সঙিন করে দিতে পারে, তাহলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি মানুষের আর ভরসা থাকে কোথায়? একজন নাগরিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ যা-ই হোক—রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলো যদি তাঁকে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়, সেই দায় কার? যদি আদালতে বিচারের আগেই জনতা তাঁর বিচার করে ফেলে, তাহলে আর দেশে বিচারব্যবস্থা রাখার প্রয়োজন কী?

বস্তুত সারা পৃথিবীতে ড. ইউনূসের যে ভাবমূর্তি; যিনি বাংলাদেশের একজন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর; যিনি রাষ্ট্রীয় কোনো অন্যায়ের শিকার হলে বিশ্বের নোবেলজয়ীরা একযোগে বিবৃতি দেন—সে রকম একজন ব্যক্তিত্ব যখন রাষ্ট্রক্ষমতায়, তখন কেউ বিনা বিচারে হত্যার শিকার হবেন; আদালত প্রাঙ্গণে কোনো আসামি, তাতে তিনি যেই হোন না কেন, তাঁর ওপর হামলা হবে; মব জাস্টিসের নামে মানুষ নিজের হাতে আইন তুলে নেবে—সেটি কাম্য নয়। ১১ সেপ্টেম্বর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণেও ড. মুহাম্মদ ইউনূস আইন হাতে তুলে না নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

একটি গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করল, তাদের কাছে দেশের মানুষের প্রত্যাশা অনেক। অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্রের বিভিন্ন সেক্টরে যে সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং যার অংশ হিসেবে সংবিধান, নির্বাচন, জনপ্রশাসন, দুর্নীতি ও আর্থিক খাত সংস্কারের জন্য বিভিন্ন কমিশন ও টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে, সেই ধারাবাহিকতায় দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতেও সংস্কার আসবে; নাগরিকের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধানকারী বাহিনীগুলোর সদস্যরা মানবাধিকারের ব্যাপারে সোচ্চার থাকবেন; দল-মত-বয়স-লিঙ্গনির্বিশেষে তাঁরা সকল নাগরিকের প্রতি সংবেদনশীল থাকবেন, এমনকি অপরাধীর মানবাধিকারের প্রতিও খেয়াল রাখবেন—এটিই প্রত্যাশা।

মনে রাখতে হবে, বিচারের দায়িত্ব আদালতের। কোনো ব্যক্তি, বাহিনী বা দলের নয়। ব্যক্তি, বাহিনী বা দল যদি বিচার করে; মব জাস্টিসের নামে তারা নিজেরাই যদি কাউকে শাস্তি দিয়ে দেয়, তাহলে আর দেশে বিচারব্যবস্থা বলে কিছু থাকে না। থাকলেও সেই বিচারব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা থাকে না। সকলের শুভবুদ্ধির উদয় হোক।

লেখক: আমীন আল রশীদ, সাংবাদিক ও লেখক

যৌনপেশার বৈধতা–অবৈধতার প্রশ্নে আলোচনা জরুরি

সুতপা বেদজ্ঞ

ক'দিন যাবৎ ঢাকা, কক্সবাজারসহ বেশ কিছু শহরে রাতে নারীদের নিগ্রহের শিকার হওয়া ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। বেশ কিছু জাতীয় পত্রিকাতেও এ ব্যাপারে খবর ছাপা হয়েছে। নিগ্রহের শিকার নারীদের সকলেই যৌনপেশার সঙ্গে যুক্ত এমন প্রমাণ আমাদের সামনে নেই। কোনো কোনো সংবাদমাধ্যম তাদের তৃতীয় লিঙ্গের পরিচয় দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছে। তারা যেই হন না কেন, তাদের প্রথম পরিচয় তারা মানুষ। একজন মানুষ যে পেশারই হোক না কেন, দিন বা রাতে যেখানেই অবস্থান করুক না কেন তাকে মারধর বা হেনস্তা করার অধিকার রাষ্ট্র নিশ্চয়ই কাউকে দেয়নি।

যারা এসব ঘটনা ঘটিয়েছেন তারা নিজেরাই এ সকল ভিডিও প্রকাশ করেছেন। যারা নিগ্রহের শিকার হয়েছেন ঐ সকল নারীদের পক্ষে কিছু সংগঠন প্রতিকার চেয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছে। দুষ্কৃতিকারিদের একজন ইতিমধ্যে গ্রেপ্তারও হয়েছেন।

বাংলাদেশে যৌনপেশা আইন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হলেও বৈধ। আইন অনুসারে কেবল প্রাপ্তবয়স্ক নারীরা আদালতে ঘোষণা দিয়ে পেশাদার যৌনকর্মে নিয়োজিত হতে পারেন। গবেষণা অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় দুই লাখ যৌনকর্মী আছেন, যাদের মধ্যে একটা বিপুল সংখ্যক অপ্রাপ্তবয়স্ক এমনকি শিশুও রয়েছে। এদেশে সাধারণত তিন ধরনের যৌনকর্মী দেখা যায়-হোটেলভিত্তিক, পার্কে-রাস্তায় বা উদ্যানে ভাসমান এবং যৌনপল্লীভিত্তিক।

এই পেশাকে আমাদের সমাজ সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও নিন্দনীয় পেশা হিসেবে মনে করে। এই পেশার সঙ্গে যুক্ত নারীদের এবং তাদের সন্তানদের সমাজের মূলধারার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। তাদের সন্তান-সন্ততি পিতৃপরিচয়হীন হয়ে বেড়ে ওঠে। এদের ছেলে সন্তানেরা অনেকক্ষেত্রেই মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্যত্র জীবন নির্বাহ করলেও কন্যা সন্তানদের অনেকক্ষেত্রেই ইচ্ছে বা অনিচ্ছায় মায়ের পেশাকেই গ্রহণ করতে হয়।

ইতিহাস ও আমাদের সাহিত্য সাক্ষ্য দেয় এ পেশা অনেক পুরোনো। কী রাজতন্ত্র, কী জমিদারতন্ত্র, কী গণতন্ত্র সকল সমাজে এই পেশা নিয়ে নানাকাহিনী আমাদের সামনে আছে। এ নিয়ে কথা বলতে গেলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার একটি কুৎসিত রূপ আমাদের সামনে ধরা দেয়। এমনই আমাদের মনস্তাত্বিক গঠন যখন শরৎচন্দ্রের দেবদাসের কাহিনি পড়ি বা দেখি তখন আমরা দেবদাসের জন্য হাহাকার করি, কেঁদে আকুল হই। পুরুষ দেবদাস মাতাল হয়ে যৌনপল্লীতে পড়ে থাকে বলে তার কোনো নিন্দা নেই, অথচ যৌনকর্মী হওয়ার কারণে ঐ নারীর মনোবেদনা আমাদের মানবিকতাকে স্পর্শ করে না।

এই পেশার ক্রেতা পুরুষ হলেও তারা সমাজে মাথা উঁচু করে চলেন, তাদের নিন্দার জন্য একটি বাক্যও আমাদের সামাজিক অভিধানে নেই। সভ্য সমাজের তথাকথিত সভ্য মানুষেরা যায় যৌনকর্মীদের কাছে। এ যেন মুখোশের আড়ালে অন্য এক মুখ। তারা ভোগের জন্য আনন্দ ক্রয় করেন, আর যারা ভোগ্যপণ্য হিসেবে নিজেকে বিক্রি করেন তাদের জন্য কষ্ট, হতাশা, লাঞ্ছনা আর মুখ লুকোনো ছাড়া কিছুই করার থাকে না। শুধু তাই নয়, আইনের মারপ্যাঁচে পুলিশি হয়রানির শিকার হতে হয় যৌনকর্মীদের। পুলিশ এবং প্রশাসনকে নিয়মিত ঘুষ প্রদান করার কথাও শোনা যায়। আবার যৌনপল্লিগুলো প্রতিনিয়ত উচ্ছেদ আতঙ্কে থাকে।

এই পেশা কোনো আরামদায়ক পেশা নয়। এ পেশায় ধর্ষণের শিকার হলেও বিচার চাওয়ার অধিকার থাকে না। বিকৃত রুচির খরিদ্দারদের বিকৃত চাহিদা মেটাতে এরা বাধ্য হয়। অনেক ক্ষেত্রে বলপূর্বক যৌন সম্পর্ক নীরবে সহ্য করতে হয়। পেশাটি চরম স্বাস্থ্যঝুঁকির হলেও স্বাভাবিকভাবে চিকিৎসকের কাছে এমনকি হাসপাতালেও তাদের সহজ অভিগম্যতার অধিকার থাকে না। প্রশ্ন আসে আত্মপরিচয়হীন, সম্মানহীন এবং ঝুঁকিপূর্ণ এমন একটি পেশাকে কেন নারীরা যুগের পর যুগ বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন?

সমাজে এই পেশা থাকা উচিত কি না সে বিষয়ে পক্ষে-বিপক্ষে কিছু কথা শোনা গেলেও এদের অন্য পেশায় নিয়ে গিয়ে মূলধারায় যুক্ত করার ব্যাপারে রাষ্ট্র নিশ্চুপ। মানবাধিকার সংগঠনসমূহকেও খুব একটা উচ্চবাচ্য করতে দেখা যায় না। কেউ কেউ মনে করেন যৌনকর্মীর আবার অধিকার কী! অনেকেই মনে করেন, যৌনকর্মীদের পুনর্বাসনের চেষ্টা বৃথা। নগদ টাকার লোভে তারা অন্য পেশায় আসতে আগ্রহী নয়। কিন্তু শুধুই কী নগদ টাকার লোভ না কী অন্য কোন কারণ সে আলোচনাটি সামনে আসা দরকার।

আমাদের বিবেচনায় নেওয়া দরকার এই পেশা নিয়ে রয়েছে নানারকম লুকোচুরি ও নেতিবাচক ধ্যানধারণা। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নেতিবাচক মানসিকতার কারণে এই পেশাকে ব্যবহার করে নারী পাচারের মতো ভয়ংকর অপরাধের ঘটনা ঘটছে। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর প্রায় ৫০ হাজার নারী ভারতে পাচার হয়, যাদের অধিকাংশকেই যৌনপেশার সঙ্গে যুক্ত হতে বাধ্য করা হয়। বেশ কিছু বছর যাবৎ গৃহকর্মীর কাজ নিয়ে সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে যারা গিয়েছে বা যাচ্ছে তাদের একটা অংশকে জোর করে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

২০১৪ সালে দুর্জয় নারী সংঘ ও বাংলাদেশ উইমেনস হেলথ কোয়ালিশন যৌথভাবে যৌনকর্মীদের আত্মমর্যাদা, সামাজিক স্বীকৃতি ও বাঁচার অধিকার শীর্ষক জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। ঐ সম্মেলনে যৌনকর্মীরা বলেছিলেন-'বাংলাদেশে যত যৌনকর্মী আছে, তাদের কেউ স্বেচ্ছায় এ পেশায় আসেননি। সমাজের প্রভাবশালী অংশের অনেকেই তাদের কাছে যান। এরা রাতের বেলা যৌনকর্মীদের কাছে গেলেও দিনের বেলা তাদের এড়িয়ে চলেন এবং বেশ্যা, পতিতা, খারাপ মেয়েছেলে বা আরও খারাপ ভাষায় গাল দেন। এরা কখনো যৌনকর্মীদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেন না।' ২০২৪ সালে এসেও যৌনকর্মীদের অবস্থা কিছু পাল্টায়নি।

মাত্র মাসাধিককাল আগেএকটি সফল গণঅভ্যুত্থানের পর বৈষম্যহীন সমতাভিত্তিক গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণের পথে এদেশ যাত্রা শুরু করেছে। এ যাত্রাকে ব্যাহত ও প্রশ্নবিদ্ধ করতে এখন পর্যন্ত সুবিধাবাদী প্রতিক্রিয়াশীল নানা গোষ্ঠী তৎপর হয়ে একের পর এক ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে। হঠাৎ করে রাতে নারীদের নিগ্রহের ঘটনাসমূহ সে সকল অশুভ শক্তির পরিকল্পিত কাজের অংশ নাকি, এখানে অন্য কোনো ব্যাপার কাজ করছে প্রশাসনের তা খতিয়ে দেখা দরকার। পাশাপাশি এই পেশার বৈধতা বা অবৈধতার প্রসঙ্গটি আলোচনায় এনে এর নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। তবে সবার আগে প্রয়োজন মানুষ হিসেবে চরম বৈষম্যের শিকার এ মানুষগুলোর রাষ্ট্রীয় অধিকার নিশ্চিত করা।

লেখক: লেখক ও নারী অধিকার কর্মী

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

NYS
Department of
Health CDPAP

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

রাজনীতিতে শেখ হাসিনার পুনর্বাসন সহজ হবে না

এ কে এম শামসুদ্দিন

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে যাওয়ার পর অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার এক অস্থির সময়ে দেশের হাল ধরেছেন। দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর একে একে দাবিদাওয়া নিয়ে নবগঠিত এই সরকারকে যেভাবে ব্যতিব্যস্ত রাখা হয়েছে, তাতে এসব দাবিদাওয়ার পেছনের আসল উদ্দেশ্য নিয়ে দেশের নাগরিকদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। চারদিকের এসব নানামুখী অপতৎপরতা দেখে আশঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে।

দেশের এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির পেছনে দেশের অভ্যন্তরে ঘাপটি মেরে বসে থাকা পতিত সরকারের লোকজনের হাত আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ড. মুহাম্মদ ইউনূস দায়িত্বভার গ্রহণের পর পরিস্থিতি ঘোলাটে করার যে কয়টি ঘটনা ঘটেছে, সেগুলোর মধ্যে ১১ আগস্টের ‘জুডিশিয়াল ক্যু’-এর অপচেষ্টা অন্যতম। তিনি ওই দিন সরকারের সঙ্গে কোনো প্রকার আলোচনা না করেই ফুলকোর্ট মিটিং ডেকেছিলেন, যা ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা। ধারণা করা হচ্ছে, সাবেক প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বে একটি জুডিশিয়াল ক্যু করার চেষ্টা হয়েছে। ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় এবং সাবেক তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ এ আরাফাত ছিলেন এ ষড়যন্ত্রের পেছনে। দেশের গোয়েন্দা বিভাগ জুডিশিয়াল ক্যু-এর আগাম তথ্য পেয়ে যাওয়ায় আওয়ামী বিচারপতিদের পরিকল্পনাটি ভেস্তে যায়।

বাংলাদেশ আনসার সদস্যদের সচিবালয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাসহ কর্মকর্তাদের অবরুদ্ধ করে রাখার ঘটনাও দেশ অস্থিতিশীল করার আরও একটি অপতৎপরতা ছিল। দেড় দশক ধরে আওয়ামী লীগ সরকার যেসব লোককে আনসার সদস্য হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে, তাদেরই একটি অংশ ২৫ আগস্ট তাদের চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সচিবালয় ঘেরাও করে রাখে। তাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ‘রেস্ট প্রথা’ বাতিল ও অন্যান্য দাবি পূরণের ব্যাপারে যথাযথ নিয়ম মেনে বিবেচনা করা হবে বলে ঘোষণা দিলেও তারা সচিবালয় ঘেরাও প্রত্যাহার করেনি। ঘটনার একপর্যায়ে তারা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। অতঃপর সেনাবাহিনী সেখানে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সরকারকে বেকায়দায় ফেলাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য।

এসব ঘটনার অবসান হতেই পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের দাবিদাওয়া নিয়ে নৈরাজ্য শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, শেখ হাসিনা চলে গেলেও তাঁর দলের অনেক নেতা-কর্মী দেশের মধ্যেই আত্মগোপন করে আছেন। ১৬ বছর ধরে দেশের মানুষের ওপর নানা জুলুম-অত্যাচার চালানোর পর আন্দোলনের মুখে পতন হলেও প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে তাদের দোসর ও প্রেতাত্মারা এখনো বহাল তবিয়তেই আছে। এই চক্রান্তকারী দোসররা যদি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করে অন্তর্বর্তী সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে পারে, তাহলে আওয়ামী লীগের পুনর্বাসনের পথ সহজ হয়ে যাবে।

পার্শ্ববর্তী দেশের বহুল আলোচিত একটি গোয়েন্দা সংস্থার তৎপরতা নিয়ে বিভিন্ন মহলে নানা ধরনের কথা আছে। বিশেষ করে, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে গিয়ে সেখানে বসে কী করছেন, তা নিয়ে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা চলছে। এমনকি ভারতীয় পত্রপত্রিকায়ও সে দেশের গোয়েন্দা সংস্থার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে।

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা শুরু করলেও পুলিশ ও প্রশাসনে নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ইত্যাদি নিয়ে একধরনের অস্থিরতা অব্যাহত আছে। শেখ হাসিনা সরকারের সুবিধাভোগী কর্মকর্তারা নানা উপায়ে নতুন সরকারকে চাপে রাখার অপচেষ্টা করছেন বলেও মনে করা হচ্ছে।

দেশে তৈরি পোশাকশিল্পে যে শ্রমিক অসন্তোষ বিরাজ করছে, তা অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টিরই একটি অপপ্রয়াস কি না, সে প্রশ্নও উঠছে। কয়েক সপ্তাহ ধরে ঢাকা ও আশপাশের পোশাক কারখানাগুলোতে শ্রমিকেরা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কর্মবিরতি ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটিয়েছেন। এ লেখা যখন লিখছি, তখন সাভারের আশুলিয়ায় শিল্পাঞ্চলের ২১৯টি পোশাক কারখানা বন্ধ রয়েছে। শ্রমিকদের হাজিরা-বোনাস বৃদ্ধি, শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ, টিফিন বিল বৃদ্ধি, বেতনসহ সমানুপাতিক হারে পুরুষ শ্রমিক নিয়োগসহ বিভিন্ন দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভের জেরে এসব প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। তাতে ব্যাহত হচ্ছে উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম। গত তিন সপ্তাহের শ্রমিক বিক্ষোভের জন্য শিল্প খাতে আনুমানিক ৫ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের সংগঠন মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি জানিয়েছে। আর্থিক ক্ষতির এই হিসাব কোনো সুনির্দিষ্ট জরিপের মাধ্যমে করা হয়নি। এটি শীর্ষ ব্যবসায়ীদের একটি আনুমানিক হিসাব। প্রকৃত আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ আরও বেশি হতে পারে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে শিল্প খাতের এই অস্থিরতা কমানো সম্ভব না হলে পতিত সরকার দেশে যে ভঙ্গুর অর্থনৈতিক অবস্থা রেখে গেছে, তা আরও ভেঙে পড়বে।

যদিও পোশাকশিল্পের মালিকেরা বলেছেন, শ্রমিকদের যৌক্তিক দাবি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করবেন, তবে এর জন্য শ্রমিকদেরও ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করতে হবে। তারপরও শ্রমিক অসন্তোষ কমছে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে মনে করা হচ্ছে, বাংলাদেশের পোশাকশিল্প ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পড়েছে। নিরাপত্তা বিশ্লেষকেরা বলছেন, দেশে নৈরাজ্য তৈরি করতেই এই বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়েছে। তাঁদের মতে, বাংলাদেশের পোশাক খাত নিয়ে দেশি-বিদেশি গভীর ষড়যন্ত্র কাজ করছে। এর মধ্যে রাজনীতিও ঢুকে পড়েছে। পোশাকশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, তৈরি পোশাকশিল্প এখন কঠিন সময় অতিক্রম করছে। শ্রমিক বিক্ষোভের ফলে কারখানা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হওয়ায় উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে বিদেশি ক্রেতারা শীত ও গ্রীষ্মের অর্ডার কমিয়ে দিয়েছেন। রপ্তানি আদেশ যাতে অন্য দেশে চলে যায়, এ জন্য একটি বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার প্ররোচনায় পরিকল্পিতভাবে পোশাকশিল্প কারখানায় বিক্ষোভ, হামলা ও ভাঙচুর চালানো হচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এ বিক্ষোভের সঙ্গে সাধারণ শ্রমিকদের কোনো সম্পর্ক নেই।

এ ধরনের নৈরাজ্য পরিস্থিতি সৃষ্টির পেছনে উসকানিদাতা হিসেবে শেখ হাসিনার রেখে যাওয়া লোকজনকে সন্দেহ করা হচ্ছে। শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় নিলেও সীমান্তের ওপারে বসে হোয়াটসঅ্যাপে দেশ ও বিদেশে অবস্থানরত তাঁর নেতা-কর্মীদের ইন্ধন জোগাচ্ছেন। সম্প্রতি এমন কয়েকটি অডিও রেকর্ড ভাইরাল হয়েছে। তাতে তাঁর উসকানিমূলক বক্তব্য শোনা গেছে। তিনি ৫ আগস্ট পদত্যাগ করেননি বলেও দাবি করেছেন। ভারতে বসে বাংলাদেশের ক্ষতি হয় এমন বক্তব্য না দিতে বলা সত্ত্বেও ভারত শেখ হাসিনাকে সে সুযোগ করে দেওয়ায় এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে জনমনে।

বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের এ ধরনের আচরণ নতুন নয়। দেড় দশক ধরে শেখ হাসিনাকে ব্যবহার করে ভারত বাংলাদেশ থেকে যে সুবিধা নিয়েছে, তা ছিল তাদের প্রত্যাশারও বাইরে। শেখ হাসিনা নিজ মুখেই তা স্বীকার করে গেছেন। দুঃশাসন ও অত্যাচারে জর্জরিত মানুষ শেখ হাসিনাকে উৎখাত করে যখন ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে, তখন প্রতিবেশী দেশ ভারতের কাছ থেকে সংবেদনশীলতার পরিবর্তে ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরশাসকের প্রতি সহানুভূতির প্রকাশ ঘটলে বাংলাদেশে ভারতবিদ্বেষ বাড়লে তাকে দোষ দেওয়া যাবে না। সীমান্ত হত্যাসহ নানা কারণে ভারতের প্রতি বাংলাদেশের অনেক মানুষের মনে ক্ষোভ রয়েছে। এটা মনে করা হয় যে বাংলাদেশে অনুগত সরকার পেয়ে ভারত ১৫ বছর ধরে অন্যায্য সুযোগ-সুবিধা নিয়েছে। বিনিময়ে বাংলাদেশ তিস্তার পানি ন্যায্য হিস্যা থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। ফলে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে, নিজেদের যতই গণতান্ত্রিক দেশ বলে দাবি করুক, বর্বর হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়ে ভারত তার আসল রূপ উন্মোচন করেছে। এখন সেই পলাতক শাসককে পুনর্বাসনের লক্ষ্য নিয়ে এ দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির পেছনে যদি ভারতের কোনো ধরনের সংশ্লিষ্টতা মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়, তাহলে দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য সহায়ক হবে না। ভারতের বরং উচিত হবে বাংলাদেশের মানুষের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা। এ দেশের মানুষ আর কোনোভাবেই অগণতান্ত্রিক, স্বেচ্ছাচারী শাসনে ফিরে যেতে চাইবে না। বৈষম্যহীন এক নতুন বাংলাদেশ সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়েই ছাত্র-জনতা এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে আগামীর নতুন রাজনীতিতে শেখ হাসিনার পুনর্বাসন খুব সহজ হবে বলে মনে হয় না।

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন
- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION
- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

নির্বাচন নিয়ে বিএনপি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জোরালো হচ্ছে। এর একটি বড় কারণ হচ্ছে, নির্বাচন নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে বিএনপির নেতাদের মধ্যে বক্তব্যে 'ভিন্নতা' দেখা যাচ্ছে। এর সর্বশেষ উদাহরণ হচ্ছে, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন তারেক রহমান ও দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলামের বক্তব্য।

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, অবিলম্বে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। ঠিক এর একদিন পরে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন তারেক রহমান গণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে লন্ডন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকায় এক জনসভায় বক্তব্য দিয়েছেন।

তারেক রহমানের সে বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নির্বাচন নিয়ে কোন তাড়াহুড়ো করা কিংবা 'অবিলম্বে নির্বাচনের' কোন দাবি তোলেননি তিনি।

তারেক রহমান অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা বললেও সেটি কবে নাগাদ করতে হবে সে সম্পর্কে কিছু বলেননি তিনি। একই সাথে মি. রহমান সতর্কবাণীও উচ্চারণ করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি।

নির্বাচন নিয়ে বিএনপির বিভিন্ন নেতাদের বক্তব্যে 'দোদুল্যমানতা' দেখা যাচ্ছে বলে মনে করেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান স্টাডিজের অধ্যাপক মুশতাক খান। তিনি মনে করেন, এই দোদুল্যমানতার দুটো কারণ আছে।

মুশতাক খান বলেন, একদিকে বিএনপির কর্মী-সমর্থকদের নির্বাচনের চাহিদা, অন্যদিকে দেশের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংস্কারের চাহিদা – এ দুটো বিষয় মাথায় রেখে বিএনপি ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করছে।

"বিএনপির অনেক কর্মী-সমর্থক আছে। তারা মনে করে একটা নির্বাচন হলে তাদের দল ক্ষমতায় যাবার সুযোগ আছে," বলেন মুশতাক খান।

কতদিন অপেক্ষা করবে বিএনপি?

বিএনপি মনে করছে, সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যেসব ক্ষেত্রে সংস্কার প্রয়োজন সেগুলো হচ্ছে নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ ও বিচার বিভাগ।

তবে সংবিধান সংস্কার কমিশন নিয়ে বিএনপি খুব একটা খুশি হতে পারছে না। তারা মনে করে, সংবিধান সংস্কারের কাজ নির্বাচিত সরকারের হাতে থাকতে হবে।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস ইতোমধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য ছয়টি কমিশন গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন। এসব কমিশন এখনো গঠিত হয়নি।

বিএনপি আশা করছে, এসব পুরোপুরি গঠনের কাজ শেষ করতে আরো মাসখানেক সময় লাগতে পারে। এরপর পরবর্তী তিন মাসে কমিশন তাদের রিপোর্টগুলো চূড়ান্ত করবে।

তারপর রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন সেক্টরের মানুষের সাথে আলোচনা ও মতামত নেবে অন্তর্বর্তী সরকার। এরপর প্রতিবেদন চূড়ান্ত হবে।

বিএনপি নেতারা মনে করছেন, এসব প্রক্রিয়া ছয়মাসের মধ্যে শেষ হওয়া উচিত। সেক্ষেত্রে নির্বাচনের জন্য খুব বেশি সময় লাগার কথা নয় বলে তারা মনে করেন।

"ইটস্ ফেয়ার এনাফ। এর মধ্যে যদি আমরা প্রশ্ন করি যে এর মধ্যে নির্বাচনের রোডম্যাপ প্রকাশ করা যায় না? আমরা নির্ধারিত কোন দিন বা মাসের কথা বলছি না," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন বিএনপির সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী ফোরাম জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাউদ্দিন আহমেদ।

"আপনারাও বুঝতে পারছেন এবং আমরাও বুঝতে পারছি যে কিছু সময় লাগবে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে চাইলে অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করতে পারে। যাতে আমরা বুঝতে পারবো কবে নাগাদ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে ফিরে আসবো। এই জিনিসটা আমরা চাই। তবে হার্ড এন্ড ফাস্ট (ধরাবাঁধা) কোন সময়ের কথা আমরা বলছি না," বলেন মি.আহমেদ।

বিএনপি মনে করছে, প্রশাসনসহ বিভিন্ন জায়গায় এখনো বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের 'সুবিধাভোগীরা' এখনো বহাল আছে।

"আমরা বারবারই ওনাদের বলছি বিগত সরকারের সেট-আপ যত দ্রুত সম্ভব পাল্টানো দরকার," বলেন সালাউদ্দিন আহমেদ।

"বিএনপি হয়তো চাইবে যে অন্তত কিছুটা হলেও ভঙ্গুর অর্থনীতি ও প্রশাসনিক অবস্থা যাতে ঠিক হয়ে যায়। তারপর তারা হয়তো জোরালোভাবে দাবি করবে নির্বাচনের জন্য। কিন্তু একই সঙ্গে তাদের নির্বাচনের কথা বলতে হবে। সেটা না হলে দল ধরে রাখতে পারবে না," বলছিলেন মুশতাক খান।

মিশ্র বক্তব্য কেন?

বিএনপি নেতারা বলছেন, অন্তর্বর্তী সরকারকে তারা 'সর্বোচ্চ সহযোগিতা' করবে। একই সাথে বিএনপি বারবারই বলছে যে তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য সরকারকে 'যৌক্তিক সময়' দিতে চায়। কিন্তু এই যৌক্তিক সময় কতদিন হতে পারে সেটি পরিষ্কার করছে না দলটি। বিএনপি চেয়ারপার্সন তারেক রহমানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন বিবিসি বাংলাকে বলেন, নির্বাচন নিয়ে তারেক রহমান ও মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বক্তব্যের সারমর্ম অভিন্ন।

"দুটো বক্তব্যের মধ্যে কোন ভিন্নতা নেই, হয়তো প্রাসঙ্গিকতার কারণে আপনার কাছে ভিন্ন মনে হচ্ছে," বলেন মি. আমিন।

"বিএনপি বারবার বলে আসছে যে অন্তর্বর্তী সরকারের উচিত একটা যৌক্তিক সময়ের মধ্যে নির্বাচন আয়োজন করা। এই যৌক্তিক সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং জনপ্রশাসনে যেসব সংস্কার আছে সেগুলো সম্পন্ন করা। "

গণতন্ত্র দিবসের জনসভায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন তারেক রহমান বলেছেন, এই সরকারের ব্যর্থতা হবে গণতন্ত্রকামী জনগণের ব্যর্থতা। এটি প্রত্যেকের মনে রাখতে হবে। সুতরাং এই অন্তর্বর্তী সরকারকে কোনোভাবেই ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না।

অনেকে মনে করছেন, এ বক্তব্যের মাধ্যমে তারেক রহমান নির্বাচনের সময় নিয়ে নমনীয় মনোভাব পোষণ করেছেন। যদিও মি. রহমানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন বলছেন, এই বক্তব্যের মাধ্যমে তারেক রহমান অন্তর্বর্তী সরকারকে তাদের দায়বদ্ধতার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন।

"একটা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্র, রাজনীতি এবং রাজনৈতিক বন্দোবস্তে জনগণের অংশিদারিত্ব নিশ্চিত করার জন্য বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের দায়বদ্ধতা রয়েছে। এ কারণেই আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন বলেছেন তাদের ব্যর্থ হতে দেয়া যাবে না," বলছিলেন মাহদী আমিন।

পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, নির্বাচন নিয়ে বিএনপি আপাতত মাঝামাঝি অবস্থান বজায় রাখতে চায়। তারা একদিকে দেখাতে চায় যে সংস্কারের প্রতি তাদের সমর্থন আছে, অন্যদিকে নির্বাচন নিয়েও একটা চাপ বজায় রাখতে চায়।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের বিষয়টি জনগণের আকাঙ্ক্ষা থেকেই তৈরি হয়েছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। সংস্কারের জন্য কোন সুযোগ না দিয়ে সরাসরি নির্বাচনের দাবি তুলে ধরলে বিএনপির প্রতি জনগণের নেতিবাচক ধারণা তৈরি হতে পারে বলে অনেকে মনে করেন।

"তারা যদি বলে যে নির্বাচন দরকার নেই, সেটা তাদের অসুবিধা। আবার তারা যদি বলে এখনই নির্বাচন দিয়ে দিন তাতেও তাদের অসুবিধা। দুটোতেই বিএনপির নেতৃত্বকে মাথায় রাখতে হবে," বলছিলেন মুশতাক খান।

মি. খান মনে করেন, "বিএনপিকে দুই পায়ে চলতে হবে। এক পায়ে তারা বলবে যে নির্বাচন দেন, নির্বাচন দেন। আরেকদিকে তারা একই সঙ্গে বলবে যে সমস্যাগুলোর সমাধান করেন। এ দুটো কথা বিএনপি বলতে থাকবে, এবং এটাই স্বাভাবিক।"

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাথে যারা সম্পৃক্ত তাদের দিক থেকে কোন রাজনৈতিক দল গঠন করা হয় কী না সেদিকেও দৃষ্টি রাখছে বিএনপি। এ বিষয়টিও নির্বাচনের সাথে সম্পৃক্ত। যদিও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়করা বলছেন, নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের কোন চিন্তা তাদের নেই।

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতি ইঙ্গিত করে মি. আলমগীর বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার সংস্কার যাঁদের দায়িত্ব দিয়েছে, তাঁদের মধ্য থেকে বলা হচ্ছে, নতুন দল তৈরি করতে হবে। নতুন দল তৈরি করার কথা বললে জনগণ কীভাবে বুঝবে তাঁরা নিরপেক্ষভাবে কাজ করছেন?

তবে বিষয়টি নিয়ে মির্জা ফখরুলের সাথে তারেক রহমানের বক্তব্যের ভিন্নতা দেখা যাচ্ছে।

"কেউ যদি মনে করেন একটি উন্নত এবং নিরাপদ বাংলাদেশের জন্য আরও নতুন রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন রয়েছে, তাতেও দোষের কিছু নেই। কারণ, শেষ পর্যন্ত জনগণই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে তারা কাকে সমর্থন জানাবে কিংবা কাকে সমর্থন দেবে না," বলেন তারেক রহমান।

তারেক রহমানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন বলছেন, যে কোন রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগকে বিএনপি স্বাগত জানায়।

"এটিও মনে রাখতে হবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বা অনৈতিক সুবিধা নিয়ে যেন কোন রাজনৈতিক দলের জন্ম না হয় বা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের পরিবেশ যাতে নষ্ট না হয়," বলেন মি.আমীন।

নির্বাচন ইস্যুতে বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামীর অবস্থান দৃশ্যত বিপরীতমুখী। বিএনপির একসময়ের রাজনৈতিক মিত্র জামায়াতে ইসলামীও দ্রুত নির্বাচন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না।

জামায়াত নেতার এই বক্তব্য ভালভাবে নেয়নি বিএনপি। পরে এর জবাবে দলটির মহাসচিব মি. আলমগীর বলেন, "যাদের জনসমর্থন নেই, তারা এ ধরনের বিভিন্ন চিন্তাভাবনা করে, আমি কোনো দলের নাম বলছি না। যাদের ভোটে জয়ের সামর্থ্য নেই, তারাই নির্বাচনের বিরুদ্ধে।"

ড. ইউনূস-মোদির বৈঠক হচ্ছে না নিউইয়র্কে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মোদির মাঝে কোনও বৈঠক হবে না।

যদিও উভয় নেতাই জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে আগামী সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন।

বিষয়টি সম্পর্কে জানেন এমন কয়েকজন ব্যক্তি ও সূত্রের বরাত দিয়ে বুধবার (১৮ সেপ্টেম্বর) এই তথ্য জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস।

সংবাদমাধ্যমটি বলছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আগামী সপ্তাহে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের ফাঁকে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সাথে দেখা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে না। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিরা বুধবার এই তথ্য জানিয়েছেন।

হিন্দুস্তান টাইমসের দাবি, এই মাসের শুরুর দিকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সাইডলাইনে ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও নরেন্দ্র মোদির মধ্যে বৈঠকের জন্য আনুষ্ঠানিক অনুরোধ করা হয়েছিল। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিরা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে যে টানাপোড়েন দেখা দিয়েছে তা দূর করতে সাহায্য করবে এই আশায় ঢাকা এই বৈঠকের বিষয়ে আগ্রহী।

তারা বলেছেন, এ ধরনের বৈঠক ভারতের এজেন্ডার অংশ নয়। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রে মোদির তিন দিনের সফর ব্যস্ত সময়সূচীতে পরিপূর্ণ থাকবে। মোদি আগামী ২১ সেপ্টেম্বর তিন দিনের সফরে দেশটিতে যাবেন। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বক্তৃতা করার পাশাপাশি চতুর্দেশীয় জোট 'কোয়াড'-এর শীর্ষবৈঠক এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত ও প্রবাসী ভারতীয়দের সভায় তিনি যোগ দেবেন বলে দিল্লির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের নতুন সরকারের প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হচ্ছে না তার।

ভারতীয় এক কর্মকর্তা হিন্দুস্তান টাইমসকে বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদির নিউইয়র্কে সাধারণ পরিষদের সাইডলাইনে কিছু দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান ড. ইউনূসের সাথে কোনও বৈঠক তার শিডিউলে নেই।'

সংবাদমাধ্যমটির দাবি, সাম্প্রতিক একটি সাক্ষাৎকারে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের বিষয়ে ড. ইউনূসের মন্তব্য এবং ঢাকার অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্যদের প্রায় প্রতিদিনের মন্তব্যে ভারতের সমালোচনা নয়াদিল্লির ভালো লাগেনি।

সাক্ষাৎকারে ড. ইউনূস ভারতে নির্বাসনে থাকাকালীন বাংলাদেশের বিষয়ে মন্তব্য করার জন্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমালোচনা করেন। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, বাংলাদেশ হাসিনার প্রত্যর্পণ চাইতে পারে। তিনি আরও বলেছিলেন, হাসিনার দল আওয়ামী লীগ ব্যতীত অন্য সকল রাজনৈতিক দলই "ইসলামপন্থি", এমন বয়ানের বাইরে যাওয়া উচিত ভারতের।

অবশ্য নয়াদিল্লি বলেছে, হাসিনাকে স্বল্প সময়ের নোটিশে ভারতে আসার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। হাসিনা ভারতে অজ্ঞাত স্থানে রয়েছেন। ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হাসিনার প্রত্যর্পণের নিয়ে সম্ভাব্য বাংলাদেশি অনুরোধের বিষয়েও কথা বলতে অস্বীকার করেছে।

অবশ্য বিশ্লেষকরা মনে করেন, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে আপাতত বৈঠক করতে চাচ্ছেন না ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাদের মতে, এখন যদি ড. ইউনূসের সঙ্গে মোদিকে সরাসরি বৈঠক করতে হয় তাহলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যাপারেও আলোচনা করতে হবে। আর মোদি এখন হাসিনাকে নিয়ে কথা বলতে চাইছেন না। কারণ আলোচনা হলে সেখানে অবশ্যই হাসিনাকে ফেরত দেওয়ার বিষয়টি উঠবে।

ওয়াশিংটনভিত্তিক উইলসন সেন্টারের দক্ষিণ এশিয়া ইনস্টিটিউটের পরিচালক মাইকেল কুগেলম্যান বলেছেন, "ঢাকার সঙ্গে দিল্লির সম্পর্ক খুবই স্পর্শকাতর একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এখন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ে কথা বললে ভারতকে এমন কিছু বিষয়ের ওপর নজর দিতে হবে। যেটি তারা এখন আলোচনায় রাখতে চাইবে না।"

তিনি আরও বলেছেন, "এরমধ্যে প্রধান বিষয় হলো ভারতে শেখ হাসিনার অবস্থান। বাংলাদেশ শেখ হাসিনাকে ফেরত চায়। কিন্তু শেখ হাসিনার সঙ্গে ভারতের কিছু নেতার গভীর সম্পর্ক থাকার বিষয়টি বিবেচনা করে তারা তাকে ফেরত দিতে চায় না।"

তিনি বলেন, "যদি মোদিকে এখন ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করতে হয়, তাহলে এ বিষয়গুলো আলোচনা না করে থাকতে পারবেন না তিনি।"

প্রসঙ্গত, গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণবিপ্লবের মুখে দেশ থেকে পালিয়ে ভারতে চলে যান সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরপর ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয়। এছাড়া সম্প্রতি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল জানায়, শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখি করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

অচলায়তন ভাঙতে হবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অনুরাগ, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কমতি না থাকলেও কঠিন এ অচলায়তন ভাঙার কাজে তাঁর সাফল্য নিয়ে সংশয় প্রকাশ করার অনেক কারণই এখন বিদ্যমান।

বাংলাদেশের গত ৫৩ বছরের যাত্রাপথে একজন ড. ইউনূস মহীরুহ হয়ে উঠেছেন সমান্তরালভাবে। বাংলাদেশে চরম রাজনৈতিক সংঘাতের সময় একটি দিশেহারা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এগিয়ে আসা মানুষটি ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রাপ্তি ও অর্জনের কাছাকাছি কোন মানুষ আমাদের নেই। মহান মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণায় সদ্য স্বাধীন, বিধ্বস্ত দেশে শিক্ষকতায় নেমেছিলেন অর্থনীতির এ তরুণ অধ্যাপক। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়া বীর চট্টলার সন্তান। দারিদ্র, সামাজিক অসাম্য আর জলবায়ু বিপর্যয়ে বিপন্ন পৃথিবী রক্ষার জন্য যেন হ্যামিলনের বংশীবাদক হয়ে উঠেছেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তাঁকে নিয়ে পূর্ব পশ্চিমের দেশে উচ্ছ্বাসের মাত্রা আকাশছুঁয়ী। গত তিন দশকের পশ্চিমা জীবন যাপন থেকে আমরা দেখে আসছি, ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলছেন। পিন পতন নিস্তব্ধতার মধ্যে তাঁর কথা ধাতস্থ করার চেষ্টা করছে পশ্চিমের অগ্রসর মানুষগুলো।

বিশ্বজুড়ে সভ্যতা এখন নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। স্নায়ু যুদ্ধ পরবর্তী বাস্তবতায় ক্ষুদ্র ঋণ আর সামাজিক ব্যবসার ধারণা গ্রহণ করেছে পুরো বিশ্ব। একজন ড. ইউনূসকে ধারণ করার জন্য বাংলাদেশের সমাজ সংস্কৃতি ও বাংলার সমাজ মানস কতটা প্রস্তুত সে বিতর্ক থেকেই যাবে। এমন বহু বিতর্ক ধারণ করেই যুগে যুগে সংস্কারকরা কাজ করে গেছেন। তাদের কর্মের বিভায় আলোকিত হয়েছে সমাজ সভ্যতা। আমাদের সৌভাগ্য আমরা জাতীয় জীবনের কঠিন একটা সময়ে পেয়েছি ড. মুহাম্মদ ইউনূসের মতো একজনকে রাষ্ট্র সংস্কারের মতো কঠিন কাজে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক মাঠের নিষ্ঠুর খেলার মাঠ হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। বিভক্তি আর বিরস বিন্যাসে দেশের কোনো কাঠামোই আমরা নির্মাণ করতে পারিনি। না পারা ও জমে উঠা জঞ্জালের জন্য আমরা কেউ এককভাবে দায়ী নয়। কোন দল বা গোষ্ঠীকে এককভাবে দায়ী করার পরিণামের কথাও আমরা জানি। আমাদের সম্মিলিত ব্যর্থতার পাহাড়ে দাঁড়িয়ে আছে ধ্বংসস্তূপ। রাজনীতি ও সমাজের এ ধ্বংসস্তূপের উপর আমরা একজন ড. ইউনূসকে সমাসীন করে প্রত্যাশার কথা বলছি। বলছি সংস্কার ও পরিবর্তনের কথা।

এগিয়ে চলা কখনোই সাবলীল ছিল না। কঠিন সব পথ অতিক্রম করেই দেশে দেশে সংস্কার হয়েছে। বাংলাদেশের সামনেও আজ এমন সুযোগ এসেছে। এমন কাজে বাঁধা আসবেই। কায়েমি স্বার্থের প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ও সংস্কার করার জন্যই আমাদের আজ ইস্পাত কঠিন ঐক্যের প্রয়োজন। আমরা মনে করি, একজন ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং তাঁর সহযোগীরা এ কঠিন কাজের ভার হাতে তুলে নিয়েছেন অথবা আমরা তাদের হাতে তুলে দিয়েছি। আমরা একই বৃত্তে আর ঘুরপাক খেতে চাই না। একে অনের উপর দায় চাপিয়ে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনতে পারি না।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বক্তৃতা করতে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহেই নিউইয়র্কে আসছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'যে মহান আদর্শ জাতিসংঘ সনদে রক্ষিত আছে, আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই আদর্শের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। আমি জানি, শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সকল মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের উপযোগী একটি বিশ্ব গড়িয়া তোলার জন্য বাঙালি জাতি পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আমাদের এই অঙ্গীকারের সাথে শহীদানের বিদেহী আত্মাও মিলিত হইবে।'

সে ভাষণের সময় ড. ইউনূস স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া এক তরুণ অধ্যাপক ছিলেন। জীবন ও কর্মে দেখা যায় বাঙালির স্বাধীনতার স্থপতির সে ভাষণটি ধারণ করেছিলেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস। যে দারিদ্র বিশ্বকে অশান্তিময় করে তুলেছে বারবার, সে দারিদ্র দূরীকরণের জন্য সেসময়ের তরুণ অধ্যাপক ব্রতী হয়েছিলেন। অসাম্যের যাঁতাকলে পিষ্ট বিশ্বের অনগ্রসর মানুষের জন্য আশার বার্তা ও এ থেকে উত্তরণের উপায় দেখিয়ে শান্তিতে বিশ্বের সর্বোচ্চ স্বীকৃতিও তিনি পেয়েছেন। শান্তিতে নোবেল পদক পাওয়া আমাদের বাংলাদেশি ড মুহাম্মদ ইউনূস জীবনের বেলাভূমে দাঁড়িয়ে দায়িত্ব নিয়েছেন নিজের দেশকে শান্ত করার। দায়িত্ব নিয়েছেন নিজের দেশের সংস্কার ও পরিবর্তনের জন্য।

জাতিসংঘের ৭৯তম অধিবেশনে দাঁড়িয়ে ড. ইউনূস পেছনকে স্মরণ করবেন। স্মরণ করবেন ১৯৭১ সালের উদ্দীপনার কথা। যে চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করেছেন, নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন সারা বিশ্বের অনগ্রসর ও শান্তিকামী মানুষের জন্য স্মরণ করবেন, বিশ্বমঞ্চে দাঁড়িয়ে সেসব কথাই তিনি জানান দেবেন। সাম্প্রতিক সময়ের রক্তস্নাত প্রান্তর পেরিয়ে বাংলাদেশের পরিবর্তন প্রত্যাশী মানুষের আলোকবর্তিকা হয়ে নিজের ধারণা ও প্রয়াসের কথাও তিনি জানান দেবেন। স্মরণ করবেন পরিবর্তন প্রত্যাশী হাজারও মানুষের আত্মাহুতির ঘটনাকে।

বিশ্বের সব মানুষের আকাঙ্ক্ষার সমান্তরাল বাংলাদেশের মানুষের অবস্থান। একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজের প্রত্যাশার বেশি কিছু নয়। রাষ্ট্র নাগরিকদের নিপীড়নের কারণ হবে না। রাষ্ট্র তার সকল নাগরিকদের প্রত্যাশা ও মতামতকে ধারণ করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। রাষ্ট্র কাঠামো ব্যবহার করে লুটেরা গণবিরোধী শক্তির উত্থান হবে না। শুধুমাত্র একটি ন্যায় ভিত্তিক সমাজে বেঁচে থাকার জন্য কোন মানুষকে যেন আর শাসকের বুলেটের সামনে দাঁড়াতে না হয়। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র যেন লুটেরাদের লুটপাটের অভয়ারণ্য না হয়ে উঠে। নিপীড়ক শাসকদের মসনদে অনিয়মই যেন নিয়ম হয়ে না উঠে।

বাংলাদেশে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াইটা নতুন নয়। চলমান এ লড়াইয়ে বহু মানুষ জীবন দিয়েছে, বহু মানুষের ত্যাগ ত্যাগ তিতিক্ষার সংগ্রামের কথা অনুচ্চারিতই থেকে গেছে। কারো মহৎ প্রয়াসকে খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। কাউকে পরিহার করে জাতী ঐক্যবদ্ধ হতেই পারে না। বিভক্তি আর বিদ্বেষ লালন করে, ভিন্ন মতকে বর্জন করে রাজনীতি করা যায়। সাময়িক বিজয় উল্লাস করা যায়। কিন্তু পরিণাম হয় ভয়াবহ। সময়ে সময়ে আমরা এমন উদাহরণ দেখেছি। বাংলার মানুষ এমন আর দেখতে চায় না। সুনিশ্চিত এবং নিশ্চিত অপরাধ না করে কাউকে দেশ গড়ার কাজ থেকে বিরত রাখার উদ্যোগও আর মানুষ দেখতে চায় না। প্রতিশোধ, রাগ অনুরাগের ঊর্ধ্বে উঠে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেন একজন ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তাঁর কাছে জনগণের এটিই প্রত্যাশা। এ প্রত্যাশা যে করেই হোক পূরণ করতে হবে। ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও তাঁর সহযোগীদের সাফল্যের কোনো বিকল্প নেই। ইতিহাসের এক বিকল্পহীন অধ্যায়ে আজ দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশ। অতীতের সব বৈরিতার অবসান ঘটিয়ে যে করেই হোক ঐক্যের আহ্বানে আন্দোলিত করতে হবে বাংলার মানুষকে।

দেশের বাইরে আজ গড়ে উঠেছে আরেকটি বাংলাদেশ। নিউইয়র্কে অবস্থানকালীন সময়ে দেশের বাইরে থাকা বাংলাদেশিদের নতুন করে সান্নিধ্য পাবেন ড. ইউনূস। আমাদের প্রত্যাশা এবং চাওয়া পাওয়ার তালিকা দীর্ঘ। দিনে দিনে জমে উঠা হতাশার বাধ ভাঙা জোয়ার এখন। দাবি দাওয়ার জোয়ারে আমরা যাত্রাপথকে সমস্যা সংকুল করতে চাই না। শুধু বলতে চাই দেশের মতো, দেশের বাইরে থেকেও আমাদের কণ্ঠ শোনার জন্য একটি কার্যকর ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করেন। পরিবর্তন ও সংস্কারের কাজে দেশের বাইরে থাকা প্রতিটি বাংলাদেশি নিজ নিজ অবস্থান থেকে আপনাদের পাশে আছি।

দেশ গড়ার চেতনায় উজ্জীবিত প্রবাসীদের পক্ষ সামান্যই চাওয়া। দিনে দিনে গড়ে উঠা অচলায়তন ভাঙতেই হবে। জাতীয় ঐক্যের প্রত্যাশায় আপনি আপনার ব্যক্তিগত অর্জনের সবচেয়ে কঠিন ও সাফল্যের কাজটি করবেন। এ অচলায়তন ভেঙ্গে সবাইকে নিয়ে দেশের সমাজ সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তনে ভূমিকা রেখে শুধু আমাদের কাছেই নয় বিশ্বের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন একজন ড. মুহাম্মদ ইউনূস। আপনাদের সফলতার উপরই এখন নির্ভর করছে আমাদের ভবিষ্যৎ।

বন্যার্তদের সাহায্যার্থে বিশ্বনাথ প্রবাসী কল্যাণ সমিতি ইউএসএ’র ৬ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর নিউইয়র্ক কনস্যুলেটে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বিশ্বনাথ প্রবাসী কল্যাণ সমিতি ইউএসএ ১৭ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটের মাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিলে ৬ লাখ টাকার আর্থিক সহযোগিতার চেক হস্তান্তর করেছে।

বিশ্বনাথ প্রবাসী কল্যাণ সমিতি ইউএসএর সভাপতি সেবুল খান মাহবুব ও সাধারণ সম্পাদক শিহাব উদ্দিন আহমদের নের্তৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মো: নাজমুল হুদার হাতে এই আর্থিক সহযোগিতার চেক তুলে দেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা ইফতেখার সিরাজ ও হাজি মনির আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আযম আলী এবং সাংগঠনিক সম্পাদক লিয়াকত আলী।

বন্যার্তদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা বলেন, এমন সময় এই বন্যা হলো যখন দেশ একটি সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এসময় আপনারা অসহায় মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। এজন্য অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তিনি বলেন, প্রবাসীরা দেশের অর্থনৈতিকের চালিকা শক্তি। তারা দেশের সংকটকালীনসহ সবসময় পাশে থাকেন। কনসাল জেনারেল বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশিদের সেবায় কনস্যুলেট আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

এসময় বিশ্বনাথ প্রবাসী কল্যাণ সমিতি ইউএসএর কর্মকর্তারা বলেন, সবসময় কমিউনিটিসহ দেশের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে এই সংগঠন এবং তারই ধারাবাহিকতায় এবারও বন্যার্তদের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। ভবিষ্যতেও এধারা অব্যাহত থাকবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

নিউইয়র্কে আসছেন ড. ইউনূস, জাতিসংঘে ভাষণ ২৭ সেপ্টেম্বর

উত্তর আমেরিকা অফিস

আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে আসছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে। প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর ড. ইউনূসের এটাই প্রথম বিদেশ সফর। ২৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশনে বক্তৃতা করবেন ড. মুহাম্মদ ইউনুস।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন সংবাদমাধ্যমকে ১৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সকালে এ তথ্য জানান।

প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হিসেবে নিউইয়র্কে আসছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ; সড়ক পরিবহন ও সেতু এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান।

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের এত সম্পদ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সম্পদ। বুধবার রাতে ‘দ্য মিনিস্টার্স মিলিয়নস’ শিরোনামের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে আল জাজিরা। অনুসন্ধান করেছে আল জাজিরার অনুসন্ধানী দল ‘আই ইউনিট’। এতে বলা হয়েছে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান লন্ডনের বাইরে দুবাইয়ে ২০২০ সালের মধ্যে অন্তত ৫৪টি সম্পদের মালিক হন। যুক্তরাষ্ট্রেও তার সম্পত্তি আছে। সেখানে তিনি নয়টি বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছেন। এর মধ্যে পাঁচটি ম্যানহাটানসহ নিউইয়র্কের প্রধান এলাকায় এবং চারটি নদীর ওপারে নিউ জার্সিতে। অথচ নিজের নির্বাচনী হলফনামা ও ট্যাক্স ফাইলে এসব সম্পদের কথা গোপন করেছেন তিনি।

আল জাজিরা অনুসন্ধান বলছে, লন্ডনে সাইফুজ্জামান চৌধুরীর হয়ে সব সম্পদ দেখাশোনা করেন চট্টগ্রামের রিপন মাহমুদ। সাইফুজ্জামান সিঙ্গাপুরের ব্যাংক ডিবিএস থেকে ঋণ নিয়েছেন। ওই ব্যাংকের কর্মী রাহুল মার্টের বর্ণনায়ও সাইফুজ্জামানের সম্পদের বর্ণনা উঠে এসেছে। কীভাবে তিনি বিদেশে এত সম্পদ গড়েছেন, সেই ধারণাও পাওয়া গেছে। এ ছাড়া সাইফুজ্জামান চৌধুরীর বর্ণনায়ও তাঁর সম্পদ ও ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেছে। শেখ হাসিনা দেশের বাইরে তার ব্যবসার কথা জানতেন উল্লেখ করে সাইফুজ্জামান আল-জাজিরার অনুসন্ধানী দলকে বলেছেন, ‘আমার এখানে ব্যবসা আছে, সেটা তিনি জানতেন।’ প্রতিবেদনে বলা হয়, সাইফুজ্জামান ছিলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার খুবই কাছের ও বিশ্বস্ত। তিনি ২০১৪ সালে সংসদ সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী হন। ২০১৯ সালে শেখ হাসিনা তাকে পদোন্নতি দিয়ে ভূমিমন্ত্রী করেন। সাইফুজ্জামানও আল জাজিরাকে বলেছেন, ‘আমার বাবা প্রধানমন্ত্রীর খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সত্যি বলতে আমিও।’

আল জাজিরার অনুসন্ধানী দলের কাছে বাংলাদেশের সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান তার বিলাসী জীবনের গল্পও করেছেন। সেখানে নিজের জুতার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘এটা টেইলর-মেডের জুতা। আমি হেরডসেও কাস্টম মেড (নির্দিষ্ট গ্রাহকের জন্য বিশেষভাবে তৈরি) জুতা অর্ডার দিয়েছি। এটি তৈরি হতে চার মাস সময় লাগে। আমি কিনেছি প্রতিটি তিন হাজার পাউন্ডের বেশি দিয়ে।’ এই বিশেষ জুতা তৈরির বিষয়ে সাইফুজ্জামান বলেন, এগুলো উটপাখি ও কুমিরের বুকের চামড়া দিয়ে তৈরি জুতা। সম্পূর্ণ বুকের চামড়া দিয়ে তৈরি জুতাগুলোর দাম ছয় হাজার পাউন্ড। আর অর্ধেক কুমিরের বুকের চামড়া ও বাছুরের চামড়ার অর্ধেক দিয়ে তৈরি জুতার দাম তিন হাজার পাউন্ড। এটা খুবই ভালো। চার মাস লাগে তৈরি হতে। স্যুট পছন্দ করেন জানিয়ে সাইফুজ্জামান বলেন, প্রতিবার তিনি লন্ডনে গেলে দু–তিন হাজার পাউন্ড স্যুট কিনতে ব্যয় করেন। সুপার ২০০, সুপার ১৮০ এগুলো কেনা হয়। সুপার ২০০-এর দাম ছয় হাজার পাউন্ড। কেনালি বন্ড স্ট্রিটে গিয়ে কেনেন তিনি। এরপর তারাই বাসায় পৌঁছে দেয়।

চমকে ওঠার মতো সম্পদের সন্ধান

আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়, শেখ হাসিনা সরকারের পতনের আগে থেকে সাইফুজ্জামান চৌধুরীকে অনুসরণ করছিল তাদের অনুসন্ধানী দল। তার বেতন (বার্ষিক) ছিল ১৩ হাজার ডলার। অথচ তিনি বৃটেনে বিপুল সম্পদের সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন। আই ইউনিট মন্ত্রীর বৈশ্বিক সম্পদের অনুসন্ধানে নেমে চমকে ওঠার মতো সম্পদের সন্ধান পায়। বাংলাদেশে সাইফুজ্জামানের সম্পদের উৎস তার ব্যবসা ও ইউসিবি ব্যাংকের শেয়ার। বাংলাদেশের মুদ্রানীতি অনুযায়ী, দেশের নাগরিকেরা বছরে ১২ হাজার ডলারের বেশি বিদেশে নিতে পারেন না। এই মুদ্রানীতি হয়েছে বাংলাদেশের অর্থনীতির সুরক্ষার জন্য। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শাহদীন মালিক বলেন, ‘আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যপকহারে কমে গেছে। কেউ বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ছাড়া বিদেশে টাকা নিয়ে গেলে সেটা মানি লন্ডারিং আইনে অপরাধ।’

লন্ডনে বাড়িগুলো তৈরির বিষয়ে আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়, সাইফুজ্জামান ডেভেলপারদের কাছ থেকে বাড়ি কেনার জন্য বেশ কিছু কোম্পানি তৈরি করেন। ২০১৬ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে তিনি বৃটেনে ২৬৫টি বাড়ি কেনেন। তার বাড়িগুলোর বেশির ভাগই বার্কলি গ্রুপের মতো শীর্ষ ডেভেলপার প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে কেনা। সাইফুজ্জামানের কেনাকাটা সেখানেই থেমে থাকেনি। ২০২১ সালে ১ কোটি ৬০ লাখ ডলারে লন্ডনে আরও সম্পদ কেনেন তিনি। তার বেশির ভাগ সম্পদই ভাড়া দিয়ে থাকেন। ২০২০ সালে আরও ৮৯টি বাড়ি কিনলে মোট বাড়ির সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬০টি, যার বাজারমূল্য ৩২ কোটি ডলার।

প্রতিবেদনে বলা হয়, রাজনৈতিকভাবে পরিচিত ব্যক্তিদের যুক্তরাজ্যে কঠোর যাচাইয়ের মুখোমুখি হওয়ার কথা। সেখানে সাইফুজ্জামান চৌধুরী কীভাবে এই যাচাইপ্রক্রিয়া অতিক্রম করেছিলেন, তা যাচাইয়ে তার একটি সম্পত্তি দেখতে যায় আল জাজিরার অনুসন্ধানী দল। সেখানে রিপন মাহমুদ বলেন, ‘আমাদের গ্রাহকের (সাইফুজ্জামানের) লন্ডনে ৩০০টি বাড়ি আছে। তিনি লন্ডনে আসেন, কয়েকটি বাড়ি কেনেন, আবার চলে যান। লকডাউনের সময় যুক্তরাজ্যে নতুন বাড়ি কেনার জন্য ২০ কোটি পাউন্ড ব্যয় করেন তিনি।’ এই রিপন মাহমুদ সম্পর্কে সাইফুজ্জামান চৌধুরীর বক্তব্য হলো- লন্ডন ও যুক্তরাজ্যের সব সম্পত্তি রিপনের মাধ্যমেই তিনি কিনেছেন। রিপন তার প্রধান লোক। তিনি তার ভাই।

যেভাবে দেখা করেন আল-জাজিরার সাংবাদিকেরা

আল-জাজিরার অনুসন্ধানী দলের সদস্যরা চীন থেকে ১০ কোটি ডলার যুক্তরাজ্যের বাজারে স্থানান্তর করতে চান, এ কথা বলে সাইফুজ্জামানের ঘনিষ্ঠ রিপনের সঙ্গে কথা এগোতে থাকে। তারা ধনী বিদেশি বিনিয়োগকারী হিসেবে অভিনয় করে সাইফুজ্জামানের সম্পদের গোপন তথ্য বের করেন। লন্ডনের একটি হোটেলে রিপন আল-জাজিরার অনুসন্ধানী দলের সঙ্গে দেখা করতে যান। সেখানে আলাপচারিতায় তার বিষয়ে বোঝানোর জন্য সাইফুজ্জামান চৌধুরীর প্রসঙ্গ টানেন। তখন রিপন বলেন, ‘আমার ভালো বন্ধু সাইফুজ্জামান। আপনি যেটা আমার কাছে চাচ্ছেন, সেটাই আমি তার (সাইফুজ্জামান) জন্য করেছি।’ তার পরিচয় সম্পর্কে রিপন বলেন, ‘তিনি একজন ক্ষমতাধর মন্ত্রী। তিনি বুদ্ধিমান। তিনি বড় প্রকল্পে যান না। যখন আপনি বড় প্রকল্পে যান, কর্তৃপক্ষ সতর্ক হয়ে যায়। বড় টাকা, বড় সংখ্যা সবাইকে সতর্ক করে দেয়। আপনি বুঝতেই পারছেন কী বলছি। তিনি এক কোটি আনেন এবং বলেন, আমি নগদে কিনিনি। ব্যাংক আমাকে টাকা দিয়েছে।’ লন্ডনে অনুসন্ধানের মধ্যেই আল-জাজিরা জানতে পারে, যুক্তরাষ্ট্রেও সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সম্পত্তি আছে। সেখানে তিনি নয়টি বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছেন। পাঁচটি ম্যানহাটানসহ নিউইয়র্কের প্রধান এলাকায় এবং চারটি নদীর ওপারে নিউ জার্সিতে।

আরও কয়েক দফা সাক্ষাতের পর রিপন স্বীকার করেন, তার সবচেয়ে বড় গ্রাহক সাইফুজ্জামান চৌধুরী। তিনি বাংলাদেশ থেকে আসছেন। চার বছর আগে তার জন্য সবকিছু ঠিক করেছেন। প্রতিবছর তিনি (সাইফুজ্জামান) তার মাধ্যমে ১০ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ করেন। সাইফুজ্জামান চৌধুরী বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার আগে তার সঙ্গে দেখা করে আল-জাজিরার অনুসন্ধানী দল। তার আগে রিপনের পরামর্শে সাইফুজ্জামান চৌধুরীর পরামর্শকদের সঙ্গে দেখা করে। প্রথমেই সাইফুজ্জামানের আইনজীবীর সঙ্গে দেখা করে অনুসন্ধানী দল। ওই আইনজীবী একটি কোম্পানির মানি লন্ডারিং রিপোর্টিং কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন। যার কাজ হচ্ছে কোম্পানি পরিচালনায় যুক্তরাজ্যের নিয়ম-নীতি মেনে চলাটা নিশ্চিত করা। ২০২১ সাল থেকে সাইফুজ্জামান চৌধুরীর প্রতিষ্ঠানের ১০০টির বেশি ঋণের আইনি কাজগুলো করেছেন তিনি।

সাইফুজ্জামান চৌধুরী যা বললেন

এরপর রিপনকে সঙ্গে নিয়ে একদিন সাইফুজ্জামানের সঙ্গে তার লন্ডনের বাড়িতে সাক্ষাৎ করে অনুসন্ধানী দল। সেখানে সাইফুজ্জামান জানান, তিনি ব্যবসা থেকে তার সব লাভ দুবাই ও লন্ডনে বিনিয়োগ করেছেন। তিনি বলেন, ‘দুবাইয়ের ডাউনটাউনে আমি সেরা সম্পত্তি পেয়েছি। দুবাই মলের কাছে অপেরা এলাকায় আমার খুব সুন্দর একটি পেন্ট হাউস আছে। আমি একটি ভিলাও কিনেছি, যার একটায় ব্যক্তিগত হ্রদ আছে। সবকিছু আছে। সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ায় বাড়ি আছে। ম্যানহাটানে (যুক্তরাষ্ট্র) আমার খুব সুন্দর সম্পত্তি আছে।’ বাংলাদেশ থেকে এত টাকা কীভাবে আনলেন, এ প্রশ্নের জবাবে সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেন, ‘আমার দুবাইয়ে রিয়েল স্টেট কেনাবেচার ব্যবসা আছে। দুবাই থেকে এখানে টাকা আনি। তারপর এখান থেকে একটা ঋণ নিই।’

আল-জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি সাইফুজ্জামান চৌধুরীর ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলোতে লেনদেন স্থগিতের নির্দেশ দিয়েছে। সাইফুজ্জামানের বর্তমান অবস্থান অজানা। তবে বাংলাদেশ ছেড়েছেন বলে সাম্প্রতিক একটি কথোপকথনে তিনি উল্লেখ করেছেন।

সৌজন্যে : মানবজমিন

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

সুবিধাভোগীরা ছদ্মবেশে গণ–অভ্যুত্থানের স্পিরিট ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করছে

ঢাকা অফিস

শেখ হাসিনার পতন হলেও তাঁর অনেক সুবিধাভোগী ও সহযোগী ছদ্মবেশে জুলাই-আগস্ট গণ–অভ্যুত্থানের স্পিরিট ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করছে। আজ সোমবার রাজধানীর তোপখানা রোডে বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের কার্যালয়ে জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল ও সম্মিলিত শ্রমিক পরিষদভুক্ত ২১টি শ্রমিক সংগঠনের জরুরি যৌথ সভায় নেতৃবৃন্দ এ কথা বলেন।

ইঞ্জিনিয়ার ফয়েজ আহম্মেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন চলমান শ্রমিক কর্মচারীদের আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট শিমুল বিশ্বাস। সভায় বক্তব্য দেন বামপন্থী নেতা কমরেড টিপু বিশ্বাস।

সভায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র–জনতার গণ–অভ্যুত্থানে শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। বক্তারা গণ–অভ্যুত্থানে পরাজিত শক্তি বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করার অপচেষ্টা করছে, তাদের অপচেষ্টা প্রতিরোধ করার জন্য সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

সভায় উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো—বিবিএসের হিসাব মতে বাংলাদেশে ৭ কোটি ৩৫ লাখ শ্রমিক–কর্মচারী রয়েছেন। এসব শ্রমিক–কর্মচারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য অসংগঠিত শ্রমিক–কর্মচারীদের সংগঠিত করে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এবং শিল্প কারখানায় উৎপাদন স্বাভাবিক রাখা ও শ্রমিক–কর্মচারীদের ন্যায্য মজুরি প্রাপ্তি নিশ্চিতে জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল ও সম্মিলিত শ্রমিক পরিষদভুক্ত ২১টি শ্রমিক সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করে।

হবিগঞ্জে শব্দকথা'র আয়োজনে শরৎ উৎসব

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি

ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ। ঋতু পরিবর্তনের পালাবদলে আসে শরৎ। শরৎ আগমনের অন্যতম প্রতীক কাশফুল আর নীল আকাশের বুকে ভেসে বেড়ানো শুভ্রতাকে ছড়িয়ে দিতে "শব্দকথা লেখক পাঠক ফোরাম" আয়োজন করেছে 'শরৎ উৎসব ২০২৪'।

১৪ সেপ্টেম্বর শনিবার বিকাল ৩ টায় হবিগঞ্জে শব্দকথা প্রকাশনের কার্যালয় প্রাঙ্গণে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে শরৎ উৎসবের শুভ উদ্বোধন করা হয়।

শব্দকথা'র সম্পাদক ও প্রকাশক মনসুর আহমেদ এর সভাপতিত্বে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হাবিব খোকন ও সাংগঠনিক সম্পাদক তাসনীমুল জান্নাতের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বহুমাত্রিক লেখক ও উদ্ভিদ গবেষক ড. সুভাষ চন্দ্র দেব, সিলেটের সাবেক অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো: হারুন অর রশিদ, শিশু সংগঠক বাদল রায়, শচীন্দ্র ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক গৌতম সরকার, বর্ণমালা খেলাঘরের সাধারণ সম্পাদক দিপুল রায়, প্রভাষক আলমগীর হোসেন চৌধুরী, সংগঠক হেলাল আহমেদ। বক্তব্য রাখেন ব্যাংকার তোফায়েল আহমেদ, খোয়াই থিয়েটারের দপ্তর সম্পাদক শেখ ওসমান গনি রুমী, শব্দকথা'র বার্তা সম্পাদক আখতারুজ্জামান তরফদার, কবি কেইএম তালুকদার তোফায়েল প্রমুখ।

কবিতা আবৃত্তি করেন মীর ফয়সাল আহমেদ, শাবনুর আজিম স্মিতা, সৌরভ রায়, নাঈম মিয়া, সোহবাত ছাদিক আয়ান, সৌম্যশ্রী দেব। সংগীত পরিবেশ করেন শিরিন আক্তার সোনিয়া ও ইয়াছিন মাহমুদ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, "বাঙালি মানসিকতার সঙ্গে ঋতুবৈচিত্র্যের নানা অনুষঙ্গ জড়িয়ে রয়েছে। এই যে শরতের বিশাল নীলাকাশ আর কাশবন আমাদের মনের গভীরতাকে আরও প্রসারিত করে, মনকে আরও উদার করে। মানুষের মন যত উদার হবে দেশ তত বেশি অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক হবে। শব্দকথা যেন তাদের এই আয়োজন অব্যাহত রাখে। একটি জেলাকে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ করতে শব্দকথা মত অন্যরাও এগিয়ে আসার প্রত্যাশা।"

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

IRS e-file

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
• Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
• Tax Preparation:
Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
• Accounting:
Payroll, Sales Tax, etc.
• Business Licenses
IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER
▪ ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
Member: naea NYSSEA

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

বাড়ি বিক্রয় !

ব্রঙ্কস এলাকায় দুই ফ্যামেলী বাড়ি বিক্রয় করা হবে।

লোকেশন

ক্যাসেল হিল এভিনিউ, জেরেগা এভিনিউ, মরিস পার্ক এবং পেলাম পার্কওয়ে। যা বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্রে। বাংলাদেশী সুপার মার্কেট, মসজিদ, ট্রেন, স্কুল খুব নিকটে।

আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন :

আলি: 917-442-8648

জব জবহেল্প জব

JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব	বেসরকারি জব	এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১. পোস্টাল জব	১.কাস্টমার সার্ভিস	১.নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন
২. সিটি জব	২.অফিস অ্যাডমিন	২. ডুয়েল সিটিজেনশিপ
৩.সিভিল সার্ভিস জব	৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব	৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪.ইউ,এস,এ জব	৪. ডেলিভারি জব	৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫.এম,টি,এ জব	৫. রেস্টুরেন্ট জব	৫.NYC হাউজিং /এফোর্ডএবল
৬. আই,টি ইঞ্জিনিয়ার	৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব	৬. মেইক রেজুমি /কভার লেটার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম :

১।পোস্টাল জব (USPS)---(শনিবার–বৃহস্প তিবার)---------- (স:১০টা --বি: ৬টা)
২। ট্রাফিক এন.এজেন্ট ---------------------------রবিবার -----------(বি: ২টা --বি: ৪টা)
৩।স্কুল সেফটি এজেন্ট -------------------মঙ্গলবার ------------(দু:১২টা --বি: ২টা)
৪।বেসিক কম্পিউটার ------------------ ------শনিবার------------(বি:৩ টা ---বি: ৫টা
৫।৬ঘন্টা ডি.ডি.সি (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স)---------------(স: ১০টা --বি: ৬টা)
৬।ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস --(নায়গ্রাফলস/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে 1/2/3/5 দিনের ভ্রমণ।

POSTAL JOB : (করণীয়):

১। একবার পাশ করলে ৫০টি স্টেটের যেকোনো স্টেটে জব নেয়া সম্ভব।
২। সব স্টেটে বেতন আউটডোর পজিশন 19.33/ঘণ্টা , ইনডোর পজিশন 20.05/ঘন্টা। পেনশন, প্রমোশন, ওভারটাইম, ছুটি, ইন্সুরেন্স, ইত্যাদি সকল সুবিধা বিদ্যমান।
৩। পরীক্ষায় খুব ভাল স্কোর নিয়ে পাশ করতে হয়।
৪। গ্রীন কার্ড /সিটিজেন (৫ বৎসরের রেসিডেন্স) বয়স কমপক্ষে ১৮ বৎসর ,উর্দ্ধসীমা নাই।
৫। এব্যাপারে এক্সাম এর জন্য "জব হেল্প "সেন্টারের সহযোগিতা নিতে পারেন।
৬। নিয়মিত জব সার্চ এর ব্যাপারে "জব হেল্প" থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
৭। একবার ফেল করলে বা ইমপ্রোভমেন্ট দিতে হলে ২ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়।
৮। আবেদন দাখিলের পর নিয়মিত ই-মেইল চেক করতে হয়. ইন্টারভিউ, ড্রাগটেস্ট, এক্সসেপ্ট/ডিক্লাইন , ব্যাক-গ্রাউন্ড চেক ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর ব্যাপারে অত্র প্রতিষ্টান জব পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

Job Help –Mob: **917-500-3937** Off: PH/FAX: **917-300-6160**
148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or BusQQ40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)

GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন বুলবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

আস্-সালাম ফার্মেসি

(সাটফিন বুলভাড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care

আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

- Complete Physical & Follow up
- DMV/TLC, School Physical
- Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
- Blood, Urine Test, EKG
- Immigration Physical
- Podiatric Surgery
- COVID Test & COVID Vaccine
- All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

ইউনাইটেড ব্রঙ্কস বাংলাদেশি কমিউনিটির উদ্যোগে ৯/১১ এর শহীদদের স্মরণে এক সভা অনুষ্ঠিত

ইউনাইটেড ব্রঙ্কস বাংলাদেশি কমিউনিটির উদ্যোগে ৯/১১ এর শহীদদের স্মরণ

উত্তর আমেরিকা অফিস

১১ সেপ্টেম্বর বুধবার ইউনাইটেড ব্রঙ্কস বাংলাদেশি কমিউনিটির উদ্যোগে ৯/১১ এর শহীদদের স্মরণে এক সভা ব্রঙ্কসের ট্রাই অ্যাংগেল বাংলাবাজার, পার্কচেস্টারে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠান উপস্হাপনা করেন এ্যাটর্নী রাশেদ মজুমদার ও মোঃ শামিম মিয়া।

সমন্বয়কের ভুমিকায় ছিলেন মোতাসিম বিল্লাহ তুষার পিক, এ ইসলাম মামুন, শামিম আহমেদ, সামাদ জাকারিয়া। অনুষ্ঠানের শুরুতে শহীদদের স্মরনে নিরাবতা পালন করা হয়, এরপর আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

শহীদদের আত্মার শান্তি কামনা করে প্রার্থনা পরিচালনা করেন ব্রঙ্কসের সেন্ট হেলেন চার্জের ফাদার ডেভিড।

বিশ্ব শান্তি, ৯/১১ শহীদদের স্মরণে দোয়া পরিচালনা করেন বাংলাবাজার জামে মসজিদের পেশ ইমাম আবুল কাশেম ইয়াহিয়া।

১১ সেপ্টেম্বরের হামলা যা নাইন/ইলেভেন নামে পরিচিত। ২০01 সালের ১১ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সকালে ছিনতাইকৃত বিমান যোগে যুক্তরাষ্ট্রের উপর আল কায়েদা একইসাথে চারটি সমন্বিত আত্মঘাতী হামলা করে। ঐ হামলায় ২,৯৯৭ জন নিহত, ৬,০০০ এর অধিক মানুষ আহত হন এবং অবকাঠামো ও সম্পদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় প্রায় ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

অনুষ্ঠানে উপস্হিত থেকে দিনটির গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন সিনেটর ন্যাথালিয়া ফর্নান্ডেজ, এ্যাসেমবিলি ওম্যান, ব্রঙ্কস বরো এর প্রেসিডেন্ট ভেনেসা গিবসন, কমিউনিটি বোর্ড ৯ এর চেয়ারম্যান এন মজুমদার মাস্টার্স অব ল, খলিল ফুড ফাউন্ডেশনের সিইও খলিলুর রহমান, এ্যাটর্নী রাশেদ মজুমদার, ক্যাপটেন ব্লাঙ্কো পুলিশ প্রিসেন্ট ৪৩, ল্যাফটেনেন্ট ইয়ান পুলিশ প্রিসেন্ট ৪৩, কমিউনিটির পরিচিত মুখ ল্যাফটেনেন্ট বিলাল উদ্দিন, প্রফেসর ছানাউল্লাহ্ , কামাল উদ্দিন, হাসান আলী, কাজী রবিউজ্জামান, জহির উল হক, খায়রুল ইসলাম নাসির, মিয়া মোহাম্মদ দাউদ, নূরে আলম জিকু।

৯/১১ দিনটির স্মৃতিচারন করে বক্তব্য রাখেন জগলুল চৌধুরী, সদস্য, কমিউনিটি বোর্ড ৯ ও মোতাসিম বিল্লাহ তুষার পিক।

উপস্হিত ছিলেন বিজয় কৃষ্ণ সাহা, কবি সুধাংশু কুমার মন্ডল, মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস ছালাম, মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল রউফ, মুক্তিযোদ্ধা জিল্লুর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত আলী, তহিদুল ইসলাম, জামাল আহমেদ, আজিজুল হক, মকবুল মিয়া, লুৎফর রহমান, জালাল সরদার কমিশনার, মন্‌জুর চাকলাদার প্রমুখ।

সেন্ট হেলেনা স্কুল এর স্কাউট দলের উপস্হিতি অনুষ্ঠানটিকে আরো প্রানবন্ত করে তোলে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া কমিউনিটি অব নর্থ আমেরিকার বনভোজন

উত্তর আমেরিকা অফিস

লং আইল্যান্ডের হ্যাকশেয়ার স্টেট পার্কের ডিয়ার রেঞ্জ প্যাভিলিয়নে অনুষ্ঠিত হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া কমিউনিটি অব নর্থ আমেরিকার বার্ষিক বনভোজন। ২৫ আগষ্ট রোববার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যঘেরা হ্যাকশেয়ার স্টেট পার্কে নিউইয়র্কের বিভিন্ন ব্যুরো থেকে আসা প্রবাসী ব্রাহ্মণবাড়িয়াবাসী ও প্রবাসের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ প্রায় সাড়ে পাঁচ শতাধিক লোকের সমাগমে বনভোজন স্থানটি যেন একটি মিনি বাংলাদেশে পরিণত হয়েছিল।

বনভোজনে ২০২৪ উদ্বোধন করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া কমিউনিটি অব নর্থ আমেরিকার প্রধান উপদেষ্টা সাবেক সাংসদ সহিদুর রহমান, আহবায়ক মোহাম্মদ শাহ মোয়াজ্জেম, প্রধান সমন্বয়কারী আইয়ুব চৌধুরী হারুন, সমন্বয়কারী প্রফেসর নোয়াব মিয়া, মোঃ রহিজ উদ্দিন, সদস্য সচিব শাহীনুর রহমান সানী, মো: আনার খান, বর্তমান সভাপতি আনোয়ার হোসেন তালুকদার (স্বপন) ও সাধারণ সম্পাদক সাকিরুল ইসলাম খান সাকির, যুগ্ম আহ্বায়ক মো: নাছিম হাসান, যুগ্ম সদস্য সচিব মো: আরিফ মিয়া ও রেজাই-ই-রাব্বি মো: তুহিন মিয়া ও মো: মারুফুল হক চৌধুরী, আসমা জাহান কলিসহ কমিউনিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

তাছাড়াও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা হাজী আবু মূসা খাঁন, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গিয়াস উদ্দিন ভূঁইয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সোসাইটি এর সাবেক সভাপতি ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শফি উদ্দিন কামাল, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট ও বিশিষ্ট লেখক রাজু আহমেদ মোবারক, ল'অফিস অব সারভেজ এন্ড প্যারেজ এর প্যারালিগাল মোহাম্মদ আলী, মার্কস হোম কেয়ারের স্বত্ত্বাধিকারী আমির হোসেন কামাল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সোসাইটি অব ইউএসএ ইনকের সভাপতি আয়েজ মো: রানা, সাবেক সভাপতি সেলিম পাঠান, আব্দুল হাকিম, এইচ.এম ইকবাল, বৃহত্তর কুমিল্লা সোসাইটির সহ সভাপতি তৈমুর রেজা, কসবা উপজেলা সোসাইটির সভাতি মো: ফরহাদ উদ্দিন ও সাবেক সভাপতি এমদাদুল হক, নূরুল আনোয়ার, মুতাহের বক্স চৌধুরী, ডিউকসহ আরো অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বনভোজনে বিশেষ সহযোগিতা করেছেন মঈন চৌধুরী এটর্নী এট ল, শাহ নেওযাজ (সিইও এনওয়াই ইন্সুরেন্স), শাহীনুর রহমান সানি (বিশিষ্ট ব্যবসায়ী), গিয়াস উদ্দিন ভূঁইয়া (সিইও প্রভিডেন্ট এসেটস মো: সরফরাজ (সিইও, ত্রিসপি ফ্রাইভ চিকেন), মো: আলমগীর (সিউও বিডিঅটো রিপেয়ার্স এন্ড কমিশন), শফি উদ্দিন কামাল, মো: আমির হোসেন কামাল, মোহাম্মদ আলী, আবিদুর রহমান আবিদ, আফরোজা আক্তার, জান্নাতুল মহিমা, কুইন্স ফার্নিচার এন্ড ম্যাটরেস ইনক, সারোয়ার খান বাবু, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক, দেলোয়ার হোসেন শিপন, মো: আশরাফুল আলম জঙ্গি, বাংলা মোবাইল এন্ড ট্রাভেলস ও স্মার্ট টেক ও বিলকিস খনম।

প্রাথমিকভাবে আন্দোলনে নিহতের পরিবার পাবে ৫ লাখ, আহত ১ লাখ

জুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ড

আহতদের ক্ষতিপূরণ দ্রুত দেওয়া হবে এবং নিহতদের পরিবারের চেকগুলি স্মরণসভার মাধ্যমে হস্তান্তর করা হবে।

ঢাকা অফিস

গণঅভ্যুত্থানে নিহতদের প্রত্যেক পরিবার প্রাথমিকভাবে ৫ লাখ টাকা এবং আহত প্রত্যেক ব্যক্তি প্রাথমিকভাবে সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা করে পাবেন। বুধবার 'জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের' কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এদিকে চলতি সপ্তাহেই শুরু হয়েছে 'জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন' এর জরুরি আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম। ইতোমধ্যে ১০০ কোটি টাকার ফান্ড প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে ফাউন্ডেশনে অনুদান হিসেবে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে মন্ত্রণালয় সভাকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানিয়েছিলেন, প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে সভাপতি ও ছাত্র আন্দোলনে শহিদ মুগ্ধর ভাই মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধকে সাধারণ সম্পাদক করে 'জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন' গঠন করা হয়েছে।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আহতদের জন্য ক্ষতিপূরণ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রদান করা হবে, এবং নিহতদের পরিবারের জন্য চেকগুলি রাজধানীতে একটি স্মরণসভায় হস্তান্তর করা হবে। প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বাধীন কমিটি সমাজের সকল স্তরের মানুষ, প্রবাসী বাংলাদেশি এবং বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে ফাউন্ডেশনে অনুদান দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

কমিটি ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি অফিস স্পেস এবং স্বেচ্ছাসেবক খুঁজে বের করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়াও, জুলাই-আগস্ট মাসের গণআন্দোলনের ভিডিও, ছবি, মৌখিক ইতিহাস এবং অন্যান্য দলিল ও স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষণ এবং আর্কাইভ করার কাজও করা হবে।

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস সভায় বলেছেন যে, 'এমনকি ক্ষুদ্রতম পরিমাণের অনুদানকেও নথিভুক্ত করতে হবে এবং দাতাদের তালিকাও সংরক্ষণ করা উচিত, সম্ভব হলে ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটে তাদের নাম প্রকাশ করা যেতে পারে। এই ফাউন্ডেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে যাতে এটি সফল হয়।' প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, 'স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আহতদের চিকিৎসার খরচ বহন করবে। ফাউন্ডেশন যে ক্ষতিপূরণ দেবে তা সরকারের চিকিৎসা ব্যয়ের অতিরিক্ত হিসেবে প্রদান করা হবে।'

সভায় অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা শারমিন মুরশিদ, নাহিদ ইসলাম এবং আসিফ মাহমুদ, ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক মীর মাহবুবুর রহমান সিংঘো এবং ফাউন্ডেশনের কোষাধ্যক্ষ কাজী ওয়াকার আহমদ উপস্থিত ছিলেন।

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হার্টের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

নিউইয়র্কে বাংলাদেশের বন্যার্তদের জন্য বিএএনবির তহবিল সংগ্রহ

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশী এলায়েন্স অফ নর্থইস্ট ব্রনক্স (বিএএনবি) সম্প্রতি বাংলাদেশে আকস্মিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে তহবিল সংগ্রহের আয়োজন করে। নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল ডিস্ট্রিক ১৩তে বসবাসরত বাংলাদেশী কমুনিটি সংগঠন বিএএনবি। মরিস পার্ক মদিনা মসজিদ প্রাঙ্গনে আয়োজিত এই উদ্যোগে অনেক মুসল্লি অংশগ্রহণ করেন। বিশেষত বাঙালি কমিউনিটি ছাড়াও পাকিস্তানী, আরব এবং আফ্রিকান মুসল্লিরা মুক্তহস্তে দান করেন। পরে সংগ্রহকৃত অনুদান মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা) পার্কচেস্টার চ্যাপ্টারে প্রদান করা হয়। মুনা তাদের মানবিক শাখা নাহারের মাধ্যমে দুর্গত এলাকায় ত্রাণ সরবরাহ এবং পূর্ণবাসন কর্মসূচিতে এই অনুদান ব্যয় করবে। বিএএনবির প্রেসিডেন্ট মামুন আলী সংগ্রহনকৃত অর্থ মুনার নর্থ জোনের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ রাশেদুজ্জামানের কাছে হস্তান্তর করেন। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন বিএএনবি উপদেষ্টা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান এজাজ হোসাইন, উপদেষ্টা জিয়াউস শামস চৌধুরী, উপদেষ্টা আনোয়ারুল হক, পরিচালনা বোর্ডের সদস্য ইমতিয়াজ চৌধুরী এবং মুস্তাফিজুর চৌধুরী।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত

মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care

৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226

ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certified Internal Medicine
& Women Health Expert

বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার

ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine

ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি

আমাদের সেবা সমূহ:
- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টরেল

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications

All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations

পদত্যাগ করলেন অ্যাডামসের প্রধান উপদেষ্টা লিসা

উত্তর আমেরিকা অফিস

লিসা জর্নবার্গ

নিউইয়র্ক সিটি ও মেয়র এরিক অ্যাডামসের প্রধান পরামর্শদাতা লিসা জর্নবার্গ পদত্যাগ করেছেন। স্থানীয় সময় ১৫ সেপ্টেম্বর রোববার তিনি এই ঘোষণা দেন।

জর্নবার্গ হঠাৎ এমন সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করেননি। তবে ফেডারেল তদন্তকারীরা অ্যাডামস প্রশাসনের বেশ কয়েকজন সিনিয়র কর্মকর্তার ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করার এক সপ্তাহ পরে এবং দুর্নীতির তদন্তের একটি বিস্তৃত সিরিজে বিশদ বিবরণ বেরিয়ে আসার পর জর্নবার্গ পদত্যাগ করলেন।

জর্নবার্গ এক বিবৃতিতে বলেছেন, আমাকে শহরের সেবা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি মেয়র অ্যাডামসের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। নিউইয়র্কবাসীর জন্য তিনি যে কাজ করেছেন এবং চালিয়ে যাচ্ছেন আমি তাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করি।

শহরের সেবা করা একটি মহান সম্মানের বিষয়—এমনটা উল্লেখ করে জর্নবার্গ বলেন, আমি পদত্যাগ করছি, আজ থেকে কার্যকর। কারণ আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে আমি আর কার্যকরভাবে আমার পদে কাজ করতে পারব না। আমি আপনার শুভকামনা ছাড়া আর কিছুই চাই না।

এ বিষয়ে এক বিবৃতিতে মেয়র অ্যাডামস বলেন, লিসা আমাদের প্রশাসন এবং শহরের জন্য গত ১৩ মাস যা করেছে আমরা তার প্রশংসা করি। কারও চলে যাওয়া কঠিন বিষয়, তবে কেউ চিরকাল থাকবে। আমরা লিসাকে তার ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা জানাই।

তিনি বলেন, মেয়র অফিস সম্পূর্ণরূপে চালু রাখা নিশ্চিত করতে কাউন্সেল দলের অন্যান্য সিনিয়র সদস্যরা তাদের ভূমিকায় থাকবেন। সমস্যা ছাড়াই আমরা আগামী দিনে একজন ভারপ্রাপ্ত প্রধান পরামর্শকের নাম আশা করছি।

প্রসঙ্গত, জর্নবার্গ একজন সাবেক ফেডারেল প্রসিকিউটর। অ্যাডামস ২০২৩ সালের জুলাইয়ে তাকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করেন।

‘বাংলাদেশে অস্থিরতার সুযোগে লাভবান হবে ভারতের পোশাক শিল্প?’

ইকোনমিস্টের প্রতিবেদন

ঢাকা ডেস্ক

১৯৭৮ সালে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম রফতানিমুখী তৈরি পোশাক কারখানা। এরপর এই পোশাক শিল্পই দেশের অর্থনীতির মূল কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। দেশের মোট জিডিপির ১০ শতাংশ আসে পোশাক খাত থেকে। এর মধ্যে কেবল গত বছরই ৫৪ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে ঢাকা। বিশ্বে পোশাক রফতানির দিক দিয়ে বাংলাদেশের ওপরে আছে চীন।

তবে গত জুলাই ও আগস্টে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আন্দোলনের পর বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের চাকা থমকে যায়। শেখ হাসিনার পতনের মাধ্যমে আন্দোলন শেষ হলেও এখনও এই খাতে অস্থিরতা রয়ে গেছে। পোশাক শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার কারণে উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া গ্যাস সংকটের কারণেও কমেছে উৎপাদন।

বাংলাদেশে এই অস্থিরতার সুযোগে ভারতের পোশাক শিল্প লাভবান হতে পারবে? এমন প্রশ্ন অনেকের। এ বিষয়টি এক প্রতিবেদনে বিশ্লেষণ করেছে ব্রিটেনের প্রভাবশালী সাময়িকী দ্য ইকোনোমিস্ট।

সাময়িকীটি বলেছে, ভারত হলো বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ তুলা উৎপাদানকারী দেশ। এসব তুলা বাংলাদেশে রফতানি করে তারা। তবে ভারতে অনেক তুলা উৎপাদন হলেও তৈরি পোশাক খাতের দিক দিয়ে দেশটি বাংলাদেশের চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। তবে ভারতের ত্রিপুরার রাজ্যের কয়েকটি রফতানিকারক প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, বাংলাদেশে অস্থিরতার কারণে তারা নতুন করে ৫৪ মিলিয়ন ডলারের অর্ডার পেয়েছে। নয়াদিল্লির বাইরের আরেকটি গ্রæপ জানিয়েছে, গত আগস্টে তারা স্প্যানিশ ফ্যাশন ফার্ম জারার কাছ থেকে ১৫ শতাংশ বেশি অর্ডার পেয়েছে।

কিন্তু বাংলাদেশের পোশাক শিল্পকে এখনই টেক্কা দেওয়ার সক্ষমতা ভারতের নেই বলে জানিয়েছেন শিল্প বিশ্লেষক মেহেদি মাহবুব। তিনি বলেছেন, বর্তমানে যে পরিস্থিতি চলছে সেটি চলে যাবে। ইতোমধ্যে শ্রমিকরা কারখানায় ফিরেছেন এবং উৎপাদন বাড়ছে। এছাড়া পোশাক খাতে যেসব প্রতিযোগি আছে তাদের চেয়ে বাংলাদেশে বিভিন্ন দিকে এগিয়ে আছে। যার মধ্যে অন্যতম হলো কম মজুরিসম্পন্ন শ্রমিক। এমনকি বাংলাদেশের পোশাককেই ইউরোপের বাজারগুলো প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলো বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে সতর্ক থাকলেও আশাবাদী অবস্থানে আছে। আরেক বিশেষজ্ঞ বলেছেন, এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সঙ্গে পোশাক শিল্পে পাল্লা দেওয়ার সক্ষমতা ভারতের নেই।

তিনি বলেন, ভারতে ইলেকট্রনিকের মতো মূলধননির্ভর খাতের ওপর বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পোশাক শিল্পের মতো শ্রমিক নির্ভর খাতে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তিনি জানিয়েছেন, ২০১৬ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ভারতের পোশাক রফতানি থেকে আয় কমেছে প্রায় ১৫ শতাংশ। সেখানে বাংলাদেশের বেড়েছে ৬৩ শতাংশ।

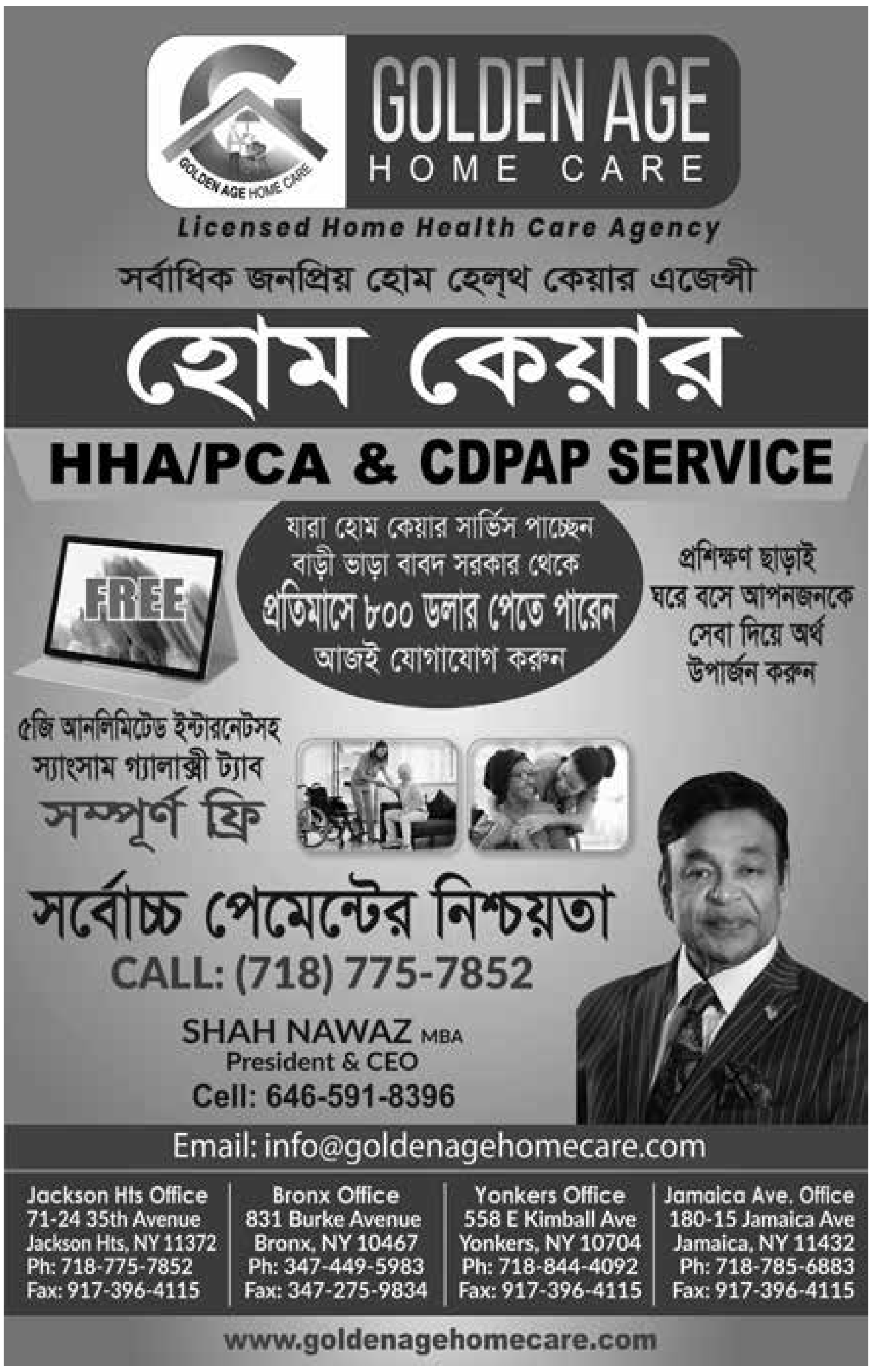

BANGLADESH SOCIETY INC, ELECTION 2024
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক
নির্বাচন ২৭ অক্টোবর ২০২৪
আমাদের প্রতিশ্রুতি কমিউনিটিকে ঐক্যবদ্ধ করে মূলধারায় শক্ত অবস্থান প্রতিষ্ঠা, নতুন প্রজন্মের সাথে বাংলাদেশ সোসাইটির সেতুবন্ধন সুদৃঢ় করে সোসাইটিকে আরো গণমুখী, কল্যাণকর ও জবাবদিহিতামূলক সার্বজনীন সংগঠনে রূপান্তর করা
সেলিম-আলী
পরিষদে ভোট দিন
A1
আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি
Athaur Rahman Salim
President
A4
মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক
Mohammad Ali
General Secretary
A2
মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান
সিনিয়র সহ-সভাপতি
Md. Mohiuddin Dewan
Senior Vice President
A3
কামরুজ্জামান কামরুল
সহ-সভাপতি
Mohammad Kamruz Zamani
Vice President
A5
আবুল কালাম ভুইয়া
সহ-সাধারণ সম্পাদক
Abul Kalam Bhulyan
Asst. General Secretary
A6
মফিজুল ইসলাম ভুইয়া (রুমি)
কোষাধ্যক্ষ
Mafijul Islam Bhulyan (Rome)
Treasurer
A7
ডিউক খান
সাংগঠনিক সম্পাদক
MD Z.H. Khan (Duke Khan)
Organizing Secretary
A8
অনিক রাজ
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
Mostofa A. Raj
Cultural Secretary
নির্বাচিত
রিজু মোহাম্মদ
জন সংযোগ ও প্রচার সম্পাদক
Rezu Mohammed
Public & Publicity Secretary
A10
জামিল আনসারী
সমাজকল্যাণ সম্পাদক
Md. Jamil Ansary
Social Welfare Secretary
A11
মোঃ আক্তার বাবুল
সাহিত্য সম্পাদক
Mohammed A. Akhter
Literary Secretary
A12
আশ্রাব আলী লিটন
ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক
Md. Asrab Ali Khan
Sports & Entertainment Sec
A13
মোহাম্মদ হাসান (জিলানী)
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক
Mohammed Hassan
School & Education Sec
A14
মোঃ সিদ্দিক পাটওয়ারী
কার্যকরী সদস্য
Md. A. Siddique
Executive Member
A15
হারুন চেয়ারম্যান
কার্যকরী সদস্য
Harun Chairman
Executive Member
A16
আবুল কাশেম চৌধুরী
কার্যকরী সদস্য
Abul Kashem Chowdhury
Executive Member
A17
জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী
কার্যকরী সদস্য
Jahangir Shahid Suhrawardhy
Executive Member
A18
মুনসুর আহমেদ
কার্যকরী সদস্য
Mansur Ahammad
Executive Member
সেলিম-আলী পরিষদে
আপনার ভোট দিন
PLEASE VOTE FOR SELIM-ALI PANEL
প্রচারে: সেলিম-আলী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি
A19
হাসান খান
কার্যকরী সদস্য
Hasan Khan
Executive Member
PLEASE CAST YOUR VOTE IN FIRST ROW (A1 to A19) FOR SELIM-ALI PANEL

প্রাণের টানে মিলনমেলা: নিউইয়র্কে আগ্রাবাদিয়ানদের হৃদয়ছোঁয়া পুনর্মিলনী

ওয়াহিদুজ্জামান বকুল

১৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার নিউইয়র্কের আল আকসা হলরুমে 'পরানে আগ্রাবাদ'-এর বহুল প্রতীক্ষিত পুনর্মিলনী আয়োজন এক অনন্য আনন্দমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ এক বছরের অপেক্ষা শেষে, নিউইয়র্কের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসা আগ্রাবাদিয়ানদের মিলনমেলা পরিণত হয় একটি প্রাণবন্ত উৎসবে। এ আয়োজন শুধু পুনর্মিলনী ছিল না, বরং ছিল শৈশব, কৈশোর, ও যৌবনের স্মৃতিবিজড়িত বন্ধনকে পুনঃস্থাপন করার এক আবেগঘন উপলক্ষ। এ যেন সেই পুরনো দিনের কথাগুলো স্মরণ করে হারানো বন্ধুত্বগুলোকে নতুন করে ফিরে পাওয়া, আর সেই প্রিয় মানুষদের সঙ্গে কিছু মুহূর্ত ভাগাভাগি করার আনন্দ।

উদ্বোধনী ঘোষনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন 'পরানে আগ্রাবাদ'-এর তিন প্রতিষ্ঠাতা— ওয়াহিদুজ্জামান বকুল, মাকসুদুর রহমান জুয়েল, এবং খোরশেদ আলম বাবু। তাদের হাত ধরে যে পরানে আগ্রাবাদের বীজ রোপিত হয়েছিল, তা আজ এক সুদৃঢ় বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবার মাঝে অনুভূত হয় আগ্রাবাদিয়ান পরিচয়ের গৌরব ও আবেগ।

স্বাগত বক্তব্যে ফরহাদ রেজা বাদশা, যিনি ইউ.এস.এ. পরানে আগ্রাবাদের প্রধান উপদেষ্টা।তিনি সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, "এটি শুধু একটি মিলনমেলা নয়, এটি আমাদের শেকড়ের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার প্রতীক। আমরা নিউইয়র্কে থাকলেও, আগ্রাবাদ আমাদের হৃদয়ে গাঁথা, আর এই মিলনমেলা আমাদের সেই বন্ধনের নিদর্শন।"

অনুষ্ঠানে বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয় তিনজন গুণী সদস্যকে, যারা পরানে আগ্রাবাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। সম্মাননা প্রাপ্তরা হলেন ফরহাদ রেজা বাদশা, ফিরোজ আহমেদ এবং সাংবাদিক মিহির চৌধুরী। তাদের প্রতি সম্মান জানাতে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। আগ্রাবাদের স্মৃতিচারন করেন নাসিম চৌধুরী, মাকসুদুর রহমান ও ফিরোজ আহমেদ।

এরপর অনুষ্ঠান জুড়ে চলে এক

মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক আয়োজন। নিউইয়র্কের পরিচিত মুখ, বিশিষ্ট শিল্পী শাহ্ মাহবুব গান গেয়ে দর্শকদের মুগ্ধ তরেন। আরো গান করেন, বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের প্রখ্যাত শিল্পী ফেরদৌসী আলিম শিখা, ফিরোজ আহমেদ, এবং সুমন আহমেদের সুরের মূর্চ্ছনায় ভেসে যায় পুরো হলরুম। তাঁদের কণ্ঠে সেই পুরনো দিনের জনপ্রিয় গানগুলো শুনে শ্রোতারা ফিরে যান স্মৃতির অলি-গলিতে, আর উৎসবের উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে সকলে।

অনুষ্ঠানের সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন মাহ্ফুজা বেগম বাবলী ও রোশনা শামস ললি, যারা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন করেন। একে একে সবার মনের ভেতরে মধুর স্মৃতির আলো ছড়িয়ে অনুষ্ঠান শেষে আসে র‍্যাফেল ড্র-এর পালা। মোট দশটি পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রথম পুরস্কার ছিল ৫৬ ইঞ্চি একটি বিশাল টেলিভিশন, আর দ্বিতীয় পুরস্কার ছিল একটি মাইক্রোওভেন। পুরস্কারের টানটান উত্তেজনায় হলরুম যেন প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে।

২০১৭ সালের ১৫ এপ্রিল, কাবাব কিং-এ প্রথমবারের মতো একটি পুনর্মিলনী আয়োজন করা হয়। এ ছিল এক অন্যরকম অনুভূতি—অনেকের সঙ্গে ২০-৩০ বছর পর দেখা, অনেকের সঙ্গে নতুনভাবে পরিচয়। সেই আনন্দঘন মুহূর্ত আজও সবার স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করে। পরবর্তীতে, আগ্রাবাদিয়ান ঈদ পুনর্মিলনী আয়োজনের জন্য ইউ.এস.এ পরানে আগ্রাবাদের সঙ্গে যুক্ত হন ফরহাদ রেজা বাদশা, আতিক, শামস চৌধুরী রুশো ও রোশনা শামছ ললি।

আয়োজকরা বলেন, ভবিষ্যতে এই মিলনমেলাকে আরও বড় পরিসরে আয়োজন করার পরিকল্পনা আছে। যারা এসেছিলেন, যারা আসতে পারেননি, এবং যারা কথা দিয়েও আসেননি, সবার প্রতি রইল আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং সবার সমর্থন ও পরামর্শে এই আয়োজন ভবিষ্যতে আরও সাফল্যমণ্ডিত হবে, এই প্রত্যাশা আয়োজকদের।

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us   1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)   www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত আইনী প্রতিষ্ঠান

LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.

SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না

Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ব্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- স্কুল লায়াবিলিটি
- খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
- বার্ণ ইনজুরি
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেড পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813

Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308

Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি
আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি
ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
U ভিসা, VAWA & SIJS
EB-1 EB-2 NIW & EB-3
বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল
KHAIRUL BASHAR, MBA.LL.M.
ATTORNEY AT LAW
CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com
1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
Admitted in Washington, D.C. and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S Immigration & Nationality Law in all 50 States
#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
Nurul Azim
Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি
YOUR DREAM HOME CARE
Get paid to take care of your loved ones
আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী
37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com
Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com
নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ-এর (CDPAP) প্রোগ্রামের অধীনে কোনো HHA সার্টিফিকেশন ছাড়াই হোম কেয়ারের মাধ্যমে ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও প্রিয়জনদের সেবা দিয়ে আপনি প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন এবং সেবা প্রদানকারীকে নির্বাচন করতে পারেন।
প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।
পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA
Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129
এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
আমরা কোনো ফি নেই না।
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।
Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047
Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047
Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047
1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432
Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657
Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699
Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047
1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446
Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

নিউইয়র্কে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সংবর্ধনা বাতিল

উত্তর আমেরিকা অফিস

অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুস জাতিসংঘের ৭৯তম সাধারণ অধিবেশনে যোগদান উপলক্ষ্যে নিউইয়র্কে আসা উপলক্ষে আয়োজিত ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নাগরিক সংবর্ধনা বাতিল হয়েছে। জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশন, দূতাবাস ও কনস্যুলেট ছাড়াও বাংলাদেশ সোসাইটি ও প্রবাসী বাংলাদেশী সমাজের আয়োজনে এই অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলছিল। এজন্য ম্যানহাটনের ম্যারিয়ট মাকুইস হোটেলের ৬০০ লোকের আসন বিশিষ্ট বল রুম ভাড়া করা হয়েছিলো। মূলতঃ বাংলাদেশ মিশন ও কনস্যুলেটের পক্ষ থেকেই এই আয়োজন চলছিলো বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়।

কিন্তু ড. মুহাম্মদ ইউনূসের অনাগ্রহের কারনেই তা বাতিল করা হয়েছে বলে ঢাকা থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে। তাছাড়া ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নিউইয়র্ক আগমনের দিন-তারিখও পিছিয়ে গেছে। আগে বলা হয়েছিলো ২২ সেপ্টেম্বর রোববার তিনি নিউইয়র্ক আসবেন কিন্তু নতুন সিডিউল অনুযায়ী তার নিউইয়র্ক আগমনের তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার।

ঢাকার দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান নিয়ে ঢাকায় বিতর্কিত নানা ম্যাসেজ যাওয়ায় প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর থেকে সংবর্ধনার ব্যাপারে অনাগ্রহ প্রকাশের পাশাপাশি জাতিসংঘে প্রধান উপদেষ্টার কর্মসূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। তবে ঢাকা থেকে বলা হচ্ছে প্রধান উপদেষ্টার সময়ের স্বল্পতার কারণে তা বাতিল করা হচ্ছে।

সূত্র মতে, ছাত্র-জনতার গণ আন্দোলনের মুখে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগ ও দেশ ত্যাগের পর ড. ইউনূস নেতৃত্বাধীন অন্তবর্তী সরকার দেশের মৌলিক সংস্কার কর্মকান্ড নিয়ে ব্যস্ত। এরই মধ্যে জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগদান দেশের জন্য বড় একটি বিষয়। পাশাপাশি দেশ-বিদেশে হাসিনা সরকারের প্রশাসনিক বিন্যাস বহাল থাকায় কোন কোন মহল থেকে 'স্যাবোটাজ', অবিশ্বাস, নিরাপত্তাহীনতা প্রভৃতি বিষয় প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের গোচরীভূত হয়েছে। অপরদিকে কনস্যুলেট আর মিশন আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদানেচ্ছু প্রবাসীদের নামের বহরে একদিকে কনস্যুলেট যেমন বিব্রত তেমনি কে কোন মতের বা পথের, বা কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক তা নিয়েও কনস্যুলেট বিব্রত। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য হাজারের অধিক প্রবাসীর নামের লিস্টি বিভিন্ন মাধ্যমে কনস্যুলেটে জমা পড়েছে বলে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে জানা গেছে। এরমধ্যে একজনের নাম একাধিকবার রয়েছে। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের 'নিউইয়র্কে ড. মুহাম্মদ ইউনূস অবাঞ্ছিত আর প্রতিবাদ সমাবেশ' কর্মসূচী বিব্রতকর কারণ হিসেবেও দেখা হচ্ছে।

নেতা-কর্মীদের সেনা-বাহিনীর কাছে যাওয়ার নির্দেশনা দিল আ.লীগ

ঢাকা অফিস

থানায় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের সাধারণ ডায়েরি করতে দেওয়া হচ্ছে না—এই অভিযোগ নিয়ে সেনাবাহিনীর কাছে যাওয়ার নির্দেশনা দিয়েছে আওয়ামী লীগ। বুধবার সকালে আওয়ামী লীগের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে এমন নির্দেশনা দেওয়া হয়।

এতে বলা হয়, 'আমরা সারা দেশ থেকে খবর পেয়েছি, বেশির ভাগ থানায় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের বাড়িঘরে হামলা ও লুটপাটের বিষয়ে থানায় সাধারণ ডায়েরিও করতে দেওয়া হয়নি। যেহেতু সেনাবাহিনীকে ম্যাজিস্ট্রেসি দেওয়া হয়েছে, তাই এই অপরাধীদের থামাতে এখন সেনাবাহিনীর কাছেই অভিযোগ দেওয়ার বিকল্প নেই।' এতে বলা হয়, 'ক্ষতিগ্রস্ত সবাই পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে নিকটস্থ সেনাক্যাম্পে লিখিত অভিযোগ, সন্ত্রাসীদের নাম উল্লেখ করে জমা দিন।'

ফেসবুক পোস্টে উল্লেখ করা হয়েছে, 'সেনাবাহিনীর কাছে আমাদের প্রত্যাশা থাকবে—সব অপরাধী, লুটেরা, সন্ত্রাসীদের তারা আইনের আওতায় আনবে।'

যৌথ বাহিনীর অভিযানের মধ্যেই গতকাল মঙ্গলবার সেনাবাহিনীকে নির্বাহী ক্ষমতা দেওয়ার প্রজ্ঞাপন জারি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। এতে আগামী ৬০ দিন সেনাবাহিনীর কাছে বিচারিক ক্ষমতা থাকবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর পরই সেনাবাহিনীর দ্বারস্থ হতে দলীয় নেতা-কর্মীদের নির্দেশনা দিল আওয়ামী লীগ। এর আগে ফেসবুকে পেজে এক পোস্টে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের বাড়িঘরে হামলা ও লুটপাটের বিষয়ে থানায় সাধারণ ডায়েরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

জেবিবিএ এর আয়োজনে জ্যাকসন হাইটস পথমেলা অনুষ্ঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস এসোসিয়েশনের উদ্যোগে পথমেলা বসেছিল ১৪ সেপ্টেম্বর রোববার জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ রোডে । এই মেলা উপলক্ষ্যে শনিবার জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ রোড পরিনত হয়েছিল বাংলাদেশিদের মিলন মেলায়। অর্ধ শতাধিক স্টল ছিলো মেলায়। বাংলাদেশ সোসইটির আসন্ন নির্বাচনী হাওয়া লেগেছিল পথমেলায়। আগামী ২৭ অক্টোবর এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রায় ১৮ হাজার বাংলাদেশি ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। আর প্রবাসীদের এই মেলায় নির্বাচনী প্রার্থীরাও একটা বড় সুযোগ পেয়ে যান। রুহুল—জাহিদ ও সেলিম—আলী প্যানেলের প্রার্থীরা মেলায় উপস্থিত থেকে ভোটারদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। মেলার উদ্যোক্তারা মঞ্চে নিয়ে উভয় প্যানেলের প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেন। এতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সভাপতি প্রার্থী আতাউর রহমান সেলিম ও রুহুল আমিন সিদ্দিকী। মেলায় কমিউনিটি একটিভিস্টদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শাহ নেওয়াজ, গিয়াস আহমেদ, এটর্নি মঈন চৌধুরী, জাকারিয়া মাসুদ জিকু,ফাহাদ সোলায়মান, সারোয়ার খান বাবু, জন ল্যু, জেনিফার রাজকুমার ও তাকে হাসান খান। মেলায় নিউইয়র্ক স্টেট এসেমব্লিওম্যান জেনিফার রাজকুমার কমিউনিটিতে অবদান রাখার জন্য শাহ নেওয়াজ ও গিয়াস আহমেদকে সাইটেশন প্রদান করেন।

জ্যাকসন হাইটস পথমেলাকে সফর করতে গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের প্রেসিডেন্ট ও আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজকে চেয়ারম্যান করে গঠিত হয়েছিল। এর আহবায়ক ও মেম্বার সেক্রেটারি ছিলেন যথাক্রমে কামরুজ্জামান কামরুল ও তারেক হাসান খান। প্রধান সমন্বয়ক ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন সেলিম হারুন ও জেড আলম নমি। কমিটিতে আরও দায়িত্ব পালন করেন মনসুর চৌধুরী, মোল্লা মাসুদ ও মফিজুর রহমান। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন রুহুল সরকার, সাদিয়া খোন্দকার ও সোনিয়া।

মেলায় সংগীত পরিবেশন করেন রিজিয়া পারভীন, প্রতীক হাসান, রানো নেওয়াজ, কৃষ্ণা তিথি, ত্রিনিয়া হাসান, শাহ মাহবুব, অনিক রাজ সহ অনেকেই।

এক সপ্তাহ পর বাসায় ফিরলেন খালেদা জিয়া

ঢাকা অফিস

খালেদা জিয়া

এক সপ্তাহ পর হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরলেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। আজ বুধবার সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে গুলশানের বাসা ফিরোজায় আনা হয় তাঁকে।

বিএনপি চেয়ারপারসনের প্রেস উইং কর্মকর্তা শামসুদ্দিন দিদার এ তথ্য জানান। এর আগে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে হাসপাতাল থেকে বাসার উদ্দেশে রওনা করেন খালেদা জিয়া। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে গত ১১ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে খালেদা জিয়াকে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে কেবিনে রেখে তাঁর চিকিৎসা ও পরীক্ষা–নিরীক্ষা করা হয়।

৭৯ বছর বয়সী খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন লিভার সিরোসিস, হৃদ্‌রোগ, ফুসফুস ও কিডনি জটিলতা, আর্থরাইটিস, ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন।

লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত বিএনপি চেয়ারপারসনের রক্তনালিতে অস্ত্রোপচার করা হয় গত বছরের ২৭ অক্টোবর। যুক্তরাষ্ট্র থেকে তিনজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এনে তাঁর রক্তনালিতে অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল।

BEH & S Homeowners Association of NYC

PRESENTING : Basement Environmental Health & Safety (BEH&S):

আপনার বেসমেন্ট, গ্যারেজ, অ্যাটিক বা পিছনের উঠোনকে বৈধ করতে বিনামূল্যে NYC ADU অনুদানের অর্থ ব্যবহার করুন ও (PlusOneADU@hpd.nyc.gov or 311).

DANGER

সাবধান- Do Not SLEEP in an Unhealthy Toxic Basement without a Safety Inspection

Potential Serious Health Hazards in your Basement:

Various Health Issues, Chronic Respiratory illness, Cancer, Kidney, liver, Brain damage, Risk of Severe Mental Health Depression, and Central Nervous System even death.

অসুস্থতার ৬০.৫% অস্বাস্থ্যকর বেসমেন্টে দীর্ঘায়িত ঘুমের জন্য দায়ী। বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা, দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসযন্ত্রের রোগ, ক্যান্সার, কিডনি, লিভার, মস্তিষ্কের ক্ষতি, গুরুতর স্বাস্থ্যের অবনতি এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ঝুঁকি, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।)

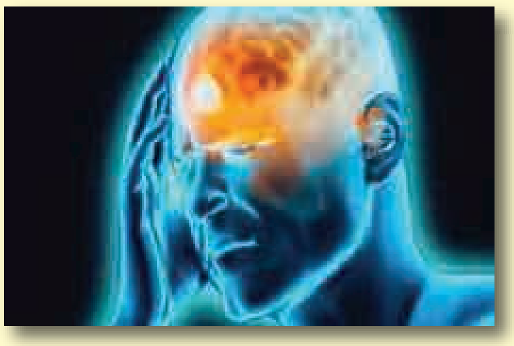

Obligatory Safety Inspections: Minimizing Liability and Preventing Legal Lawsuit (আবশ্যিক নিরাপত্তা পরিদর্শন: দায়বদ্ধতা কমানো এবং আইনি মামলা প্রতিরোধ).

- Indoor/Outdoor Air Quality: Fire Safety, Mold, Asbestos, Lead-Based Paint Check, Radon Gas, and Toxicity Inspections.
- Basement Tenant: Get Help from HPD Grant Money, Move Out from an Unhealthy Toxic Basement, and Live a Longer Life (বেসমেন্ট ভাড়াটিয়া: HPD অনুদানের অর্থের সাহায্য নিন, অসুস্থকর বিষাক্ত বেসমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসুন, এবং দীর্ঘায়ু লাভ করুন।)
- Private Investigation: Any Dispute, Money Collection and Community Mediation. আইনজীবী ছাড়া বেজমেন্ট ভাড়াটিয়ার উচ্ছেদ, ব্যক্তিগত তদন্তের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ এবং সম্প্রদায়ের মধ্যস্থতা।
- যেকোনো ধরনের নির্মাণকাজ :কম খরচে মেরামতের জন্য NYCHA স্বাধীন কন্ট্রাক্টরের রেফারেল।
- Call for Safety Inspection:

718-297-9313 | 917-618-0740 | Bcsafetymediator@gmail.com

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
- ★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
- ★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা

646-920-4799

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য

- ব্যক্তিগত পরামর্শ
- ইন্টারেষ্ট রেট কম
- ইনভেষ্টমেন্ট
- ফ্রি এপ্রোভাল
- ফাষ্ট ক্লোজিং
- দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের তিন কর্মকর্তার শপথগ্রহণ

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রে সিলেটবাসীদের সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার তিনটি পদের কর্মকর্তাদের শপথগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। রোববার রাত সাড়ে ৮টার দিকে নিউইয়র্কের এস্টোরিয়াতে হ্যালো বাংলাদেশ রেস্টুরেন্টে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত সহ সভাপতি মো. জাবেদ উদ্দিন, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা সারা উদ্দিন ও সদস্য মোহাম্মদ ফজল খানকে শপথবাক্য পাঠ করান জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি বদরুল হোসেন খান। পরে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি বদরুল হোসেন খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক রুকন হাকিমের সঞ্চালনায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বোর্ড অফ ট্রাস্টির অন্যতম সদস্য বদরুন নাহার খান মিতা, ছনরুন নুর, বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়র সহ-সভাপতি দেওয়ান মহিউদ্দিন, বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে সভাপতি পদপ্রার্থী ও জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম, বাংলাদেশ সোসাইটির বোর্ড অফ ট্রাস্টির অন্যতম সদস্য আজিমুর রহমান বোরহান, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা সাবেক নির্বাচন কমিশনার মহিদুল ইসলাম এবং সাবেক নির্বাচন কমিশনার ও সহ-সভাপতি সাব্বির হোসেন, সাবেক নির্বাচন কমিশনার ও এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উপদেষ্টা সালেহ চৌধুরী, বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক সাংস্কৃতিক সমিতির উপদেষ্টা কিনু চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মুজাহিদুল ইসলাম, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উপদেষ্টা এমাদ আহমেদ চৌধুরী, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা ইনকের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম জিকু, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক ও মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির উপদেষ্টা সিরাজ উদ্দিন আহমদ সোহাগ, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আজাদ উদ্দিন, বাংলাদেশ নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা সৈয়দ এনায়েত আলী প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কালামে কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সংগঠনের সাবেক সহ সভাপতি জোসেফ চৌধুরী। শপথ অনুষ্ঠানের পরে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মৌলভীবাজার জেলার সদস্য মোঃ ফজল খান, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক সারা উদ্দিন ও সহ সভাপতি মৌলভীবাজার মোঃ জাবেদ উদ্দিন, সহ সভাপতি মোঃ শফিউদ্দিন তালুকদার, লাখাই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম তালুকদার, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির সভাপতি সোহান আহমেদ টুটুল, উপদেষ্টা সালেহ আহমেদ চৌধুরী, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি সোহেল আহমেদ, সহ সভাপতি কয়েছ আহমদ, কোষাধ্যক্ষ এমদাদ রহমান তরফদার, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সাহান খান প্রমুখ। শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাংগঠনিক সম্পাদক মইনুল হক চৌধুরী, সদস্য ফয়সল আহমেদ, মোহাম্মদ হোসেন আহমদ, সামছুল ইসলাম, সিলেট প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইকবাল মাহমুদ, বাংলাদেশ সোসাইটির সদস্য চৌধুরী মুমিত তানিম, আজীবন সদস্য মোঃ এস খান, এস আলম, আহমেদ মোস্তফা, এম এম ইসলাম, মোঃ খান আহমেদ, মোঃ আজিজুর রহমান মোঃ আব্দুল খায়ের, ফয়ছল খান, কাজী তোফায়েল ইসলাম, দীপঙ্কর দেব, মোঃ আখতারুজ্জামান বাদল প্রমুখ।

ভারতের নিরাপত্তা উপদেষ্টা দোভালকে মার্কিন আদালতে তলব

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

খালিস্তানপন্থী সংগঠন শিখ ফর জাস্টিসের (এসএফজে) নেতা গুরুপতবন্ত সিংহ পান্নুনকে হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালকে তলব করেছে আমেরিকার আদালত। দক্ষিণ নিউইয়র্ক ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট এই মামলায় সমন পাঠিয়েছে ভারত সরকার এবং ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা 'র'-এর সাবেক প্রধান সমন্ত গোয়েলকেও।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজার অনলাইনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, দোভাল ও গোয়েলের পাশাপাশি 'র'-এর এজেন্ট বলে চিহ্নিত করে বিক্রম যাদব নামে এক ব্যক্তি ও আমেরিকার হেফাজতে থাকা ভারতীয় ব্যবসায়ী নিখিল গুপ্তকেও 'খুনের ষড়যন্ত্রে জড়িত' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে নিউইয়র্কের আদালতের নথিতে। ২১ দিনের মধ্যে এ বিষয়ে ভারত সরকারের জবাব চেয়েছে আমেরিকার আদালত।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে আগামী শনিবার আমেরিকা সফরে যাচ্ছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার আগে এই ঘটনা নয়াদিল্লি-ওয়াশিংটন সম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরি করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

পান্নুনকে হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে গত নভেম্বরে নিখিলকে প্রাথমিকভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল আমেরিকার আদালতে। গত বছরের জুন মাসে চেক প্রজাতন্ত্র কর্তৃপক্ষের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন নিখিল। পরে আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই নিউইয়র্কে এনে বিচারের কাঠগড়ায় তোলে।

আমেরিকার অভিযোগ, পান্নুনকে খুন করতে একজন খুনিকে নিয়োগ করেছিলেন নিখিল। এর জন্য হত্যাকারীকে অগ্রিম পনেরো হাজার ডলারও দেন তিনি। আমেরিকার ওই দাবির পর স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল শুরু হয় ভারতে। নিখিলকে সব রকম আইনি সহায়তা দেওয়ার কথা ঘোষণা করে মোদি সরকার। একাধিকবার ভারতীয় কূটনীতিকেরা দেখাও করেন নিখিলের সঙ্গে।

কলেজ গ্র্যাজুয়েশন এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিএসিএফ সম্মাননা প্রদান

উত্তর আমেরিকা অফিস

১৪ সেপ্টেম্বর শনিবার পেনসিলভানিয়ার ফিলাডেলফিয়ায় 'বাংলাদেশি আমেরিকান কমিউনিটি ফোরাম অব পিএ' (BACF) কতৃক আয়োজিত দ্বিতীয় এওয়ার্ড, কলেজ গ্র্যাজুয়েশন এবং পেনসিলভানিয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি আপার ডার্বির স্থানীয় ঢাকা ক্লাবে বিকেল ৬টায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও গীতা পাঠের মাধ্যমে শুরু হয়। এরপর পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা উপস্থিত শিল্পীদের নিয়ে বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধনের পর, প্রথম বিএসিএফ অনুষ্ঠানে সহযোগিতার জন্য সাবেক আহ্বায়ক জে সুমন সবাইকে ধন্যবাদ জানান। দ্বিতীয় বিএসিএফ গ্র্যাজুয়েশন ও এওয়ার্ড অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক আশিকুর রহমান ও মাসুদুল হাসান সারোয়ার ড্যানিয়েল অতিথিদের শুভেচ্ছা জানান। ফোরামের মুখপাত্র সুলেমান ইবনে মজিব ফোরামের সার্বিক কার্যক্রম তুলে ধরেন, এবং ফোরামের সচিব মোঃ আশরাফুল ইসলাম (আরিফ) কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন।

অনুষ্ঠানটি দুই পর্বে বিভক্ত ছিল। প্রথম পর্বে কলেজ গ্র্যাজুয়েট ছাত্রছাত্রী, কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বিশেষ অবদানের জন্য অন্যান্য সম্মাননা প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় পর্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আপ্যায়ন পরিবেশিত হয়।

মূল অনুষ্ঠানের শুরুতে, নওসিন হাওলাদার অহনা তার কলেজ জীবনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। ইফতেখার রহমান শিক্ষাজীবন এবং কর্মক্ষেত্রে চলার পথে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করেন, এবং মেহজাবিন জায়গীরদার তার গ্র্যাজুয়েশন পরবর্তী জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। এরপর বিএডিবির সভাপতি, শিক্ষাবিদ ও সংগঠক ফারজানা আফরোজ পাপিয়া অভিভাবকদের জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

ফোরামের ম্যাগাজিন 'অনুপ্রেরণা'-এর মোড়ক উন্মোচন করেন কাউন্সিল এ্যাট লার্জ, সিটি অব ফিলাডেলফিয়ার ড. নিনা আহমেদ।

অনুষ্ঠানে ২২ জন কলেজ গ্র্যাজুয়েটকে সম্মাননা পদক প্রদান করা হয়, এবং ৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবদানের জন্য সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মানিতদের মধ্যে ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের (বীর প্রতীক), ড. নিনা আহমেদ, ড. ফাতেমা আহমেদ, সুস্মিতা গুহ রায়, সাদেক কাপ্তান মিয়া, শেখ সিদ্দিক, মাহবুবুল তৈয়ব, আবুল ফজল, এবং আকবর হোসেন।

বিশিষ্ট শিল্পী বিজয়া সেন গুপ্তা ও মোহনা বোস সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে উপস্থিত সবাইকে মুগ্ধ করেন।

সিলেট এম সি এন্ড গভ. কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইন্‌ক

বার্ষিক সাধারণ সভা

সকল সম্মানিত সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে, সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ১৩ অক্টোবর, ২০২৪, রোজ রোববার, সময় দুপুর ১২ টায় অনুষ্ঠিত হবে।

স্থান: জয়া হল (63-108 Woodhaven Blvd, Rego Park, NY 11374)

সভায় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। তাই সকল সদস্যকে যথাসময়ে উপস্থিত থেকে মতামত প্রদানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য:
সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে, পূর্বের কোনো বকেয়া সদস্য ফি থাকলে, তা সভার পূর্বেই পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

আপনাদের উপস্থিতি আমাদের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করতে সহায়ক হবে।

বিনীত,

সফিক উদ্দীন চৌধুরী
সভাপতি

মোঃ রেজাউল করিম রেজু
সাধারণ সম্পাদক

যোগাযোগ : সফিক উদ্দীন চৌধুরী-(৬৪৬) ২৩৮-৪৮৮৫, মোঃ রেজাউল করিম : ৬৪৬-৭৩২-১২২৬

প্রচারে : আমিনুল হক চুন্নু
ফোন : (৬৪৬) ২৩৪-৪৭৪৯

Utshob Group

Framework Finance LLC

প্রবাসে থেকে নিশ্চিন্তে
বাড়ি করুন দেশে

এই প্রথম আপনার USA-এর
ক্রেডিট কোয়ালিফিকেশন দিয়ে
বাংলাদেশে ফাইন্যান্স করতে পারবেন
আপনার স্বপ্নের ফ্ল্যাট/জমিটি

বিস্তারিত জানতে এখনই কল করুন

516-508-6698 (USA)
+880-16786-23252 (BD)

অথবা ভিজিট করুন
www.frameworkfinance.com

118-35 QUEENS BOULEVARD FOREST HILLS TOWER,
#400, FOREST HILLS, NY 11375

NRBC BANK
BUILD
RUPAYAN GROUP
FDL lifestyle awaits

Change of Visa Status (CoS)
Stay long in the USA
FROM
B1/B2/A3/I/H4
TO
F1 (Study Visa)
CIVA
CENTRE FOR IMMIGRATION AND
VISA ASSISTANCE (CIVA)
PREMIUM
SERVICES
AVAILABLE
CoS
Approval
WITHIN
25 DAYS
Hot Line
+1 347 507 1209
+1 347 279 8366
+1 347 476 7522
Per Person $1000 Only
Give us your file and be relaxed, CIVA Team will do everything for you
INADITION
* Non-Immigration Visa Extension (Up To 240 Days)
* Asylum Filing Within 10 Days With All Supporting
* Reentry permit / Travel documents (From In / Out side of the USA)
* Canada / Mexico Visa With All Support(Within 30 days)
* EB3 (Unskilled) Application Process (AoS / NVC), Within $18K
* F1(Student) School Transfer within 02 business days
write2civa

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
ডাঃ শামসি রহমান (MD FACP)
PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and
North Shore University Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার
ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত (MD FACP)
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center
সেবা সমূহ
Same Day Appointment
Walk-in Welcome
• প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
• অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
• ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
• জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
• ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
• যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।
জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।
ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
বাছিত মেডিকেল কেয়ার
JAMAICA OFFICE:
166-41 88th Ave,
Jamaica, NY 11432
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

SARAH CARE USA
CDPAP & HOME CARE SERVICES
CDPAP/ PCA/ HHA
No Certificate Required
Highest pay With Benefit
We speak Bangali, Hindi, Urdu, Punjabi, Spanish & Creole
Dr.Gee Cee pat
Vice President
Dr.Shajadi Parvin
CEO/President
LAN/RN
OT/PT/DIETICIAN
Medical Supply
WITH
Best income
Up to
$85.000
Annually
WORK
AT HOME
NEED JOB?
CALL US: 917-745-0949
আমরা ট্রান্সফার কেইসের ক্ষেত্রে
সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি
FREE SERVICE: to Apply & Renew DOH/Medicaid/Medicare/SNAP
Corporate Office:
37-18-73rd Street, Suit 301,
Jackson Height, NY 11372
Jamaica Office:
170-05 Hillside Ave, NY 11432
185-08, Hillside Ave, NY 11432
Brooklyn Office:
2033 Bath Ave,
Brooklyn NY 11214
Bronx Office:
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10482
Buffalo Office:
3685 Harlem RD
Cheektowaga, NY 14215
We have offices in Queens, Brooklyn, Bronx, Manhattan, Staten Island, Syracuse, Westchester, Nassau & Suffolk Country
cdpap@sarahcareusa.com| Fax: 201-489-8035
Phone: 917-745-0949, 929-468-6102 | www.sarahcareusa.com

বিসমিল্লাহহির রাহমানির রাহিম
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন ২০২৪
BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2024
প্রবাসে বাংলাদেশী পার্লামেন্ট
২৭ অক্টোবর নির্বাচনে
“ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি ও মূলধারায় অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে জনকল্যাণে পরিক্ষিত সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সার্বজনীন”
রুহুল-জাহিদ
পরিষদ
B1
রুহুল আমিন সিদ্দিকী
সভাপতি
RUHUL AMIN SIDDIKI
PRESIDENT
B4
জাহিদ মিন্টু
সাধারণ সম্পাদক
JAHID MINTO
GENERAL SECRETARY
PLEASE VOTE FOR RUHUL-JAHID PANEL
B2
ফারুক চৌধুরী
সিনিয়র সহ সভাপতি
FARUK CHOUDHURY
SENIOR VICE PRESIDENT
B3
আমিনুল ইসলাম চৌধুরী
সহ সভাপতি
AMINUL ISLAM CHOWDHURY
VICE PRESIDENT
B5
সরোয়ার খান বাবু
সহ সাধারণ সম্পাদক
SARWOR KHAN BABU
ASST. GENERAL SECRETARY
B6
নওশেদ হোসেন
কোষাধ্যক্ষ
NOASHED HOSSAIN
TREASURER
B7
মোঃ সাদী মিন্টু
সাংগঠনিক সম্পাদক
MD. SAADI MINTU
ORGANIZING SECRETARY
B8
মনিকা রায় চৌধুরী
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
MANIKA ROY CHOWDHURY
CULTURAL SECRETARY
B10
নাদির আহমেদ আইয়ুব
সমাজকল্যাণ সম্পাদক
NADIR AHMED AYUB
SOCIAL WELFARE SECRETARY
B11
রোমানা আহমেদ
সাহিত্য সম্পাদক
ROMANA AHMED
LITERATY SECRETARY
B12
আলমগীর হোসেন
ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক
ALAMGIR HOSSAIN
SPORTS & ENT. SECRETARY
B13
শাহনাজ হোসেন
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক
SHAHANAZ HOSSAIN
SCHOOL & EDUCATION SECRETARY
B14
আবদুর রব মিয়া
কার্যকরী সদস্য
ABDUR RAB MIA
EXECUTIVE MEMBER
B15
মোঃ তাজু মিয়া
কার্যকরী সদস্য
MD. TAJU MIAH
EXECUTIVE MEMBER
B16
নজরুল ইসলাম
কার্যকরী সদস্য
NAZRUL ISLAM
EXECUTIVE MEMBER
B17
রফিকুল ইসলাম ডালিম
কার্যকরী সদস্য
RAFIQUL ISLAM DALIM
EXECUTIVE MEMBER
B18
মোঃ সাইফুল ইসলাম
কার্যকরী সদস্য
MD. SAIFUL ISLAM
EXECUTIVE MEMBER
রুহুল-জাহিদ পরিষদ আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
রুহুল-জাহিদ পরিষদ
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
PLEASE VOTE FOR
RUHUL-JAHID PANEL
প্রচারেঃ রুহুল-জাহিদ পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

নিউইয়র্কের বাফেলো শহরে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশিদের বসবাস এখন। এ অভিবাসীদের কর্ম কোলাহলে একদা প্রায় পরিত্যক্ত শহরটি আবার চাঞ্চল্য ফিরে পেয়েছে। বাফেলো শহরে শ্রম দিচ্ছেন একজন বাংলাদেশি অভিবাসী। ছবি: মোহাম্মদ উল্লাহ

নিউইয়র্কে ২৪ সেপ্টেম্বর রিবিল্ড বেটার বাংলাদেশ সামিট ২০২৪

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্ক আগামী ২৪ সেপ্টম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে রিবিল্ড বেটার বাংলাদেশ সামিট ২০২৪। ছাত্রজনতার আন্দোলনের ফলে যে নতুন বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছে তার প্রতিটি সেক্টরকে নতুন করে কিভাবে সংস্কার করা যায়- এই নিয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখবেন।

এই অনুষ্ঠান হার্ভার্ড এবং কলোরাডো ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের উদ্যোগে অনুষ্ঠানটি আয়োজন হচ্ছে । অনুষ্ঠানটির সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে থাকছে গ্রেটার নিউইয়র্ক চেম্বার অব কম্যান্ড, আই অ্যাম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন এবং ওয়ার্ল্ড হিউমান রাইটস ডেভেলপমেন্ট ইউএসএ। সার্বিক তত্ত্বাবধান করছেন মোহাম্মদ কাদের, (সিআইপি)। মূল আলোচক হিসেবে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি, কলোরাডো ইউনিভার্সিটির অধ্যাপকসহ বিভিন্ন সেক্টরের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ বক্তব্য দিবেন।

বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টর যেমন- শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান কিভাবে সংস্কার করা যায় সেই ব্যপারে তারা বক্তব্য রাখবেন।

অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য অন্তত ১০টি দেশ থেকে অতিথিরা ইতিমধ্যে সম্মতি দিয়েছেন অংশগ্রহণ করার। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীনকালীন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে কিভাবে নতুন বাংলাদেশ তৈরি করা যায় সেই ব্যপারেও আলোচনা হবে।

উৎসবমূখর পরিবেশে উদযাপিত হোক এবারের দুর্গা পূজা

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

■ ব্যয়বহুল আলোকসজ্জা ও মন্ডপে বা প্যান্ডেলে বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ না করে দরিদ্র নারায়ণের প্রসাদ খাওয়ার ব্যবস্থা রাখুন।
■ আরতি প্রতিযোগিতার নামে অশ্লীল নাচ, অঙ্গভঙ্গি পরিতাজ্য।

বর্ষ পরিক্রমায় আবারো ফিরে এসেছে শারদীয় দুর্গোৎসব। দুর্গোৎসব এখন শুধু সনাতন বাঙ্গালির উৎসব নয় সেটা এখন সর্বজনীনতা ও বিশ্বজনীনতা অর্জন করেছে এর বিচিত্রতা, আচার অনুষ্ঠান, উদারতা, আড়ম্বরতা, সর্বপ্রাণবাদ, মানবতা ও সৃজনশীলতার জন্য। মায়ের আগমনী গানে এখন শুধু দুই বাংলা নয় পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তেই মেতে উঠছে সবাই। দুর্গা পূজা এমন একটি অনুষ্ঠান যা একাধারে পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিকতার এক মহামিলনের মহোৎসব। দুর্গার আগমন মানেই অশুভ শক্তির বিনাশ, অন্যায়, অসত্য, বিরোধ, বিভেদ থেকে পরিত্রাণ আর তিনি সবাইকে দেন সত্য, ন্যায়, ঐক্য, কল্যাণ ও আত্মীক সূচিতা অর্জনের চিরন্তন পথের দিশা। দুর্গা পূজা নিয়ে আসে প্রতিটি সনাতনী পরিবারে খুশীর বন্যা, আনন্দের উচ্ছাস, আনন্দে উদ্বেলিত হয় প্রতিটি পরিবার কিন্তু এবারের পূজা একটু ব্যতিক্রম বিশেষ করে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে সনাতনীদের উপর হামলা, মামলা, লুটপাট ও ভাঙচুর মানুষকে করে তুলেছে আতঙ্কগ্রস্থ। এই অবস্থায় কেউ কেউ বলছেন প্রতীকী পূজা বা ঘটপূজা করার কথা, কেউবা বলছেন পূজার আড়ম্বর কমিয়ে আনাসহ বিভিন্ন কথা, আমি ব্যক্তিগতভাবে এসবের পক্ষে নই। আমার কথা হচ্ছে দুর্গা পূজা সনাতনী বাঙ্গালিদের প্রধান উৎসব, প্রাণের উৎসব, কাঙ্খিত দুর্গা পূজা এখন দ্বারপ্রান্তে এই উৎসবের জন্য আমরা সারা বছর অপেক্ষায় থাকি, আমাদের মধ্যে একটা ব্যাকুলতা কাজ করে। বিজয়া দশমীর পর থেকেই শুরু হয় ক্ষণ গণনা কিভাবে আগামী পূজা হবে আরো সুন্দর, আরো আনন্দঘন, আরো বর্ণিল। আর এই বর্ণিল আনন্দ দেখার জন্য দুর্গা আসছেন বাপের বাড়ী। বিয়ে হয়ে যাওয়া বধূরূপী মেয়েটি বাপের বাড়ী ফিরে আসার মূহূর্তটি বাঙালি সমাজ মানষে এক আবহমান আমেজ সৃষ্টি করে। এতে বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে যে সর্বপ্রাণবাদ, নারী বা মাতৃচরিত্রের প্রতি যে শ্রদ্ধা বা ভালবাসা ফুটে উঠেছে তা সমাজের সকল স্তরের মানুষকে স্পর্শ করে।

দুর্গা পূজায় অনাকাঙ্খিত বা অপ্রীতিকর ঘটনা বিশেষ করে মূর্তি ভাঙা, মন্ডপ ভাঙা, জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা, পূজা পন্ড করে দেয়ার প্রতিরোধে পূজা কমিটিকে কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিলে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

১. প্রতিমা যেখানে তৈরী করা হয় সে জায়গায় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, বিশেষ করে খোলা জায়গায় প্রতিমা না বানিয়ে একটা বড় কোন ঘরে বা আলং তৈরী করে চারিদিক বন্ধ করে প্রতিমা তৈরী করা।

২. প্রতিটি পূজা কমিটির সাথে ৫০ বা ততোধিক পরিবার সংশ্লিষ্ট থাকেন, পূজার তিন দিন পালাক্রমে সবাই মিলে পাহারার ব্যবস্থা করা।

৩. প্রতিটি পূজা শেষ হতে রাত প্রায় ১২টা, ১টা বেজে যায়, এ সময় পর্যন্ত মানুষের আনাগোনা থাকে এর পরের ৪/৫ ঘন্টা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

৪. যারা গভীর রাতে মূর্তি ভাঙতে আসে তারা কিন্তু দল বেধে আসে না, এক বা একাধিক ব্যক্তি আসে। তারা চোরা গুপ্তা হামলা বা ভাংচুর করে পালিয়ে যায়। এরা মূলত কারো আদেশ পালন করতে বা টাকার বিনিময়ে বা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এ কাজ করতে আসে। যা বিভিন্ন সময়ে সিসি টিভির ফুটেজ থেকে দেখা গেছে। এরা যখন দেখবে দলবদ্ধভাবে পূজা মন্ডপ বা প্যান্ডেল পাহারা দেয়া হচ্ছে তখন তারা এ কাজে আসবে না।

৫. এখন সিকিউরিটির জন্য বিভিন্ন কোম্পানী রয়েছে যারা অর্থের বিনিময়ে নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে থাকে। আর্থিক অবস্থা ভাল থাকলে এদের ভাড়া করা যেতে পারে।

৬. পূজা কমিটির সদস্যদের হোয়াটস আপ গ্রুপ, মেসেঞ্জার গ্রুপ তৈরী করা যাতে তথ্যের আদান প্রদান, জরুরি খবর, দুর্ঘটনাসহ যে কোন বিষয় তাৎক্ষণিকভাবে সদস্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া যায়।

৭. পূজা মন্ডপে কোন অপরিচিত ব্যক্তি/ব্যক্তিদের সন্দেহজনক চলাফেরা দেখামাত্র ব্যবস্থা নেয়া।

৮. স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ, পাড়া, প্রতিবেশীদের সাথে পূজার ব্যাপারে যোগাযোগ ও মত বিনিময় করা।

৯. পূজা মন্ডপের পুরো এলাকা সিসি টিভির ব্যবস্থা করা।

১০. পূজা কমিটির প্রতিটি সদস্যকে অধিক দায়িত্বশীল এবং প্রতিটি বিষয় নিয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

১১. যে কোন বিষয় নিয়ে কারো সাথে ভূল বুঝাবুঝি হলে তাৎক্ষণিকভাবে তা শেষ করতে হবে।

১২. পূজা মন্ডপে কোন রাজনৈতিক আলাপ, কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে।

১৩. পূজা মন্ডপে কোন সৌজন্য বক্তব্য, ভাষণ পরিতাজ্য তবে পূজা, ধর্ম বিষয়ক আলোচনা হতে পারে।

১৪. পূজা মন্ডপের বাইরে দলবদ্ধভাবে অপরিচিত কেউ সন্দেহ জনকভাবে ঘুরাফিরা করলে তাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখুন।

১৫. পূজায় তামষিকতার পরিবর্তে আধ্যাত্মিকতা ও সাত্যিকতার উপর জোর দেয়া।

১৬. আরতি প্রতিযোগিতার নামে অশ্লীল নাচ, অঙ্গভঙ্গি পরিতাজ্য।

১৭. মাইকে উচ্চস্বরে হিন্দী গান, ডিজে বন্ধ করে পূজার গান, ভক্তিমূলক গান, কীর্তন প্রচার করুন।

১৮. শিশু কিশোরদের মধ্যে আরতি প্রতিযোগিতা, ধর্মালোচনা, গীতাপাঠের প্রতিযোগিতা করুন।

১৯. ব্যয়বহুল আলোকসজ্জা ও মন্ডপে বা প্যান্ডেলে বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ না করে দরিদ্র নারায়ণের প্রসাদ খাওয়ার ব্যবস্থা রাখুন।

২০. বিভিন্ন পূজা মন্ডপে দেখা যায় রাত বাড়ার সাথে সাথে এক শ্রেণীর উশৃঙ্খল তরুণ নেশা করে মাতলামি করে পূজার পরিবেশ নষ্ট করে এরা যেই হোক এদের শক্ত হাতে দমন করতে হবে। পূজা মন্ডপে এবং এর আশপাশ এলাকায় ধূমপান ও মদ্যপান নিষিদ্ধ করতে হবে। যারা এসব মাদক জাতীয় দ্রব্য ব্যবহার করবে তাদেরে মন্ডপ এলাকায় প্রবেশ নিষেধ করতে হবে।

এবারের পূজা হয়ে ওঠুক আরো সুন্দর, আরো বর্ণিল, মানুষের মধ্যে জাগ্রত হোক মঙ্গলবোধ, কল্যাণ, ঐক্য, মনুষত্ববোধ, ইতিবাচক চেতনা। দুর্গোৎসবে আমরা শুদ্ধতার সন্ধ্যান পাই, চলুন আমরা সবাই শুদ্ধতায়, শুভ্রতায় স্নাত হই।

প্রতিটি গৃহকোণ হয়ে উঠুক উৎসবময়, শারদময়। সবাইকে আসন্ন দুর্গোৎসবের আগাম শারদ শুভেচ্ছা।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছাড়লেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

কেজরিওয়াল

পদত্যাগ করলেন ভারতের নয়াদিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উপরাজ্যপাল ভিকে সাক্সেনার সঙ্গে দেখা করে নিজের পদত্যাগপত্র তুলে দেন তিনি। সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। এদিনই অবশ্য ঘোষণা করা হয়েছে নতুন মুখ্যমন্ত্রীর নাম। অতিশি মারলেনা হচ্ছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী।

কেজরিওয়ালের পদত্যাগের পর অতিশি সাংবাদিকদের বলেছেন, 'দিল্লির জনগণ অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে আবার মুখ্যমন্ত্রী করার জন্য সংকল্পবদ্ধ। দল এবং জনগণের জন্য একটি আবেগময় মুহূর্ত এটি। অরবিন্দ কেজরিওয়াল তার পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। নতুন নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত আমি দিল্লির দেখাশোনা করব।' দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে অতিশি মারলেনার নাম ঠিক করা হয় আম আদমি পার্টির আইনপ্রণেতাদের এক বৈঠকে।

মন্দের ভালোকে বেছে নেওয়ার আহ্বান পোপের

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দেশটির ক্যাথলিক খ্রিষ্টান ভোটারদের ভোটদানের আহ্বান জানিয়েছেন পোপ ফ্রান্সিস। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সমালোচনা থাকলেও অপেক্ষাকৃত কম খারাপ প্রার্থীকে বেছে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। এ সময় তিনি দুই প্রার্থী কমলা হ্যারিস ও ডোনাল্ড ট্রাম্প উভয়কেই 'প্রাণের বিরুদ্ধের' মানুষ বলে আখ্যা দেন।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা জানিয়েছে, গত শুক্রবার সিঙ্গাপুর থেকে রোমে যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মার্কিন ভোটারদের এমন পরামর্শ দেন ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের সর্বোচ্চ এই ধর্মগুরু। সুনির্দিষ্টভাবে কোনো প্রার্থীর নাম উল্লেখ না করে তিনি বলেন, অভিবাসীদের স্বাগত জানাতে অস্বীকার করা একটি গুরুতর পাপ এবং গর্ভপাত একধরনের হত্যাকাণ্ড। যাঁরা অভিবাসীদের তাড়িয়ে দিচ্ছেন বা শিশুদের হত্যা করছেন,

পোপ ফ্রান্সিস

উভয়েই 'প্রাণের' বিরুদ্ধে।

ভোট না দেওয়াকে একটি বাজে ধারণা হিসেবে আখ্যায়িত করে পোপ ফ্রান্সিস বলেন, 'এটি ভালো কিছু নয়। আপনাকে অবশ্যই ভোট দিতে হবে। অবশ্যই যে কম খারাপ তাঁকে বেছে নিতে হবে। কে কম খারাপ? ওই ভদ্রমহিলা নাকি ভদ্রলোক? এর উত্তর আমার জানা নেই। বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন সবাইকে এটি ভাবতে হবে এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

পোপ ফ্রান্সিস এমন সময়ে এ মন্তব্য করলেন, যখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণা তুঙ্গে। আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশটিতে প্রায় ৫ কোটি ২০ লাখ ক্যাথলিক খ্রিষ্টান রয়েছে।

ভারতীয় মুসলিম নিয়ে খামেনির বক্তব্যে দিল্লির কড়া প্রতিবাদ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ভারতীয় মুসলমানেরা কষ্ট সহ্য করছেন বলে মন্তব্য করেছিলেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে শেয়ার করা সেই মন্তব্য নিয়ে মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড়িয়ে গেছে ভারত ও ইরান। চরম উত্তপ্ত অবস্থায় পৌঁছে গেছে পরিস্থিতি। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে খামেনির ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্ট থেকে শেয়ার করা এক টুইটে বলা হয়, ‘ইসলামের শত্রুরা সব সময়ই ইসলামি উম্মাহ হিসেবে আমাদের পরিচয়ের ব্যাপারে উদাসীন করে তোলার চেষ্টা করেছে। মিয়ানমার, গাজা, ভারত বা অন্য কোনো স্থানে একজন মুসলিম যে কষ্ট সহ্য করছে সে বিষয়ে বিমুখ হয়ে থাকলে আমরা নিজেদের মুসলিম হিসেবে বিবেচনা করতে পারি না।’

তবে ভারত সরকার দেশটির মুসলমানদের নিয়ে করা খামেনির সমালোচনা করেছে এবং তাঁকে ইরানে সংখ্যালঘুদের প্রতি তাঁর সরকারের আচরণের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘আমরা ইরানের সর্বোচ্চ নেতার ভারতে সংখ্যালঘুদের বিষয়ে করা মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানাই। এগুলো ভুল তথ্য ও অগ্রহণযোগ্য। সংখ্যালঘু বিষয়ে মন্তব্য করা দেশগুলোকে অন্যদের সম্পর্কে কোনো পর্যবেক্ষণ হাজির করার আগে তাদের নিজস্ব রেকর্ড দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।’

ভারত ও ইরানের মধ্যে একাধিকবার মুসলিম অধিকার ইস্যুতে বিবাদ তৈরি হয়েছে। তবে এবার যা ঘটেছে এ ধরনে ঘটনা তুলনামূলক বিরল। দুই দেশ ইতিবাচক সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করেছে সব সময়। এর আগে, ২০১৯ সালে খামেনি ভারত সরকারকে কাশ্মীরের ইস্যুতে ‘ন্যায্য’ পন্থা অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। সে সময়ও দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক টানাপোড়েন তৈরি হয়েছিল।

সেই ঘটনার এক বছর পর ইরানের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাভেদ জারিফ দিল্লি দাঙ্গায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহিংসতার বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। জবাবে ভারত ইরানের রাষ্ট্রদূতকে তলব করে হতাশা প্রকাশ করে।

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী নবজাতক শিশু এবং দুই বছরের শিশু আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করাসহ অন্যান্য কাজে (প রিষ্কার - প রিচ্ছন্নত া) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়াসহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭৬৫-৬০৯-৭২২৪

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইট্স ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ আগস্ট মাসের ১ তারিখ থেকে দুইজন নামাজী, কর্মজীবি এবং অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৭১৮-৩১৪-৭৯১৭।

রুম ভাড়া

রিচমন্ড হিল এলাকায় বাস স্ট্যান্ডের পাশে এক রুম ভাড়া যাবে। কর্মজীবী/স্টুডেন্ট নারী হতে হবে। জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছেই চমৎকার লোকেশন। যোগাযোগ: মিসেস আহমেদ 917-398-0783

বাসা ভাড়া দেওয়া হবে

3 Bed, 1 Bath, Living Dining and Kitchen. (বাসা হতে ওয়ার্কিং দূরত্বে মসজিদ, স্কুল, গ্রোসারি শপ।) ADD: 27 peace st, Buffalo. যোগাযোগ: 518 364 0930

অফিস ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইডে ১৬৮ স্ট্রিটের প্রাইম লোকেশনে একটি অফিস রুম ভাড়া হবে। গেষ্ট ওয়েটিং রুমসহ আনুষাঙ্গিক সুবিধা রয়েছে। ফোন: 646-403-6500

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার সাটফিন ও ১০৯ রোডের নিকটে ৭ মিনিট দুরত্বে ট্রেন ও বাস ১ ব্লক দুরত্বে নতুন রেনুভেটেড দুই বেড, লিভিং ১ বাথ কিচেন ভাড়া দেয়া হবে। মসজিদ, গ্রোসারি স্কুল নিকটে। ভাড়া ২৩৫০ ডলার। ফোন 646-645-9830

পাত্রী আবশ্যক

বাংলাদেশে জন্ম আইটিতে কর্মরত শিক্ষিত ৩২ বছর বয়সী সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য পাত্রী আবশ্যক। যোগাযোগ: 929-288-9461, bmchoudhury1960@gmail.com

আবশ্যক

হিউম্যান হোমকেয়ার কোম্পানীতে কাজ করার জন্য আগ্রহী কিছু কর্মী আবশ্যক। জরুরি ভিত্তিতে রিজ্যুমি পাঠানোর অনুরুধ করছি। newal.saki@humancareny.com

রুম ভাড়া

জামাইকার সাটফিন ব্লু বার্ডে একটি রুম সাবলেট ভাড়া দেওয়া হবে,সাবওয়ে ও গ্রোসারী থেকে তিন মিনিটের দূরত্ব,একজন অথবা দুজন মহিলা হলে ভালো হয়। 347-238-7171

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

Registered Nurse Required (New Jersey)

প্রতিষ্ঠান: Captor USA Corporation.
পদ: Registered Nurse (RN)
অভিজ্ঞতা: নতুন বা ১/২ বছর
স্থান: **Paterson, New Jersey.**
Please send your resume at info@captorusacorp.com
Or call us at +1 (973) 553-2690
আবেদনের শেষ সময়: ২০/০৭/২০২৪

রুম ভাড়া (sub let)

South Richmond hill এ নিরিবিলি পরিবেশে ১ লা জুলাই/২০২৪ থেকে ২য় তলায় একটি রুম ভাড়া দেয়া হবে (850 $). স্বামী-স্ত্রী অগ্রগন্য! যোগাযোগ=347 653 6748

বাসায় কাজের জন্য মহিলা আবশ্যক

কুইন্স ফরেস্ট হিল এলাকায় অবস্থিত, F ট্রেনের কাছে, বাসার যাবতীয় কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য একজন মহিলা আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগের জন্য ফোন করুন : ৭১৮-৪৯০-১৭৪০

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিষ্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে। ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন ।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে।
যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

পাত্রী চাই

৫৫ বছর ডিভোর্স, সিটিজেন সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্যে পাত্রী বা ঘটক সরাসরি যোগাযোগ করুন hmurshedmd@gmail.com Phone 850-866-9012

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে ১৩ দফা দাবি প্রবাসীদের

জলি আহমেদ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সবচেয়ে বড় অবদান রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাকা এসব প্রবাসী বাংলাদেশিদের রেমিট্যান্সের ওপর ভর করেই শক্তিশালী হচ্ছে দেশের অর্থনীতি। কিন্তু তারা সঠিক সেবা পাচ্ছেন না।

এর আগে বিভিন্ন সরকারের কাছে নানা দাবি জানালেও বেশির ভাগ পূরণ হয়নি। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তবর্তী সরকার দেশের দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রবাসীরা আশার আলো দেখছেন।

ফলে প্রবাসী বাংলাদেশি ফোরামের ব্যানারে নিউইয়র্কে বসবাসরত প্রবাসীরা অন্তবর্তী সরকারের কাছে সারা বিশ্বের প্রবাসীদের পক্ষে ১৩ দফা দাবি পেশ করার উদ্যোগ নেন।

এরই ধারাবাহিকতায় ৮ সেপ্টেম্বর বিকেলে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের জুইশ সেন্টারে এক মতবিনিময় সভা হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ঠিকানা নিউজ ও ঠিকানা টেলিভিশনের চিফ ইন এডিটর ও সিইও খালেদ মুহিউদ্দীন।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবাসী বাংলাদেশি ফোরামের আহ্বায়ক ফখরুল আলম, বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর মহসিন পাটোয়ারী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আকাশ রহমান, রাজনীতিবিদ রায়হানুল ইসলাম চৌধুরী, এটর্নি শেখ সেলিম, এন মজুমদার (চেয়ারম্যান, কমিউনিটি বোর্ড ৯, ব্রঙ্কস), মাফ মেজবাহ (মূলধারা রাজনীতিবিদ), ডা. ওয়াদুদ ভূইয়া (এক্টিভিস্ট)।

বক্তব্য দেন, আজহারুল হক মিলন, রাজনীতিবিদ আবু নাসের, সাবেক নির্বাচন কমিশনার বাংলাদেশ সোসাইটির বদরুল হক , বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলতাফ চৌধুরী, এক্টিভিস্ট আব্দুর রহিম হাওলাদার (সাবেক সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি), মোহাম্মদ আলী সাবেক ট্রেজারার, বাংলাদেশ সোসাইটি, এনামুল হায়দার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, এডভোকেট মুজিবুর রহমান, মোহাম্মদ আবুল কাসেম, হানিফ মজুমদার ট্রেজারার ঢাবি আলামনাই এসোসিয়েশন, সোলেমান ভূইয়া রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী কামরুজ্জামান বাচ্চু, হাজী আব্দুর রহমান বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, আনোয়ার হোসেন লিটন রাজনীতিবিদ, হাকিকুল ইসলাম খোকন সাংবাদিক, শাহজাহান শেখ মূলধারা রাজনীতিবিদ ও আবদুল মালেক। লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সালেহা কাদির। দাবিনামা উত্থাপন করেন সমাজ সেবক আহসান হাবিব ও জেবিএর ভাইস প্রেসিডেন্ট।

প্রবাসীদের ১৩ দফা দাবি হলো:

১. জাতীয় সংসদে ও রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রবাসীদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা।

২. নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটে বিমানের সরাসরি ফ্লাইট চালু।

৩. নিউইয়র্কসহ সারা বিশ্বের বাংলাদেশ কনস্যুলেট ও দূতাবাসের মাধ্যমে জাতীয় পরিচয়পত্র (ন্যাশনাল আইডি কার্ড) চালু করা, যা ইতিমধ্যে ব্রিটেনে চালু হয়েছে।

৪. নিউইয়র্কসহ সারা বিশ্বের বাংলাদেশ কনস্যুলেট ও দূতাবাসের মাধ্যমে প্রবাসীদের ভোট প্রদান করার ব্যবস্থা করা।

৫. দেশের ভূমিদস্যুদের হাত থেকে প্রবাসীদের রক্ষা, বিশেষ করে চুক্তি মোতাবেক ক্রয় করা জমি, প্লট, অ্যাপার্টমেন্ট সহজে সংশ্লিষ্ট প্রবাসীর কাছে বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

৬. ঢাকাস্থ হজরত শাহজালাল (রহ.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রবাসীদের হয়রানি বন্ধ করা।

৭. দ্বৈত নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে হয়রানি বন্ধ করা।

৮. বাংলাদেশের অফিস-আদালতে লাল ফিতার দৌরাত্ম্য বন্ধ করা ও প্রবাসীদের জন্য ঢাকায় চালু করা ওয়ান স্টপ সার্ভিস কার্যকর করা।

৯. প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের অর্থে গড়ে ওঠা অর্থনীতির লক্ষ কোটি টাকা বিদেশে পাচার বন্ধ করাসহ পাচারকারীদের বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা।

১০. প্রিয় জন্মভূমি সফরকালে প্রবাসীদের জানমালের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

১১. বাংলাদেশে প্রবাসীদের ঘর-বাড়ি ও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থা করা।

১২. কনস্যুলেট সেবা বৃদ্ধি করে প্রবাসীদের পাসপোর্ট নবায়ন, জন্মসনদ, মৃত্যুসনদ, দেশের সম্পত্তি হস্তান্তরে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি প্রদানের মতো কাজগুলো সহজ করা এবং

১৩. যেকোনো প্রবাসী বাংলাদেশির মরদেহ বিনা খরচে দেশে নেওয়ার ব্যবস্থা করা।

ঠিকানা নিউজের সিইও খালেদ মুহিউদ্দীন বলেন, যে কোনো দাবি আদায় করতে হলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কথা বলতে হবে। কোনো ইস্যুতে ঐকমত্য হতে না পারলে সাফল্য আসে না। আজকে আপনারা ১৩ দফা দাবি তুলেছেন, সেসব দাবি ড. ইউনূস সাহেবকে জানাতে পারেন। তবে তিনি দাবি মেনে নিলেও লাভ হবে না। দাবির মধ্যে রাষ্ট্রের প্রায়োরিটি কতখানি, তা দেখতে হবে। আপনারা যেসব দাবি করেছেন, আমি মনে করি সব দাবি পূরণ করা উচিত।

তিনি আরও বলেন, ড. ইউনূস যুক্তরাষ্ট্রে আসছেন। তার সঙ্গে আমার অন স্ক্রিনে দেখা হবে কি না, জানি না। তবে অফ স্ক্রিনে দেখা হতে পারে। তার সঙ্গে দেখা হলে আমি আপনাদের দাবি কথাগুলো তাকে বলতে পারি। তবে এ নিয়ে আমি এত বেশি আশাবাদী হতে পারছি না।

বিমানের ফ্লাইট চালুর দাবির বিষয়ে খালেদ মুহিউদ্দীন বলেন, কাদের দোষে বিমানের ফ্লাইট বন্ধ হলো, সেটা আগে জানা দরকার। আবার কেন এখনো চালু হচ্ছে না, সেটাও জানতে হবে। বিমানের ফ্লাইট চালু হলেও যে আবার বন্ধ হবে না, এর নিশ্চয়তা কী? আপনারা এখানে যারা আছেন, তাদের অর্থে বাংলাদেশের এক বছরের সমান একটি বাজেট হয়ে যাবে। তাই আপনারা ইচ্ছা করলে নিজেরাই বিমানের ফ্লাইট চালু করে ফেলতে পারেন।

সভাপতির বক্তব্যে ফখরুল আলম বলেন, আমরা প্রবাসীদের দাবিগুলো প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও প্রবাসী কল্যাণ উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের কাছে পাঠাবো। আশা করি, তারা আমাদের দাবি দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

হিজবুল্লাহর ওয়্যারলেস ডিভাইস বিস্ফোরণে নিহত ৮, আহত ২৭৫০

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ লেবাননজুড়ে একযোগে কয়েক শ ‘পেজার’ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। পেজার এক ধরনের ছোট টেলিযোগাযোগ যন্ত্র। এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত ৮ জন নিহত ও ২৭৫০ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এই পেজার খুব একটা ব্যবহৃত না হলেও লেবাননভিত্তিক সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ এই ডিভাইসটি ব্যাপক হারে ব্যবহার করত নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে। এই সিরিজ বিস্ফোরণের ঘটনায় ইসরায়েলের হাত আছে কি না তা এখনো জানা যায়নি। তবে এই হামলা হিজবুল্লাহর নিরাপত্তায় বড় ধরনের ধাক্কা।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, লেবাননের বিভিন্ন স্থানে হাজার খানেক পেজার বিস্ফোরিত হয়েছে। প্রায় এক ঘণ্টা সময় ধরে দেশটির বিভিন্ন এলাকায় এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সময় আজ মঙ্গলবার বিকেল ৩টা ৪৫ মিনিটের দিকে বিস্ফোরণ শুরু হয়ে পরবর্তী প্রায় ১ ঘণ্টা সময় ধরে ডিভাইসগুলো বিস্ফোরিত হতে থাকে।

লেবাননের গোয়েন্দা সংস্থার একটি সূত্র জানিয়েছে, লেবানন জুড়ে বিপুলসংখ্যক বেতার যোগাযোগ ডিভাইস বিস্ফোরিত হয়েছে।

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র পদে লড়ছেন কুইন্স স্টেট সেনেটর জেসিকা রামোস

রাজুব ভৌমিক

প্রথম নারী হিসেবে ১৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে নিউইয়র্ক সিটির মেয়র পদপ্রার্থিতার প্রচারাভিযান শুরু করেছেন নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জেসিকা রামোস। মাসের পর মাসের জল্পনা-কল্পনার পর সিনেটর রামোস অবশেষে তার প্রার্থিতার ঘোষণা দেন। ডেমোক্র্যাট সিনেটর জেসিকা রামোস ২০১৯ সাল থেকে অ্যালবানির উচ্চ কক্ষে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রায় এক বছর ধরে মেয়র পদে প্রার্থিতা নিয়ে ভাবছেন বলে গুজব ছড়ানোর পর শুক্রবার সকালে একটি অনলাইন ভিডিও পোস্ট করে তার নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন।

রামোস বলেন, “আমি নিউইয়র্ক সিটির মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি কারণ আমি আমার শহরকে ভালোবাসি। আমি এই শহরে দুই ছেলেকে বড় করছি, এই শহর আমাকে বড় করেছে, এবং আমি চাই আমাদের শহরের কর্মজীবী পরিবারগুলো তাদের স্বপ্ন পূরণের জন্য লড়াই করার সুযোগ পাক। কিন্তু বর্তমান প্রশাসনের অধীনে সেটি এখন আর তেমন মনে হচ্ছে না।”

৩৯ বছর বয়সী রামোস কুইন্সের একজন স্টেট সিনেটর। তার দুই ছেলে নিউইর্য়কের পাবলিক স্কুলে পড়াশোনা করে এবং তার বাবা-মা কলম্বিয়া থেকে এসেছেন। তিনি যদি নির্বাচিত হন তবে তিনি হবেন নিউইর্য়কের প্রথম মহিলা এবং প্রথম ল্যাটিনা মেয়র।

জেসিকা রামোস

সিনেটর রামোস দীর্ঘদিন ধরে বর্তমান মেয়র অ্যাডামসের কঠোর সমালোচক হিসেবে পরিচিত। তার ভিডিওতে তিনি বলেন "আপনাদের কখনো জানতে হবে না আমি কার জন্য কাজ করছি বা কে আমাকে অর্থ দিচ্ছে।” তিনি আরো বলেন, "আমাদের সিটি হলে সেই বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করা দরকার।" রামোস সরাসরি অ্যাডামসের দিকে আঙুল তোলে বলেন তাঁর মেয়রত্ব এখন চারটি পৃথক ফেডারেল তদন্তের আওতায় রয়েছে। উপরন্তু এর সাথে তার ঘনিষ্ঠ কিছু ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট আছে।

জানা যায়—ডেমোক্র্যাট সিনেটর জেসিকা রামোস মেয়র অ্যাডামসের বিরুদ্ধে প্রাথমিক নির্বাচনে চ্যালেঞ্জ জানানো চতুর্থ ডেমোক্র্যাট যার মধ্যে আছেন সিটি কম্পট্রোলার ব্র্যাড ল্যান্ডার, প্রাক্তন কম্পট্রোলার স্কট স্ট্রিংগার এবং স্টেট সেনেটর জেলনার মাইরি।

পিপল আপ’র প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেট ওয়াচ পার্টি অনুষ্ঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

পিপল আপ'র আয়োজনে প্রথমবারের মতো প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেট পার্টি নিউইয়র্কের জ্যাকস হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশালাকার এলইডি মনিটরে বাংলাদেশি ছাড়াও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষের জন্য উৎসবমুখর পরিবেশে ঐতিহাসিক প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেট দেখার ওই আয়োজন করে রাজনৈতিক প্লাটফর্ম পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস।

এবিসি চ্যানেলে ডিবেট শুরুর আগে দেয়া বক্তব্যে পিপল আপ এর প্রেসিডেন্ট মুক্তিযোদ্ধা ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেন, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার বোধ জাগ্রত করতে উৎসবমুখর পরিবেশে এই ডিবেট ওয়াচ পার্টির আয়োজন করা হয়েছে। এই আয়োজনে পিপল আপ এর বিভিন্ন কর্মতৎপরতাও তুলে ধরা হয়।

ডিবেট ওয়াচ পার্টিতে যোগ দেন নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর প্রখ্যাত গণতান্ত্রিক রাজনীতিক জেসিকা রামোস ও স্টেট অ্যাসেম্বলিম্যান স্টিভেন রাগা।

তারা উপস্থিত কয়েকশো মানুষের সঙ্গে বসে উৎসবমুখর পরিবেশে প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেট উপভোগ করেন। প্রতিক্রিয়ায় তারা বলেন, গণমানুষের স্বার্থে এই ডিবেট ওয়াচ পার্টির আয়োজন করে পিপল আপ প্রেসিডেন্ট মুক্তিযোদ্ধা ড. আবু জাফর মাহমুদ বরাবরের মতোই তার রাজনৈতিক নেতৃত্বের অসাধারণত্ব উপস্থাপন করেছেন। এটি ডেমোক্রেটিক পার্টির কুইন্স কাউন্টি কমিটি মেম্বার পদে নির্বাচিত নেতার দূরদর্শী রাজনৈতিক পদক্ষেপ। প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেট ওয়াচ পার্টিতে বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

একে অপরে বিশ্বাস নেই ভারত ও পাকিস্তানিদের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ভারতীয় সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চের (সিপিআর) সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে, ভারতীয়রা পাকিস্তানকে বিশ্বাস করে না। একইভাবে পাকিস্তানিরাও বিশ্বাস করে না ভারতকে। তবে দুটি দেশকেই প্রায় সমানভাবে বিশ্বাস করে বাংলাদেশিরা। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের নাগরিকদের মধ্যে অন্য দেশটির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে তা দেখার জন্যই জরিপটি করা হয়েছিল।

জরিপটিতে তিন দেশের ১২ হাজার ২৫৮ জন মানুষকে দেশ ভাগ এবং তাঁদের নিজ নিজ দেশের কিছু বিষয় নিয়ে তাঁদের চিন্তাভাবনা জানার চেষ্টা করা হয়।

সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রায় ৭৮ শতাংশ ভারতীয় বলেছেন, তারা পাকিস্তানকে বিশ্বাস করেন না। বিপরীতে গবেষণায় অংশ নেওয়া পাকিস্তানিদের মধ্যে ৬০ শতাংশই ভারতকে বিশ্বাস করেন না বলে জানিয়েছেন। তবে সবচেয়ে ইতিবাচক মনোভব দেখা গেছে বাংলাদেশি উত্তরদাতাদের মধ্যে। জরিপে ৬৬ শতাংশ বাংলাদেশি ভারতকে বিশ্বাস করেন বলে জানিয়েছেন, আর তাঁদের মধ্যে ৬৩ শতাংশ বিশ্বাস করেন পাকিস্তানকে।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্কিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

আইল্যান্ডের ভ্যালিস্টিমের প্যাভিলিয়নে এবিএএমটিএ’র বার্ষিক বনভোজন

উত্তর আমেরিকা অফিস

আইল্যান্ডের ভ্যালিস্টিমের প্যাভিলিয়নে ২৯ আগস্ট এবিএএমটিএ’র বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্রেস এর প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও এবং এবিএএমটিএ—এর প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ মালেক। এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন সিপিএ এবং এমএসবি স্পেসালিস্ট আনোয়ার হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন আইটি অডিটর এবং স্পেশালিস্ট আব্বাস উদ্দিন।

বনভোজন কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন এবিএএমটিএ—এর উপদেষ্টা এবং বিএ এক্সপ্রেস এর প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও মোঃ আতাউর রহমান। সভাপতিত্ব করেন এবিএএমটিএ—এর সভাপতি ও সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস এর প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও মাসুদ রানা তপন এবং পরিচালনায় ছিলেন সাধারণ সম্পাদক ও এ্যাংকর ট্রাভেলস এন্ড মানি ট্রান্সফার এর প্রেসিডেন্ট এএসএম মাঈন উদ্দিন পিন্টু।

সাবিক সহযোগিতায় ছিলেন জধধশ এক্সপ্রেস এর প্রেসিডেন্ট এবং এবিএএমটিএ—এর সহ—সভাপতি এনামুল কবির, লিবারটি ট্রাভেলস এন্ড টেক এর প্রেসিডেন্ট এবং এবিএএমটিএ—এর পরিচালক (ট্রেজারার) সিপিএ মোহাম্মদ চিশতী, টাচ পয়েন্ট এন্ড মাল্টি সার্ভিস এর প্রেসিডেন্ট এবং এবিএএমটিএ—এর পরিচালক—এএসএম মাঈন উদ্দিন বাবলু, কবির ট্যাক্স এন্ড মাল্টি সার্ভিস এর প্রেসিডেন্ট এবং এবিএএমটিএ—এর পরিচালক কবির আহমেদ, স্কাই ডরৎবষবংং এর প্রেসিডেন্ট এবং এবিএএমটিএ—এর পরিচালক জাকির কামাল, মিম ডরৎবষবংং এর প্রেসিডেন্ট এবং এবিএএমটিএ—এর পরিচালক মোহাম্মদ এম খান আপেল, জ্যাট ট্রাভেলস এন্ড মাল্টি সার্ভিস এর সিইও এবং এবিএএমটিএ—এর পরিচালক মোঃ আমিনুল ইসলাম, গপএৎধি মানিট্রান্সফার এর প্রেসিডেন্ট এবং এবিএএমটিএ—এর পরিচালক ফারহান চৌধুরী এবং আল বারাকা সুপার মার্কেট এর প্রেসিডেন্ট এবং এবিএএমটিএ—এর পরিচালক জয়নাল আবেদিন।

সাবিক তত্বাবধানে ছিলেন, সংগঠনের সদস্য ও খামার বাড়ী সুপার মার্কেটের স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, লোন অফিসার এবং ট্রাভেল উইথ এ্যাংকর এর সিইও সান্তানো বড়ুয়া হিমু, নেক্সাস ট্রাভেলস এন্ড মাল্টি সার্ভিসের প্রেসিডেন্ট নুর উদ্দিন আফছার, লিবারটি ট্রাভেলস এন্ড মানিটান্সফার এর প্রেসিডেন্ট জসিম ইও আহমেদ, বিডি কমিউনিকশনের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ কবির এবং এ্যাংকর ট্রাভেলস এর ম্যানেজার পারভেজ খান।

বনভোজনে রেমিট্যান্স পরিবারের সদস্যরা একে অপরের সাথে পরিচিত হন এবং কুশল বিনিময় করেন। অতিথিরা রেমিট্যান্স সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করা এবং বনভোজন আয়োজন করার জন্য সংগঠনের কমিটিকে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি আনোয়ার হোসেন এবং বিশেষ অতিথি আব্বাস উদ্দিনকে রেমিট্যান্স কোম্পানিকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করার জন্য অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়।

সাউথ জার্সিতে গনেশ চতুর্থী উৎসব

সুব্রত চৌধুরী

আটলান্টিক কাউন্টির প্রবাসী হিন্দুদের উদ্যোগে নিউজার্সি রাজ্যের সাউথ জার্সিতে ৭ সেপ্টেম্বর, শনিবার থেকে ১১ সেপ্টেম্বর, বুধবার পর্যন্ত এগ হারবার শহরের ৫৭১, দক্ষিন পোমনাতে অবস্থিত বৈকুণ্ঠ হিন্দু জৈন মন্দিরে ‘গনেশ চতুর্থী উৎসব’ প্রাণের আমেজে সম্প্রীতির মেলবন্ধনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

‘ধর্ম যার যার, উৎসব সবার’ এই আপ্তবাক্য অন্তরে ধারন করে বিগত বছরগুলোর সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এবারও বর্ণাঢ্য আয়োজনে “গনেশ চতুর্থী উৎসব” উদযাপিত হয়েছে।

উৎসবের বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্যে ছিল গনেশ পুজা, আরতি, ভজন- কীর্তন পরিবেশন, শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কীর্তন মেলা, সংগীত রজনী, গর্বা ও ডান্ডিয়া অনুষ্ঠান, প্রসাদ বিতরণ ইত্যাদি।

উৎসবের সংগীত রজনীতে ইন্ডিয়ান আইডল খ্যাত সংগীত শিল্পী নচিকেত লেলে তাঁর সুললিত কণ্ঠের মূর্ছণায় সবাইকে মুগ্ধ করেন। বিপুল সংখ্যক দর্শক মনোমুগ্ধকর এই সংগীত রজনী উপভোগ করেন। শিল্পীর মনোজ্ঞ পরিবেশনায় দর্শকরা বিমোহিত হয়ে পড়েন।

পাঁচদিনব্যাপী গনেশ চতুর্থী উৎসবে বিভিন্ন কমিউনিটির কয়েক হাজার ধর্মানুরাগী অংশগ্রহন করেন।

‘গনেশ চতুর্থী উৎসব’ সফল করায় কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব বিনোদ ভেলোর, পুলিশ কর্মকর্তা সুমন মজুমদার, প্রভীন ভিগ, দীপক শাহ,আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য সুব্রত চৌধুরী, কিশোর কালসারিয়া, শানতনু সরকার,রকি মাকাডিয়া, মনোজিত সাহা প্রমুখ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় গণ-মাধ্যমের ওপর ফেসবুকের নিষেধাজ্ঞা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

প্রতারণার মাধ্যমে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগে রাশিয়ার কয়েকটি রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছে ফেসবুক। শিগগিরই এই নির্দেশনা কার্যকর হবে। ফেসবুকের মূল প্রতিষ্ঠান মেটার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয় বলে সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে আজ মঙ্গলবার বলা হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সতর্কমূলক বিবেচনার পর আমরা রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর বিরুদ্ধে এই নির্দেশনা দিয়েছি। বিদেশি হস্তক্ষেপসহ নানা কার্যকলাপের জন্য বিশ্বব্যাপী আমাদের অ্যাপে আরটিসহ অন্যান্য মাধ্যম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছে আরটি কর্তৃপক্ষ। আরটির নিউজ বুলেটিনে বলা হয়েছে, আরটি কর্তৃপক্ষ এবং রাশিয়া সামগ্রিকভাবে গত কয়েক দিনে এ নিয়ে ব্যাপকভাবে আসা অভিযোগগুলো অস্বীকার করেছে।

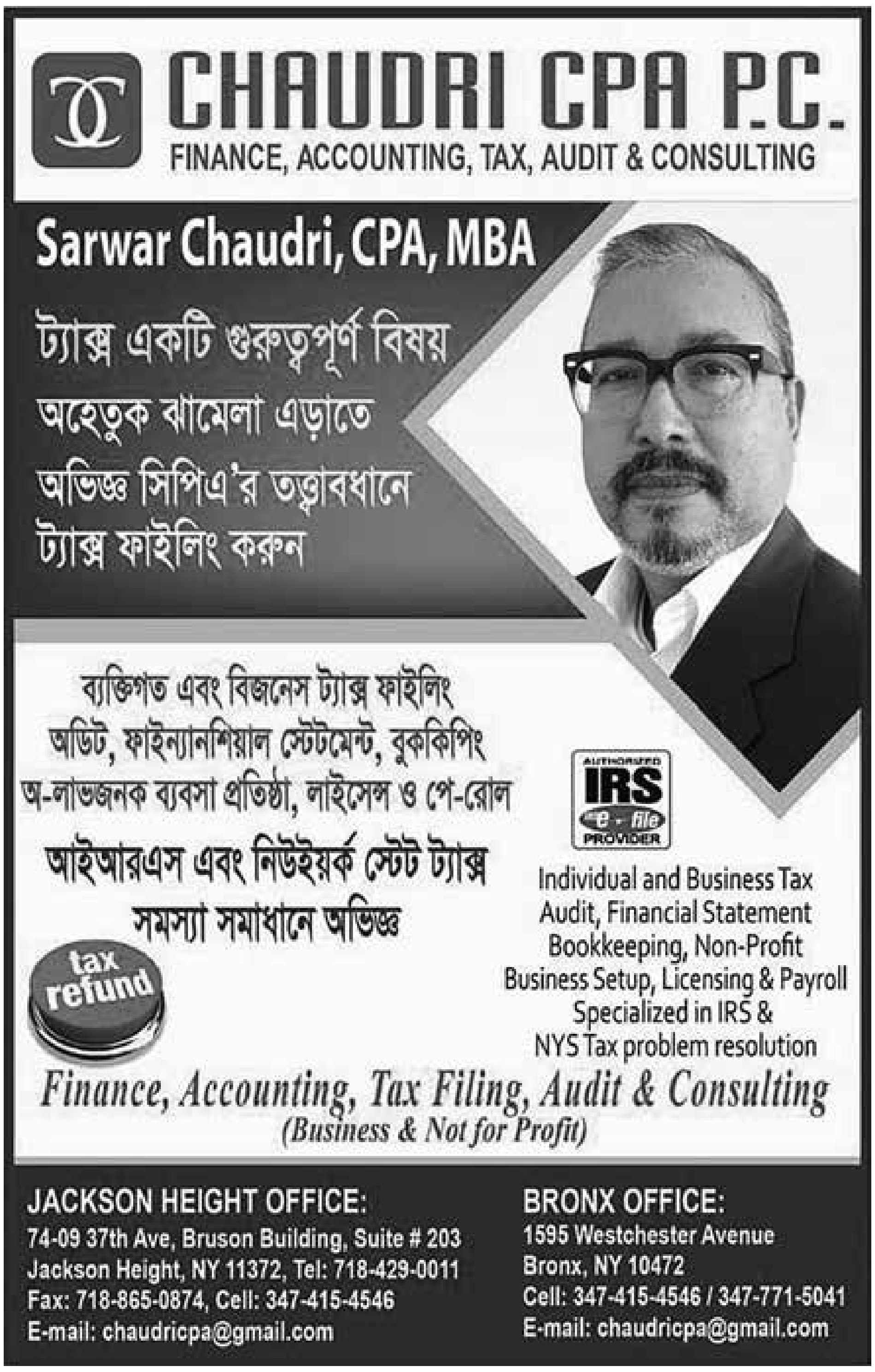

পানিশূন্য পুকুরে মাছ চাষ করে ১ কোটি টাকা জরিমানা দেবেন হাসিব

শেয়ারবাজার কারসাজি

ঢাকা অফিস

পুকুরে মাছ চাষ করে মুনাফা করেছেন বলে আর্থিক প্রতিবেদনে দেখিয়েছিলেন পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি হামি ইন্ডাস্ট্রিজের (আগের নাম ইমাম বাটন) ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ এস এম হাসিব হাসান। কিন্তু পরে জানা যায়, সেই পুকুরে পানিই নেই! 'শুকিয়ে যাওয়া পুকুরে মাছ চাষ করা' সেই হাসিব হাসানকে শেয়ার কারসাজির জন্য জরিমানা গুনতে হচ্ছে।

ইমাম বাটনের শেয়ার কারসাজির দায়ে এমডি হাসিব হাসানকে এক কোটি টাকা জরিমানা করেছে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। আজ বুধবার ৯২১তম কমিশন সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএসইসি চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদ। সভা শেষে সংস্থার পরিচালক ও মুখপাত্র ফারহানা ফারুকী এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ইমাম বাটন ইন্ডাস্ট্রিজ

হাসিব হাসান

লিমিটেডের শেয়ারের লেনদেনে কারসাজির কারণে হাসিব হাসান সিকিউরিটিজ আইন লঙ্ঘন করেছেন। এ জন্য তাঁকে এক কোটি টাকা জরিমানা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তথ্যমতে, হাসিব হাসান নিজের এলাকায় পুকুর লিজ নিয়ে মাছ চাষ করে মুনাফা করেছেন বলে হামি ইন্ডাস্ট্রিজের আর্থিক প্রতিবেদনে দেখিয়েছিলেন। কিন্তু একটি বেসরকারি টেলিভিশনের সরেজমিন প্রতিবেদনে দেখা যায়, মাছ চাষ ও সেখান থেকে মুনাফা তো দূরের কথা, পুকুরে পানিই নেই!

এদিকে একই সভায় শেয়ার কারসাজিতে জড়িত থাকার অপরাধে আরও সাত ব্যক্তি ও এক প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, কর্ণফুলী ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের শেয়ারের লেনদেনে সিকিউরিটিজ আইন লঙ্ঘন করে কারসাজির কারণে সাহারা জামান ও তাঁর সহযোগী আশফাকুজ্জামানকে ২ লাখ ৫০ হাজার করে মোট ৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। একই প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কারসাজির জন্য সিটি ব্যাংক ক্যাপিটাল রিসোর্সেস লিমিটেডকে ১০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

এর বাইরে কর্ণফুলী ইনস্যুরেন্সের শেয়ার কারসাজির জন্য সিটি ব্যাংক ক্যাপিটাল রিসোর্সেসের এম লুৎফুল গনি টিটু ও তাঁর সহযোগী মো. মাহমুদুল হাসান এবং বেঞ্জু খাদ্য ভান্ডারের স্বত্বাধিকারী খাইরুল হাসান বেঞ্জু, লুৎফুন্নহার বেগম ও আকিকুন্নাহারকে এক লাখ করে মোট পআঁচ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

এর আগে চলতি বছরের জুন ও জুলাইয়ে শেয়ার কারসাজির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতায় তিন ব্যক্তি ও চার প্রতিষ্ঠানকে ১ কোটি ৮২ লাখ টাকা জরিমানা করে বিএসইসি। গত আগস্টে কোনো জরিমানা করা না হলেও ৯ প্রতিষ্ঠান ও ২৮ ব্যক্তিকে সতর্ক করা হয়েছে।

ঠাকুরগাঁওয়ে জনসভায় মির্জা ফখরুল। ছবি: সংগৃহীত

আ.লীগের মতো করলে

শেষ পৃষ্ঠার পর

অনেকের হাত-পা কেটে ফেলতে হয়েছে। কারও মাথার খুলি উড়ে গেছে।' সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নির্ভয় দিয়ে বিএনপি মহাসচিব বলেন, দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষরা আমাদের আমানত। তাদের রক্ষা করার দায়িত্বও আমাদের। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, যে আমানতের খেয়ানত করে সে মুমিন না। তাই এই আমানতকে রক্ষা করতে হবে। সামনে তাদের পূজা আসছে। সেখানে কোথাও যেন কোনো অঘটন না ঘটে, কারও কোথাও কোনো সম্পত্তিসহ আত্মীয়স্বজনদের ওপর যেন অত্যাচার না হয় সে বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।'

নির্বাচন প্রসঙ্গে ফখরুল বলেন, 'অতীতে মানুষ ভোট দিতে পারেনি। তাই সবাই যেন ভোট দিতে পারে, যার ভোট সেই দেবে, যাকে খুশি তাকে দেবে। সেই ভোটের মধ্যদিয়ে আমরা আমাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবো। আগের সিস্টেম থেকে বেরিয়ে আসার এবং ঠিক করার জন্য বর্তমান সরকারকে সময় দিতে হবে। তারা নিরপেক্ষ মানুষ, কোনো দল করেন না। কিন্তু দেশটাকে ভালোবেসে দেশের জন্য কিছু কাজ করতে চান। তাই অন্তর্বর্তী সরকারকে সবার সহযোগিতা করতে হবে।'

ভারত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভারত অনেক খারাপ কাজ করে। সীমান্তে গুলি করে মানুষ মারে। আমরা ভালোভাবে থাকতে চাই তাদের সঙ্গে। প্রতিবেশী হিসেবে থাকতে চাই তাদের সঙ্গে। কিন্তু আমাদের সঙ্গে কোনো অন্যায় করা হলে তার প্রতিবাদ আমরা জানাবো।

জনসভায় হরিপুর উপজেলা বিএনপি'র সভাপতি জামাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা নূর করিম, সহ-সভাপতি ওবায়দুল্লাহ মাসুদ, জেলা মহিলাদের সভাপতি ফারাতুন নাহার পেরিস, জেলা বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক মির্জা ফয়সাল আমিন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি মো. কায়েসসহ উপজেলার বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ এবং সমর্থকরা।

শহীদ ফাহমিনের

শেষ পৃষ্ঠার পর

স্বাধীনতার পর, কেন স্বাধীন দেশের ছাত্রের রক্ত ঝরলো? কেন তাদের প্রাণ গেল? কেমন স্বাধীনতা পেলাম? যে কথা বলার স্বাধীনতা নেই। কেমন স্বাধীনতা পেলাম? যেখানে আন্দোলনে গুলি ছোড়ে! স্বাধীনতার মূল্য কোথায়? পরাধীন রাষ্ট্রে ভাই রফিক, জব্বারের রক্ত স্বাধীন রাষ্ট্রে ভাই সাঈদ, রাফির রক্ত। তাহলে কী স্বাধীনতা পাইনি। স্বাধীনতা পেলাম তো রক্ত কেন দিলাম? রক্ত দিলাম তোর স্বাধীন দেশে তাই রক্ত দিয়ে আবার স্বাধীনতা আনবো।

আরেকটি কবিতা- হয়তো মানুষ হতে চাই...। বিষ মতন ওষুধ চাই, বেঁচে থাকতে দোয়া চাই। মৃত আত্মায় প্রাণ চাই জীবিত দেহে কাফন চাই। মহাকালের ভুল পথে সুপথ চাই সুপথে চলতে পা চাই। মস্তিষ্কে বিবেক চাই বিবেক, ভালো-মন্দ বিচার করতে চাই। মরে যেয়েও বেঁচে আছি আমি... মরে যেয়েও বেঁচে আছি আমি। বিশ্রী থেকে শুশ্রী হতে চাই সর্বোপরি মানুষ হতে চাই।

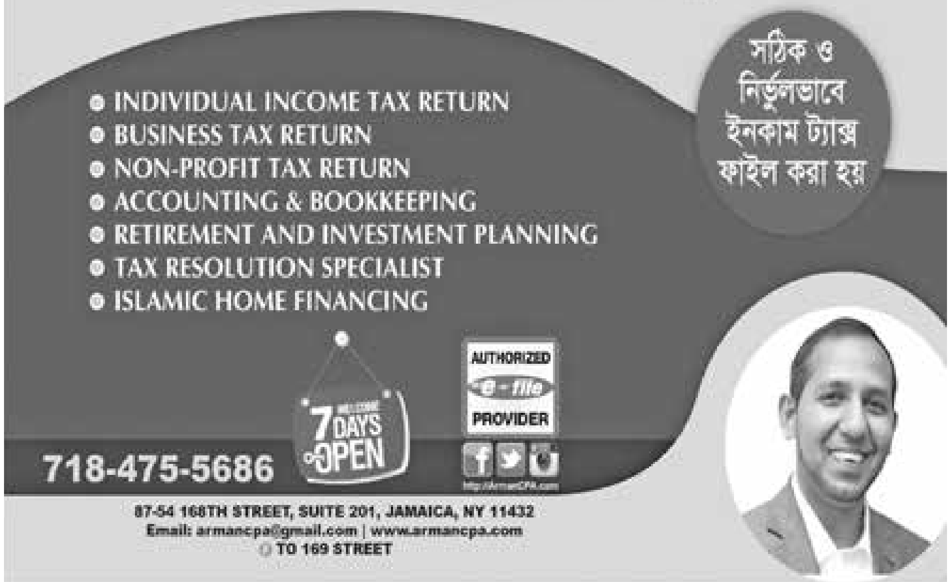

দুই মাসের ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা পেল সেনাবাহিনী

ঢাকা অফিস

রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দিয়েছে সরকার। সেনাবাহিনীর কমিশনপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়। আগামী দুই মাস (৬০ দিন) এই সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকবে।

এতে বলা হয়, ১৮৯৮–এর ১২ (১) ধারা অনুযায়ী, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কমিশন প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হলো। আরও বলা হয়, ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮ এর ধারা ৬৪,৬৫, ৮৩,৮৪, ৮৬,১৫ (২), ১০০,১০৫, ১০৭,১০৯, ১১০,১২৬, ১২৭,১২৬, ১৩০,১৫৩, ১৪২ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ করা হলো।

কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে ঢাকাসহ সারা দেশে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়লে গত ১৯ জুলাই দিবাগত রাতে সারা দেশে সেনাবাহিনী মোতায়েন ও কারফিউ জারি করেছিল তৎকালীন সরকার। এরপর ছাত্র–জনতার গণ–অভ্যুত্থানে ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। তিন দিনের মাথায় ৮ আগস্ট শান্তিতে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে এখনো সারা দেশে সেনাবাহিনী মোতায়েন রয়েছে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে দুই মাসের মতো ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দেওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সামি-উদ-দৌলা চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, 'ঘটনা সত্য।'

আবারও ট্রাম্পকে হত্যার চেষ্টা

শেষ পৃষ্ঠার পর

মি. ট্রাম্পকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

পরে বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গলফ মাঠের কাছে ঝোপঝাড়ের মধ্যে ছিলেন ওই বন্দুকধারী। ট্রাম্পের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিক্রেট সার্ভিসের সদস্যরা ঝোপের ভেতরে তার বন্দুকের নল দেখতে পান। এরপর তারা অন্তত চারটি গুলি চালান। তখন ওই ব্যক্তি বন্দুক ফেলে গাড়িতে করে পালিয়ে যান।

আউনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা আরও জানিয়েছেন, প্রত্যক্ষদর্শী এক ব্যক্তি ওই বন্দুকধারীর গাড়ি ও লাইসেন্স প্লেটের ছবি তুলে রাখেন। এরপর অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন সংস্থার কাছে ওই গাড়ির তথ্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সে তথ্যের ভিত্তিতে পাশের মার্টিন এলাকায় গাড়িটি থামানো হয় এবং বন্দুকধারীকে আটক করা হয়। তবে ওই বন্দুকধারী ট্রাম্পের দিকে কোনো গুলি চালানো সুযোগ পেয়েছিলেন কি না, তা সংবাদ সম্মেলনে নিশ্চিত করা হয়নি।

ওই বন্দুকধারীর নাম রেয়ান ওয়েসলে রুথ (৫৮) বলে জানিয়েছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। ২০২৩ সালে নিউইয়র্ক টাইমসকে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন তিনি। এর আগের বছরে রাশিয়ার অভিযান শুরুর পর মার্কিন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ইউক্রেনে গিয়েছিলেন রুথ। সে সময় তাঁর কোনো সামরিক অভিজ্ঞতা ছিল না।

"আমার আশেপাশে গুলির শব্দ শোনা গেছে, কিন্তু গুজব নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই আমি আপনাদেরকে বলতে চাই: আমি নিরাপদে এবং সুস্থ আছি," এক বার্তায় জানিয়েছেন রিপাবলিকানপ্রার্থী মি. ট্রাম্প।

নিউইয়র্ক সিটিকে নিরাপদ রাখা

শেষ পৃষ্ঠার পর

কারণে, ফেব্রুয়ারিতে, আমরা পাতাল রেল ব্যবস্থায় পুলিশের সংখ্যা ১০০০-এর বেশি বাড়িয়েছি এবং ক্যামেরা ও ডেটা-চালিত অফিসার স্থাপনার মতো নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগ করেছি। এর ফলে ডাকাতি সর্বকালের সর্বনিম্নে, এবং পরিবহন অপরাধ সামগ্রিকভাবে টানা সাত মাসে কমেছে। আমরা জানি, প্রতিটি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন চাহিদা রয়েছে এবং জননিরাপত্তা বাড়াতে সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। এই কারণে, আমরা অপরাধ কমাতে এবং জীবনযাত্রার মান বাড়াতে উদ্ভাবনী পদ্ধতির সন্ধান করতে শহর জুড়ে সমস্ত অংশীদারদের একত্রিত করছি। বেআইনি বিক্রি, খুচরা চুরি, পদার্থের ব্যবহার, মানসিক স্বাস্থ্য সংকট, ভারা, এবং লাইসেন্সবিহীন গাঁজার দোকানের মতো সমস্যাগুলির আমাদের রাস্তায় কোনও স্থান নেই। আমাদের প্রশাসন দায়মুক্তির সংস্কৃতি সহ্য করবে না। এই কারণে, আমরা "কমিউনিটি লিঙ্ক" প্রোগ্রাম শুরু করেছি, যা আমাদের শহরকে সকলের জন্য একটি নিরাপদ এবং আরও বাসযোগ্য জায়গা করে তুলতে বেশ কয়েকটি সংস্থা এবং প্রতিবেশী অংশীদারদের সাথে সহযোগিতা করবে। আমরা হারলেমের ১২৫তম স্ট্রিট এবং লোয়ার ইস্ট সাইডের ১৪তম স্ট্রিট, ১১০তম স্ট্রিটের কাছে সেন্ট্রাল পার্ক এবং ওয়াশিংটন স্কয়ার পার্কের চারপাশ সহ শহরের অন্যান্য জায়গাগুলোতে যেখানে মানুষের জীবনযাত্রার মান নিয়ে অগ্রহণযোগ্য সমস্যাগুলি লক্ষ্য করেছি, কমিউনিটি লিঙ্ক তৈরি করেছি। উন্নয়নশীল এই কৌশলের মাধ্যমে, সম্প্রদায়টি তাদের বাড়িতে সরাসরি কাস্টমাইজড শহর পরিষেবা প্রদানে সক্রিয়ভাবে জড়িত।"

অ্যাডামস্ বলেন, "গত সপ্তাহেই আমি নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট (NYPD), স্যানিটেশন বিভাগ, স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্যবিধি বিভাগ, পার্ক ও বিনোদন বিভাগ এবং অন্যান্য সংস্থার সদস্যদের নিয়ে "অপারেশন ফ্রন্ট ডোর" চালু করতে সমবেত হয়েছিলাম। এই উদ্যোগটি টাইমস স্কয়ার এবং এর আশপাশের এলাকা, যা বিশ্বের প্রবেশদ্বার হিসেবে বিবেচিত, সেখানে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর ওপর লক্ষ্য করে পরিচালিত হয়। এক রাতেই আমরা ৩৬টি অবৈধভাবে পরিচালিত পেডিক্যাব আটক করেছি, ৪৫টি সমন জারি করেছি এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা লঙ্ঘনের কারণে ৬টি ফুড ট্রাক বন্ধ করেছি।"

তিনি বলেন, "টাইমস স্কয়ার আমাদের শহরের স্বাগত জানাবার স্থান, যেখানে আতিথেয়তা, বিনোদন, পর্যটন এবং ব্যবসায়িক খাতের মিলন ঘটে। প্রতিনিয়ত লক্ষ লক্ষ পর্যটক টাইমস স্কয়ারে আসেন এবং প্রায়ই অবৈধ বিক্রেতা ও পেডিক্যাবের লক্ষ্যবস্তু হন। এসব অবৈধ বিক্রেতা ও পেডিক্যাবের অনিরাপদ ও নিয়ন্ত্রণহীন কার্যকলাপ শুধুমাত্র পর্যটকদের নিরাপত্তাকেই হুমকির মুখে ফেলে না, বরং সৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে চাওয়া বৈধ ব্যবসাগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। "অপারেশন ফ্রন্ট ডোর" এর মাধ্যমে আমরা টাইমস স্কয়ারকে নিউ ইয়র্কবাসী, পর্যটক এবং ব্যবসার জন্য নিরাপদ রাখতে দৃঢ় পদক্ষেপ নিচ্ছি।"

সবশেষে, অ্যাডামস্ বলেন, "আমরা আমাদের শহরকে, নিউ ইয়র্কবাসীর জন্য নিরাপদ, সাশ্রয়ী, এবং বাসযোগ্য করে তোলার একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্য নিয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। আমরা এমন উন্নতি করছি যা নিউ ইয়র্কবাসী প্রতিদিন অনুভব করছে। আমরা নিউইয়র্ককে আমেরিকার সবচেয়ে নিরাপদ বৃহত্তম শহর হিসেবে ধরে রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

নিউইয়র্ক টাইমসের নিউজরুমে বেটসি ওয়েড। ছবি: সংগৃহীত

১০৫ বছরের প্রথা ভেঙেছিলেন যিনি

শেষ পৃষ্ঠার পর

পর একটি পুরুষশাসিত জগতে প্রবেশ করেছিলেন বেটসি। সেখানে চার সপ্তাহের প্রশিক্ষণের পর তাঁকে আবারও বদলি করা হয় নারীদের ডেস্কে। কিন্তু নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে সচেতন বেটসি বারবার বদলির অনুরোধ করতে থাকেন। অবশেষে ১৯৫৮ সালে তাঁকে আবারও ফিরিয়ে আনা হয় নিউজরুমে। তিনিই প্রথম নারী, যিনি নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার বিদেশি সংবাদদাতাদের নিবন্ধ সম্পাদনা করেছিলেন। এ ছাড়া বিদেশি কপি ডেস্কের উপপ্রধান হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি।

নারী কর্মীদের পক্ষে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে একটি যুগান্তকারী যৌন নিপীড়নের মামলার প্রধান বাদী ছিলেন বেটসি। সেটি ছিল ফেডারেল বৈষম্যবিরোধী আইনের অধীনে নিয়োগ, পদোন্নতি, বেতন এবং কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষার ক্ষেত্রে সমান অধিকারের দাবিতে প্রথম দিকের লড়াইগুলোর মধ্যে একটি। নিউইয়র্কের নিউজপেপার গিল্ড, যা বর্তমানে নিউজগিল্ড নামে পরিচিত, তার প্রথম নারী সভাপতি ছিলেন তিনি। পেন্টাগন পেপারস এবং কিউবান মিসাইল ক্রাইসিস সম্পর্কিত নিবন্ধসহ বিশ শতকের কিছু সংবাদ সম্পাদনার কাজ করেছিলেন বেটসি ওয়েড।

সাংবাদিকতার জগতে বর্ণিল ক্যারিয়ারের অধিকারী বেটসি ওয়েড মারা যান ২০২০ সালের ৩ ডিসেম্বর।

আছাদুজ্জামান মিয়ার ২০০ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ

ঢাকা অফিস

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়ার বিরুদ্ধে অন্তত ২০০ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এরই মধ্যে তাঁর দুর্নীতির অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

অভিযোগ আছে, ক্ষমতার অপব্যবহার করে অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছেন আছাদুজ্জামান মিয়া। কিন্তু এখন পর্যন্ত দুদক মামলা না করায় অসন্তোষ জানিয়েছেন বিশ্লেষকেরা।

জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট সবই রয়েছে আছাদুজ্জামান মিয়ার। নিজের পাশাপাশি সম্পদ গড়েছেন স্ত্রী, সন্তান ও পরিবারের সদস্যদের নামে।

এখন পর্যন্ত অনুসন্ধানে পাওয়া তথ্য বলছে, বসুন্ধরা ও নিকুঞ্জ এলাকায় রয়েছে অন্তত দুটি বহুতল ভবন, ঢাকা মহানগর ও সাভারে অন্তত চারটি ফ্ল্যাট রয়েছে। এ ছাড়া ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, সাভার, গাজীপুর ও ফরিদপুরে অন্তত ২০ একর আবাদি ও অনাবাদি জমির খোঁজ মিলেছে।

আছাদুজ্জামান মিয়া

দুটি পরিবহন কোম্পানি ও একটি আইটি ফার্মের সিংহভাগের অংশীদার তিনি। আছাদুজ্জামান মিয়া ও তাঁর পরিবার এবং পাঁচ আত্মীয়ের বিরুদ্ধে অন্তত ২০০ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদের অভিযোগ খতিয়ে দেখছে দুদক।

দুদকের মহাপরিচালক আক্তার হোসেন বলেন, 'আছাদুজ্জামান মিয়ার সম্পদের বিষয় খতিয়ে দেখতে আমাদের অনুসন্ধান টিম তদন্ত শুরু করেছে। কার্যক্রম অব্যাহত আছে। অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ে এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত জানানো হবে।'

বিশ্লেষকদের মন্তব্য, ক্ষমতার অপব্যবহার করে দুর্নীতির একটি ন্যাক্কারজনক উদাহরণ এই পুলিশ কর্মকর্তা।

দুর্নীতি দমন কমিশন সাবেক মহাপরিচালক মঈদুল ইসলাম বলেন, 'তখনকার সরকার তাঁকে ব্যবহার করেছে। আবার তাঁকে যে কোনো কিছু করতে ঢালাও লাইসেন্স দাওয়ার মতো করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে একের পর এক দুর্নীতি করে গেছেন তিনি। অনুসন্ধান নয়, পত্র-পত্রিকায় তাঁর (আছাদুজ্জামান) নামে যেসব দুর্নীতির প্রমাণাদি পাওয়া যায়, এতে সরাসরি মামলা করা যায়। মামলা করেই দুদকের মাঠে নামা উচিত ছিল বলে আমি মনে করি।'

গত ১১ সেপ্টেম্বর রাজধানীর মহাখালী থেকে গ্রেপ্তার হন আছাদুজ্জামান মিয়া। ডিএমপি কমিশনার থেকে অবসরে যান ২০১৯ সালে। পরে জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত সেলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পদে নিয়োগ দেয় আওয়ামী লীগ সরকার।

জাবিতে ছাত্রলীগ নেতাকে পিটুনি, হাসপাতালে মৃত্যু

ঢাকা অফিস

পিটুনির শিকার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী ও শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক শামীম আহমেদ মারা গেছেন। বুধবার দিবাগত রাত ১১টার দিকে আশুলিয়ার গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

আশুলিয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. কামাল হোসেন তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। নিহত শামীম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৯তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন।

জানা গেছে, বুধবার সন্ধ্যায় শামীমকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রান্তিক গেট এলাকায় দেখতে পান কয়েক শিক্ষার্থী। এ সময় বিক্ষুব্ধ কয়েকজন ভিসির বাসভবনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার অভিযোগে তাঁকে মারধর করে। একপর্যায়ে তাঁকে প্রক্টর অফিস নেওয়া হয়। পরে প্রক্টরিয়াল বডি শামীমকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। রাতেই গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে সাভার গণস্বাস্থ্য হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানেই তিনি মারা যান।

গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক সেলিমুজ্জামান সেলিম সাংবাদিকদের জানান, শামীমকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। তবে কী কারণে তিনি মারা গেছেন এটা জানার জন্য ময়নাতদন্ত করতে হবে।

অভিযোগ রয়েছে, গত ১৫ জুলাই রাতে উপাচার্যের বাসভবনে অবস্থানরত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনায় সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শামীম।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
•Emirates •Qatar Airways •Etihad Airways •Turkish Airlines •Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

সুখবর! সুখবর!!
আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য
সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল
ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড
দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে
আজই যোগাযোগ করুন।
571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

ভিজিট বা ষ্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংম্বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি'র ১০০% নিশ্চয়তা
E2 EB3 L1A EB5 SIJS VAWA POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতায় গ্রীনকার্ড থেকে কন্ডিশন রিমোভ করতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড রিভোক করার কোন ক্ষমতা-ই আপনার স্পাউসের নেই। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
(718) 839-5812 টেক্সট করুন, আমরা কল ব্যাক করবো
163-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432

এসব কী হচ্ছে আর এমন স্বাধীনতা কি চেয়েছিলাম

কাকন রেজা

পারভেজ মারা গেলেন। তরতাজা তরুণ। শহীদের মিছিল দীর্ঘতর হচ্ছে। যোগ হচ্ছে নতুন নতুন নাম। বিপ্লব এখনো শেষ হয়নি। অসংখ্য ছাত্র-জনতা এখনো চিকিৎসাধীন। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন হাসপাতালের বিছানায়। নিজের সন্তান বিক্রি করে কারো চিকিৎসা খরচ চালাতে হচ্ছে এমন খবরও দিচ্ছে গণমাধ্যম। এখানে প্রশ্ন করতে পারেন, অন্তবর্তীকালীন সরকার কী করছে। প্রশ্নটা উঠাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তরটা তিক্ত এবং যারা প্রশ্ন করছেন তাদের জন্য। সরকারকে ব্যস্ত রাখা হচ্ছে অকারণ প্রতিবিপ্লবের চেষ্টায়। জুডিশিয়াল ক্যু, প্রশাসনিক ক্যু, আনসার ক্যু, সাম্প্রদায়িক ক্যু, রিকশাওয়ালা ক্যু, হকার ক্যু, ডাক্তার ক্যু, নার্স ক্যু এবং সর্বশেষ চলছে মাজার ভাঙা ক্যু। সরকার প্রতিবিপ্লব ঠেকাবে, না আহতদের চিকিৎসার খোঁজ নেবে! শহীদদের তালিকা করবে, না অকারণ দাবীর তালিকা করবে! অনেকেই বলেন, এতদিন এতসব দাবী কোথায় ছিলো। সত্যিই তো, যাদের মুখ খুলে প্রতিবাদ না করে পতিত সরকারের পদলেহন করতে দেখেছি, এখন তারা সামাজিকমাধ্যমে নানা কথা লিখছেন। এরমধ্যে বাংলা একাডেমির দুটো রামপাঠা রয়েছে। হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাটে যারা মুখ খুলেনি। গুম-খুন-আয়নাঘরকে যারা বলতো গুজব। উন্নয়নের ফিরিস্তি দিতে জিহ্বা লম্বা করে ফেলতো। তারা এখন অন্তবর্তীকালীনসরকারের ভুল-ত্রুটি ধরতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। 'এসব কী হচ্ছে' কিংবা 'এই স্বাধীনতা কি আমরা চেয়েছিলাম' বর্তমান সময়ে তাদের কমন ডায়লগ হয়েউঠেছে। এই গাড়লগুলো আজন্ম একচোখা জীব। মানুষ নয় ঠিক, মানুষের মতো আর কী। এই গাণ্ডুগুলোর চোখে পড়ে না, যে মেট্রোরেল হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হবার পর বলা হয়েছিলো, চালু হতে এক বছর সময় লাগবে। ঠিক করতে লাগবে সাড়ে তিনশ থেকে চারশ কোটি টাকা। সেই রেল চালু হয়েছে বিশ দিনের মধ্যে। দুটো বন্ধ স্টেশন চালু হয়ে যাবে তিন মাসেই। আর ঠিক করতে টাকা লাগবে সর্বোচ্চ পঞ্চাশ কোটি। এই অন্ধগুলোর মনে কি প্রশ্ন জাগে না, চারশ কোটি টাকা থেকে পঞ্চাশ কোটি বাদ গেলে থাকে সাড়ে তিনশ কোটি। এই সাড়ে তিনশ কোটি টাকা কার পকেটে যেত! অঙ্কটা তো খুব জটিল নয়। বিয়োগ অঙ্ক। ট্রিং ট্রিং সাইকেল চালানো টাইপ পড়াশোনাটা গর্তবাসী জাফর স্যার সবে শুরু করেছিলেন। তারা তো জাফর স্যারের ট্রিং ট্রিং সাইকেলের ছাত্র নন, তাদের যে বয়স তাতে পাটিগণিত তাদের শিক্ষাক্রমে ছিলো। সুতরাং সহজ বিয়োগ অঙ্কটি না বোঝার কোনো কারণ নেই। আপনারা উল্টো তাদের প্রশ্ন করতে পারেন, বাকি সাড়ে তিনশ কোটি টাকায় কার পকেটের উন্নয়ন হতোকিংবা কার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের রিজার্ভ বাড়তো!

অনেকে দেখলাম বিদ্যুতের লোডশেডিং নিয়ে আফসোস করছেন, এদেরকে কেউ কেউ 'আফসোস লীগ' বা 'আফসোস পার্টি' নামে আখ্যায়িত করেন। এদের কাজই আফসোস করা। তারা বিদ্যুতের লোডশেডিং নিয়ে কথা বলেন, কিন্তু বলেন না, ভারতের আদানি গ্রুপ বকেয়া টাকার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ কমিয়ে দিয়েছে, এই টাকা বকেয়া রেখেছিলো কারা। গত ২৯ জুন বাংলাদেশের প্রথম আলো খবর করেছিলো, 'আদানির কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ' এই শিরোনামে। আফসোস পার্টির লোকজন ভুলে গেছেন জুনের লোডশেডিংয়ের স্মৃতি। কদিন ভয়াবহ লোডশেডিং ছিলো। পতিত সরকারের বিদ্যুৎমন্ত্রী সময় চেয়েছিলেন। মাত্র দু'মাস আগের কথা। আফসোস পার্টির গোল্ডফিস মেমোরি সে কথা ধরে রাখতে পারেনি। আদানির দুটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ পাবার কথা দেড় হাজার মেগাওয়াট। বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিকল্পনা এ হিসেব ধরেই।

আসি গত ১৪ সেপ্টেম্বর বিবিসি'র ভারতীয় প্রতিবেদক শুভজ্যোতি ঘোষের 'বাংলাদেশ থেকে বিদ্যুতের বকেয়া আদায়ে ভারতীয় সংস্থাগুলো কী করবে?'- এমন শিরোনামের প্রতিবেদন বিষয়ে। ঘোষ বাবু প্রতিবেদনটি শুরু করেছেন এভাবে, 'বাংলাদেশে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পালাবদলের মধ্যেই গোটা দেশযখন এই মুহুর্তে লোডশেডিং আর তীব্র বিদ্যুৎ সংকটে ভুগছে, তখন অন্তর্বর্তীসরকারের জন্য বাড়তি উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে পাওনাদার ভারতীয়সংস্থাগুলোর তাগাদা।' অর্থাৎ শুরুতেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে ভারতের ইনটেনশন এর বিষয়টি। পরিষ্কার যে, রাজনৈতিক পালাবদলের কারণেই ভারতের সংস্থাগুলো বিদ্যুৎ সরবরাহ হয় বন্ধ করে দিয়েছে না হয় কমিয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশের 'জাস্টিফাই পার্টি'র লোকজন অবশ্য বলতে পারেন, যেহেতু সরকার বদল হয়েছে এবং প্রচুর বকেয়া রয়েছে, তাই ভারতের সরকারি বেসরকারি সংস্থাগুলো সংশয়ে ভুগছে। সে কারণেই বিদ্যুৎ সরবারাহ বন্ধ বা কমিয়ে দেয়া হয়েছে। এমন জাস্টিফাই প্রচেষ্টার

> অনেকে দেখলাম বিদ্যুতের লোডশেডিং নিয়ে আফসোস করছেন, এদেরকে কেউ কেউ 'আফসোস লীগ' বা 'আফসোস পার্টি' নামে আখ্যায়িত করেন। এদের কাজই আফসোস করা। তারা বিদ্যুতের লোডশেডিং নিয়ে কথা বলেন, কিন্তু বলেন না, ভারতের আদানি গ্রুপ বকেয়া টাকার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ কমিয়ে দিয়েছে, এই টাকা বকেয়া রেখেছিলো কারা।

মধ্যেও কিন্তু সত্যিটা বেরিয়ে আসে। কীভাবে আসে সেটা বলতে গেলেই বলতে হয়, গত সরকারের আমলে এতটা বকেয়া কেন দেয়া হলো। উত্তর একটাই অনুগত আস্থাভাজন বলে। কিন্তু বর্তমান সরকার চোখে চোখ রেখে কথা বলছে। কথা বলছে রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের সমমর্যাদার ভিত্তিতে। সুতরাং বাংলাদেশ তাদের বলতে পারে, আদানি বিদ্যুৎ না দিয়েই বিদ্যুতের টাকা নিয়েছে, সেই টাকা ফেরত দাও। বিশ্ববাজারে বিদ্যুতের দামের তুলনায় অনেক বেশি দামে তোমরা বিদ্যুৎ বিক্রি করেছো, সেই টাকারহিসেব কর, তারপর বকেয়ার আলাপ। এর জবাব কি ভারতে কাছে আছে? নেই। তাই ভারত তার চাণক্যনীতিতে বাংলাদেশের সরকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে সরবরাহ কমিয়ে লোডশেডিং সৃষ্টি করছে, এমনটা ভাবা দোষের কিছু নয়। এর ফলে মানুষ বলতে বাধ্য হবে, আগে তো এত লোডশেডিং হতো না। ভারতের সে আশায় গুড়েবালি। বাংলাদেশের মানুষ এখন এগুলো বোঝে। গত রাজনৈতিক বন্যায় বাংলাদেশের মানুষ তথা আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতাকে ছবক শেখাতে চেয়েছিলো ভারত, উল্টো ছাত্র-জনতাই তাদের ছবক দিয়ে দিয়েছে। বিদ্যুৎ নিয়ে সেই একই অবস্থা হবে। ভারত যত বাংলাদেশের মানুষকে ভোগান্তিতে ফেলারচেষ্টা করবে, ততই বাংলাদেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হবে এবং ভারতের বিরুদ্ধে চলে যাবে। চলে যাবে বলছি কী, ইতোমধ্যে দেশের নব্বই ভাগের উপর মানুষ ভারত বিরোধী। এখানে ভারত বলতে আমি রাষ্ট্রের কথা বলছি, জনগণের কথা নয়। ভারতের অসংখ্য মানুষ জুলাই বিপ্লবকে সমর্থন করেছেন। তারা আমাদের সাথে ছিলেন। যেমন ছিলেন একাত্তরে। তাদের স্যালুট।

২৯ জুলাই সুহার্তো নামে একজন এইচএসসি পরীক্ষার্থী শহীদ হয়েছেন। যার ডান চোখের পাশে গুলি লেগে মস্তিষ্ক ভেদ করে যায়। মস্তিষ্কের সেকেন্ডারি হ্যামারেজে ২১ জুলাই মারা যান সুহার্তো। ১৯ বছরের তরতাজা তরুণ ১৮ জুলাই আন্দোলনে মিরপুরে বুলেটবিদ্ধ হন। এবার এইচএসসি পরীক্ষা দেয়ার কথা ছিলো তার। আইসিইউতে ছিলেন তিনি। তাকে বাঁচানো যায়নি। এই যে যারা শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার হলে বসাতে চেয়েছিলেন, তাদের বলি, সুহার্তো কি পরীক্ষা দিতে যেতে পারতেন? তার সাথে তার যে কয়জন বন্ধু ছিলেন, যারা রক্তাক্ত সুহার্তোকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন, তারা কি পরীক্ষার হলে বসার জন্য মানসিক ভাবে উপযুক্ত ছিলেন? যারা নিজ বন্ধু-সহপাঠিদেরএভাবে আহত নিহত হতে দেখেছেন কিংবা তাদের চোখের সামনে বুলেটবিদ্ধ মানুষকে যন্ত্রণায় কাতরাতে দেখেছেন তারা কি পরীক্ষা দেয়ার মতন মানসিক শক্তি পেতেন? তাহলে অটোপাশে বিক্ষুব্ধ হলেন কারা? যারা হয়েছেন, সম্ভবত তাদের কেউ আন্দোলনে যাননি, কিংবা ৫ আগস্টের পর বিপ্লবী হয়েছেন। যেমন মুক্তিযুদ্ধের পর যোদ্ধা হয়েছিলেন পঞ্চান্ন হাজার মানুষ। এই অটোপাশ নিয়েও বর্তমান সরকারকে বেশ সময় ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়েছে। এই অটোপাশ ছিলোসঙ্গত, এরজন্য দাবী তোলার প্রয়োজন ছিলো না। তখনই লিখেছিলাম,বাচ্চারা এক ট্রমা থেকেই বেরুতে পারেনি, তাদের কেন পরীক্ষার নামে আরেক ট্রমার মধ্যে ফেলা হচ্ছে। পড়ার টেবিলে যখন মানুষের রক্তাক্ত শরীর এবং মৃত্যু যন্ত্রণার দৃশ্য চোখে ভাসবে তখন কি কারো পড়ায় মনোযোগ ধরে রাখা সম্ভব? এটা তো সিনেমা নয়, শিক্ষার্থীরাও অনন্ত জলিল নয় যে ডায়লগ দেবে, 'অসম্ভবকে সম্ভব করাই আমার কাজ'। এমন মিমাংসিত বিষয় নিয়েও সরকারকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। চিকিৎসকদের কথা বলি, জুলাই বিপ্লবে যখন আহতদের চিকিৎসা দিতে বাধা দেয়া হলো। ইমার্জেন্সিতে চিকিৎসা নিতে আসা শিক্ষার্থীদের উপর দফায় দফায় হামলা হলো। ডেথ রেজিস্টার গোয়েন্দা সংস্থা জোর করে নিয়ে গেলো। ডেথ সার্টিফিকেট বদলে দিলো। সার্টিফিকেট ছাড়াই লাশ নিয়ে গেলো গণকবরে দাফনের জন্য। তখন চিকিৎসকদের মানবিকতা, পেশাগত শপথ কোথায় ছিলো? আগস্ট ভিক্টোরির পর ঢাকা মেডিক্যালের ইমার্জেন্সিতে মারামারির ঘটনায় তারা 'কমপ্লিট শাটডাউন' ডাকলেন! শপথের কথা যদি মনে থাকে তবে তারা নিজের বিবেককে প্রশ্ন করতে পারেন, আগে তারা কী করেছেন, এখনই বা কী করলেন এবং কেন করলেন। সরকারকে এনিয়েও ব্যস্ত থাকতে হয়েছে অনেকটা সময়। যেখানে স্বাস্থ্যখাত ঢেলে সাজানো দরকার। সাতাশ হাজার টাকায় বালিশ কেনার মতন দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া দরকার। দরবেশ এর কোম্পানি করোনার টিকা নিয়ে যে টাকা হাপিশ করেছে তা উদ্ধার করা দরকার। তখন করা হলো উল্টো কারবার। সরকারের প্রায়োরিটিগুলো বাধাগ্রস্ত করা হলো!

যারা আফসোস পার্টি'র লোকজন, তারা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রশ্ন করুন তো, এতদিন কোথায় ছিলেন। এই যে অবিশ্বাস্য এবং অসম্ভব রকম দুর্নীতির চিত্র একের পর এক উঠে আসছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বলছেন, ১৩টা ব্যাংক দেউলিয়া হওয়ার পথে। অর্থনৈতিক যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে তা পূরণে দুই লক্ষ কোটি টাকার দরকার, এমন কথাও বলা হচ্ছে।ক্যাশিয়ার খ্যাত এক এস আলমই ইসলামী ব্যাংকের হাতে হারিকেন ধরিয়ে দিয়েছেন। লোপাট করেছেন ৫৬ হাজার কোটি টাকা। চিন্তা করা যায়! পাহাড় সমান ঋণ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে দেশের উপর। বিপরীতে দেশের টাকা লুট করে বিদেশে নেয়া হয়েছে। গড়ে তোলা হয়েছে সাদ্দাদের বেহেশতখানা। দরবেশের দুই পুত্রই নাকি বাস করে দেড়শ কোটি টাকার বাড়িতে। আফসোস পার্টির এ নিয়ে কোনো কথা নেই। আলাপ করছেন শুধু 'কী হচ্ছে' আর 'এমন স্বাধীনতা' বিষয়ে। গাড়ল সব।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সংস্কারের জরুরী আহ্বান ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

দেলোয়ার জাহিদ

ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস সম্প্রতি জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছেন, বাংলাদেশে ব্যাপক রাষ্ট্রীয় সংস্কারের জরুরি প্রয়োজনের ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে জনগণের ভোটাধিকার ও মালিকানা রক্ষার জন্য নির্বাচনী সংস্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি অর্জনের জন্য, তিনি নির্বাচন কমিশন, পুলিশ, জনপ্রশাসন, বিচার বিভাগ এবং দুর্নীতি দমন কমিশন সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে মূল পরিবর্তনের প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব এবং সকল নাগরিকের স্বার্থ সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সাংবিধানিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা কথা তুলে ধরেন। ড. ইউনূস জোর দিয়েছিলেন যে বৈধতা, স্থিতিশীলতা এবং স্থায়িত্ব বজায় রাখার জন্য রাজনৈতিক ঐকমত্য অপরিহার্য এবং এটি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

লেখক একটি সমান্তরাল চিত্র অঙ্কন করেন , তিনি উল্লেখ করেছেন যে কানাডার মতো দেশগুলি গত ৫০ বছরে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক এবং সাংবিধানিক সংস্কার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। কানাডার সংবিধান এবং অধিকার ও স্বাধীনতার সনদ গ্রহণ করা উল্লেখযোগ্য সাফল্য, যখন চলমান চ্যালেঞ্জগুলি, যেমন কুইবেক দাবি এবং আদিবাসী অধিকারগুলোকে মোকাবেলা করার জটিল রাজনৈতিক ল্যান্ডস্কেপ, ফেডারেল কাঠামো এবং বৈচিত্র্যময় সমাজকে প্রতিফলিত করে।

ডক্টর ইউনুস, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, ছাত্র-চালিত বর্ণবাদ বিরোধী কোটা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যা বর্তমানে বিলুপ্ত জামায়াত-ই-ইসলামী এবং বিরোধী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপির) সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দ্বারা সমর্থিত ছিল। তার বক্তৃতায় ড. ইউনূস যুক্তি দিয়েছিলেন, "যেহেতু আমরা জনগণের ভোটাধিকার ও মালিকানায় বিশ্বাস করি, নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার পরিবর্তনের জন্য আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মূল ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের অত্যাচার জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া বা একক ব্যক্তি, পরিবার বা গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা অগ্রহণযোগ্য। এ ধরনের হুমকি ঠেকাতে নির্বাচন কমিশন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সংস্কার জরুরি।সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের জন্য পুলিশ প্রশাসন, জনপ্রশাসন, বিচার প্রশাসন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন সহ নির্বাচনী ব্যবস্থার সাথে আবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সংস্কার প্রয়োজন বলে তিনি জোর দিয়েছিলেন। কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা কি আরও তুলে ধরে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর রাজনৈতিকীকরণ এবং

> ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার লক্ষ্যে সাংবিধানিক সংশোধনী উদ্ভাসিত উভয় প্রধান দলের কর্তৃত্ববাদী প্রবণতা গণতন্ত্র দুর্বল করেছে এবং অর্থবহ সংস্কারকে বাধাগ্রস্ত করেছে।

অদক্ষতার বিষয়ে অভিযোগ উঠেছে।

শিক্ষার্থীদের দাবি পূরণে ব্যর্থ হলে অন্তর্বর্তী সরকার পদত্যাগের আহ্বান জানিয়েছেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক হাসানাত আবদুল্লাহ রাঙ্গামাটি। রাঙ্গামাটি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জনতাকে সম্বোধন করে ঘোষণা করেন, "সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো পুনর্গঠিত না হওয়া পর্যন্ত এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, এবং অবকাঠামোর মতো জনসেবা যথার্থভাবে নাগরিক মুখী না হওয়া পর্যন্ত এই সরকারকে অবশ্যই তার কাজ চালিয়ে যেতে হবে। সরকার যদি আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ হয় তাহলে পদত্যাগ করা উচিত।

"বাংলাদেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপট ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ (এ এল) এবং বিএনপির মধ্যে গভীর মেরুকরণ দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে, যার ফলে মূল বিষয়ে ঐকমত্যের অভাব রয়েছে। গঠনমূলক সংলাপের অবিরাম অভাব এবং এই দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস প্রায়ই একতরফা সংস্কার প্রস্তাবের দিকে নিয়ে যায়, যা বিরোধীরা দ্রুত প্রত্যাখ্যান করে। ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার লক্ষ্যে সাংবিধানিক সংশোধনী উদ্ভাসিত উভয় প্রধান দলের কর্তৃত্ববাদী প্রবণতা গণতন্ত্র দুর্বল করেছে এবং অর্থবহ সংস্কারকে বাধাগ্রস্ত করেছে। বিচার বিভাগকে প্রভাবিত করে বিতর্কিত সংস্কার, যেমন বিচার বিভাগীয় নিয়োগ এবং নির্বাচন কমিশনের কার্যকারিতা, নির্বাহী বিভাগের দ্বারা অনুভূত পক্ষপাত ও কারসাজির কারণে উল্লেখযোগ্য প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়।

সামরিক বা কর্তৃত্ববাদী শাসনের অধীনে সংবিধানের বারবার সংশোধন সাংবিধানিক পরিবর্তনের বিষয়ে অবিশ্বাসের উত্তরাধিকার রেখে গেছে।কিছু উল্লেখযোগ্য সাংবিধানিক পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে:১৫ তম সংশোধনী (২০১১): তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে, আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বে একটি পদক্ষেপ যা বিতর্কের জন্ম দেয় এবং বিএনপি এবং অন্যান্যরা এর বিরোধিতা করে, যার ফলে নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়।১৩ তম সংশোধনী (১৯৯৬): প্রাথমিকভাবে একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য আইন করা হয়েছিল, এটি পরে বিতর্কের উৎস হয়ে ওঠে এবং ১৫ তম সংশোধনীর দ্বারা বাতিল করা হয়।বিচার বিভাগীয় সংস্কার: ১৬ তম সংশোধনী (২০১৪), যা সংসদে বিচারকদের অভিশংসন করার অনুমতি দিয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা প্রত্যাহার করা হয়েছিল, যা বিচার বিভাগ এবং নির্বাহী বিভাগের মধ্যে চলমান উত্তেজনাকে তুলে ধরে।বিকেন্দ্রীকরণ প্রচেষ্টা: স্থানীয় সরকার গুলিতে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের প্রচেষ্টা উভয় প্রধান দল দ্বারা প্রতিহত করা হয়েছে, যারা স্থানীয় শাসনের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পছন্দ করে।বাংলাদেশে সফল সাংবিধানিক সংস্কারের জন্য রাজনৈতিক ঐকমত্য অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামনের পথের জন্য আস্থার ঘাটতি পূরণ করতে হবে এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি অঙ্গীকার গড়ে তুলতে হবে যা সত্যিকার অর্থে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

NARA-E-TAKBIR
ALLAHU AKBAR

Bismillahir Rahmanir Rahim

NARA-E- RISALAT
YA RASULALLAH
(sallahu Alaihi Wasallam)

Assalatu Assalamu Alaika Ya Rasulallah
(Salallhu Alaihi Wasallam)

Date:
21 September
2024
Saturday @ After Magrib

Venue: Nobanno Party Hall
Jackson Height, Queens NY

Eid-E Miladun-Nabi (ﷺ) Mahfil & Mezban

Chief Guest:
Awlad e Rasul(ﷺ)
Dr. Syed Irshad Ahmad Al Bukhari.
Founder: Islamic Research Center, Dinajpur, Bangladesh.
Al Quran Academy Connecticut,USA,

Special Guest:
Dr. Mufti Syed Ansarul Karim Al Azhari.
Imam of Belal Masjid and Islamic School, Brooklyn, NY

Contact: 203-918-8005, 917-691-7721

Eid-E-Miladun-Nabi (ﷺ)
Organizing Committee of North America, Inc.

বৃহস্পতিবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

গণতান্ত্রিক সংস্কার কোন পথে?

রুহিন হোসেন প্রিন্স

> সাধারণ মানুষ ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের শক্তির ভারসাম্যের ওপর দাঁড়িয়ে যদি এখনকার সংগ্রামকে এগিয়ে নেওয়া যায় তাহলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছ থেকে সাধারণ মানুষের পক্ষে সংস্কার প্রস্তাব ও নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার করে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের আশা করা যাবে।

ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তার কার্যক্রমের একমাস পূর্তি উপলক্ষে সংস্কারের জন্য ছয়টি কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করেছে। ১ অক্টোবর ২০২৪ থেকে ওই কমিশন কাজ শুরু করে তিন মাসের মধ্যে রিপোর্ট প্রস্তুত করবেন বলে জানানো হয়েছে। এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে তাদের সংস্কার কার্যক্রম শুরুর খবর পাওয়া যাচ্ছে।

শুরু থেকে আন্দোলনে থাকা সিপিবিসহ বিভিন্ন বামপন্থী, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল সরকারের কাছে তাদের সংস্কারের এবং নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণার আহ্বান জানিয়ে আসছিল। এই কমিশন গঠনের ঘোষণার মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণভাবে রোডম্যাপের খবর পাওয়া না গেলেও একটা ধারণা পাওয়া যাচ্ছে।

সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, কমিশন তিন মাসের মধ্যে রিপোর্ট দেওয়ার পর প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলসহ সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধির সাথে আলাপ করা হবে, কর্মশালা করা হবে তারপর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হবে।

মনে রাখা দরকার, সংস্কার কাজের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব পালন করার কথা রাজনৈতিক দলগুলোর। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের কার্যক্রমের লক্ষ্যকে জনগণের সামনে তুলে ধরে জনগণের সম্মতি চেয়ে এই কার্যক্রমগুলো এগিয়ে নেবে। তাই এই প্রশ্ন সামনে আসছে যে, সংস্কারের প্রস্তাব উত্থাপনের আগে রাজনৈতিক দলের সাথে কথা বলা হবে কি না। তাদের এই কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা হবে কি না।

এই প্রশ্নের উত্তর এখনো পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায়নি। এটা মনে রাখা দরকার যে, সরকার এই সংস্কারের খসড়া তৈরি করার দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন, তারা নিয়মিত সরকার নয় অর্থাৎ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণের ভোটের মাধ্যমে সম্মতি নিয়ে গঠিত সরকার নয়।

আবার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিপ্লব সংগঠিত করে সেই বিপ্লবে জয়ী হওয়া কোনো বিপ্লবী সরকারও নয়। এটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। তবে অন্য যেকোনো সময় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের চেয়ে তার পার্থক্য রয়েছে। সেটি হলো, শত শত মানুষের রক্তের বিনিময়ে সংগঠিত অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গঠিত সরকার।

ইতিমধ্যে নানা আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে যা সামনে এসেছে তা হলো, স্বৈরাচারী ব্যবস্থা উচ্ছেদের পর ভোটের মাধ্যমেও সরকার গঠিত হলে তারা এই স্বৈরাচারী ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে না। দুর্নীতি লুটপাট করে। কর্তৃত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করে, ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করতে স্বৈরাচারী ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে চায়। যার জন্য স্বৈরাচারের ভিত্তি মূল থেকে যায়। এই ভিত্তিমূল একদিনে উপড়ে ফেলানো যায় না। তবে তা শুরু করতে হবে। এর রূপরেখা শুরুর কাজটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শুরু করে যাক—এটাই প্রত্যাশা মানুষের।

এমনকি দেশে একটা ভালো গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করার জন্যও বেশকিছু প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার দরকার। তাই সরকারের সংস্কার কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বত্র সহযোগিতার কথা সবাই বিবেচনা করছে। সহযোগিতার কথা বলছে।

মনে রাখতে হবে, এটি করার জন্য ক্রিয়াশীল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলোর সম্মতি ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা পরিষ্কার করে বলেছি, সরকার প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের কাজ শুরু করুক। এই কাজে ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুক।

সাথে সাথে নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের জন্য এখনই রাজনৈতিক দলসহ সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের সাথে দৃশ্যমানভাবে আলোচনা শুরু করুক। কারণ সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরই হচ্ছে এই সরকারের অন্যতম প্রধান কাজ। এবারের গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম আকাঙ্ক্ষা ছিল গণতান্ত্রিক রূপান্তর। এই গণতান্ত্রিক রূপান্তর একদিনে সম্পন্ন হবে না। নানামুখী কাজের মধ্য দিয়ে এটি করতে হবে।

তার মধ্যে অন্যতম হলো, স্থানীয় সরকার নির্বাচনসহ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সব জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং নির্বাচন সমূহ যথাসময়ে অনুষ্ঠিত করা। রাজনৈতিক দলগুলোর জবাবদিহিতা জনগণের কাছে যেমন নিশ্চিত করা দরকার একইভাবে সব কাজে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা দরকার। এর জন্য দরকার একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ। সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতেই বিভিন্ন সংস্কার মূলক কাজ শুরু করতে হবে। এই কাজ একদিনে শেষ হবে না নিরন্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে করতে হবে।

আমরা এক্ষেত্রে সরকারের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাশা করি। ছাত্র-শ্রমিক-জনতার রক্তের মধ্য দিয়ে যে গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে, তা এক মাসে হয়নি। আওয়ামী লীগ সরকারের দীর্ঘ দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও শ্রেণিপেশার মানুষের লাগাতার সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় এই প্রাথমিক বিজয় অর্জিত হয়েছে। পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে। এই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন বিষয়ের সংস্কার এবং নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা সবার।

স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা, হস্তক্ষেপ মুক্ত করা এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগের দাবি অনেকদিনের। একই সাথে সখ্যানুপাতিক পদ্ধতির প্রবর্তনসহ নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল সংস্কারে করে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে আলোচনা করতে হবে।

আমরা এ বিষয়ে বিকল্প প্রস্তাবনা ৯০ দশকের থেকেই নানাভাবে উত্থাপন করেছি। ২০০৭-২০০৮ সালে নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারের আলোচনায় লিখিতভাবে বিকল্প প্রস্তাবনা সমূহ হাজির করা হয়েছিল। এরপর থেকে একাধিকবার নির্বাচন কমিশন, রাষ্ট্রপতিসহ সরকারের বিভিন্ন মহলে এই প্রস্তাবনাগুলো দেওয়া আছে।

এটা কোনো দুরূহ কাজ বলে মনে হয় না। বর্তমান সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর সৎ ইচ্ছা থাকলে, ইতিমধ্যে পত্রপত্রিকার মধ্য দিয়ে যতটুকু খবর এসেছে অনেক বিষয়ে ঐক্যমত্য হওয়া যাবে বলে মনে হয়। প্রয়োজন হলো এ ধরনের কাজ যে খুবই জরুরি এই কথাই সামনে এনে আলোচনা শুরু করা দরকার। এই আলোচনা শুরু করতে পারলেই আগামী নির্বাচনের একটা পরিকল্পনা দেখা যাবে।

আমাদের মনে রাখা দরকার যে, আমরা যত সহজে এই কাজগুলোর কথা বলছি তত সহজ নয়। দীর্ঘদিন ধরে অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, আমাদের চিন্তাকে অসাড় করে রেখেছে। এছাড়া পতিত স্বৈরাচার, সাম্প্রদায়িক অপশক্তিসহ ঘাপটি মেরে থাকা বিরাজনীতিকরণের শক্তি এই কাজকে বাধাগ্রস্ত করতে চাইবে। এসব অতিক্রম করেই আমাদের এগিয়ে যাওয়া দরকার।

সম্প্রতি অন্যান্য রাজনৈতিক দলসহ নানা মহল থেকে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের আরও দাবি উত্থাপিত হয়েছে। ধৈর্য ধরে আলোচনার মধ্য দিয়ে এইসব দাবির যৌক্তিকতা বিচার বিবেচনা করে নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার নিশ্চিত করা দরকার।

সরকারকে মনে রাখতে হবে যে, এসব কাজে জনগণের সম্পৃক্ততা ছাড়া উদ্দেশ্য সফল হবে না। তাই জনগণের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা এবং তার সমাধানকে গুরুত্ব না দিয়ে, সমাধান না করে এসব আলোচনাও সফল হবে না।

সাম্প্রতিক সময়ে নানা বিষয় আলোচনা হলেও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি। বহুল আলোচিত দুর্নীতিবাজ সিন্ডিকেট ভাঙা যায়নি। দেশের কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রাখতে কৃষি পণ্যের উৎপাদন খরচ কমানো এবং উৎপাদক সমবায় ক্রেতা সমবায় গড়ে তুলে কৃষক-ভোক্তার স্বার্থ রক্ষা ও উৎপাদিত পণ্যের দামে স্বস্তি আনার কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি।

বিদ্যুৎ পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। এ ব্যাপারেও সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা দেখা যাচ্ছে না। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে রেখেছে। এর থেকে উত্তরণেও এখনো যথাযথভাবে নির্দেশনা দেখা যাচ্ছে না।

বিভিন্ন জায়গায় ‘মব জাস্টিস’-এর নামে অরাজকতা দেখা যাচ্ছে। এই আন্দোলনে কোনো দল বিজয়ী না হলেও বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দলের আধিপত্য দেখা যাচ্ছে। এই সুযোগে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকাদের, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারকদের তৎপরতা চোখে পড়ছে।

মুক্তিযুদ্ধ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, মন্দির, মাজারসহ বিভিন্ন স্থাপনার ওপর আঘাত, কিছু জায়গায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ভাঙচুর চলছে। চাঁদাবাজি দখলবাজির হাত বদল হচ্ছে। সমন্বয়কারীদের কার্যক্রমে বাড়াবাড়ি হচ্ছে। এসব বিষয়ে সর্বত্র সরকারের দৃঢ় অবস্থান দেখা যাচ্ছে না। যা সাধারণ মানুষকে হতাশ করছে। আর অপশক্তিকে সাহস জোগাচ্ছে।

এই সুযোগে কোনো কোনো মহল মুক্তিযুদ্ধের অর্জনকে ধূলিসাৎ করে দিতে চাইছে। এসব বিষয়ে সতর্ক থেকেই গণঅভ্যুত্থানের অর্জনকে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে হবে। বামপন্থী নেতাকর্মীদের এসব অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে হবে প্রতিবাদ প্রতিরোধ করতে হবে। এজন্য বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষকে তার নিজেদের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজপথে সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে। বামপন্থী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী সংগঠকদের উদ্যোগী ভূমিকায় এ কাজকে অগ্রসর করতে পারে।

সাধারণ মানুষ ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের শক্তির ভারসাম্যের ওপর দাঁড়িয়ে যদি এখনকার সংগ্রামকে এগিয়ে নেওয়া যায় তাহলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছ থেকে সাধারণ মানুষের পক্ষে সংস্কার প্রস্তাব ও নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার করে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের আশা করা যাবে।

আর শক্তি ভারসাম্য অন্যদিকে জোরালো হলে তারা তাদের কাজ সম্পন্ন করতে চাইবে। এছাড়া এই সময়ে নানা অপতৎপরতাও সামনে চলে আসবে। বিরাজনীতিকরণের অপশক্তির তৎপরতা বাড়বে। তাই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও শ্রেণিপেশার মানুষের সাথে আলোচনা শুরু করে গণতান্ত্রিক সংস্কারের ধারা এগিয়ে নেওয়া এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যেই দৃশ্যমান কার্যক্রম অগ্রসর করতে হবে।

রুহিন হোসেন প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক,
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)

রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কি সফল হবে?

প্রশান্ত কুমার শীল

গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে পতন হয়েছে ফ্যাসিবাদী সরকারের। গঠিত হয়েছে ছাত্র জনতার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। দায়িত্ব নেওয়ার এক মাস পূর্তিতে অবতরণ ঘটেছে পুরোনো সংকটের। একেক দেশের অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জে হিমশিম খেতে হচ্ছে নতুন সরকারকে তার ওপর সামনে আসছে আন্তর্জাতিক কূট চালের নানা অপতৎপরতাও।

দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমের তথ্য বলছে, ৫ আগস্ট ২০২৪ শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকেই রোহিঙ্গারা আবারও দলে দলে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করছে উখিয়া ও টেকনাফের স্থল ও নৌ পথে সীমান্তের ৩০টি পয়েন্ট দিয়ে। এবার তাদের অনুপ্রবেশের সংখ্যাটাও কিন্তু নেহাত কম নয়। কোথাও শোনা যাচ্ছে দশ হাজার আবার কোথাও শোনা যাচ্ছে বিশ হাজারেরও বেশি।

এখন প্রশ্ন হলো, কেন এত রোহিঙ্গা আবারও বাংলাদেশে প্রবেশ করছে? আমরা কি পারি না তাদের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে? তবে রোহিঙ্গা সংকট সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে আমাদের খুব গভীরে প্রবেশ করতে হবে। চোখ, কান খোলা রেখে মাপতে হবে নির্ধারক ও অনুঘটক বিষয়গুলো।

বাংলাদেশের সাথে দুটি দেশের প্রত্যক্ষ সংযোগ রয়েছে। দেশ দুটি হলো ভারত ও মিয়ানমার। বর্তমান সময়ে ভারতের সাথে আমাদের কাগজে-কলমে না হলেও আপাতদৃষ্টিতে তিক্ত সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। মিয়ানমারের সাথে যে সম্পর্ক খুব মধুর তেমনটা কিন্তু নয়। মিয়ানমারের চলমান গৃহযুদ্ধে বরাবরই বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ককে প্রশ্নবিদ্ধ করে আসছে। তার কারণও আমাদের সবারই জানা—তা হলো রোহিঙ্গা ফ্যাক্টর। প্রতিবেশী দেশের সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় না রাখলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি পড়বে এটা সবাই বুঝি। তাহলে করণীয় কী?

মিয়ানমারের নৃ-গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে সামরিক বাহিনী বা সরকারের সংঘাতের ইতিহাস বেশ পুরোনো। ১৯৪৮ সাল থেকে বিদ্রোহ চলছে সেখানে। এখন সেটা আরও জোরদার ও বিস্তৃত হয়ে উঠেছে বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপগুলোর সঙ্গে সামরিক বাহিনীর লড়াইয়ের ফলে।

বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপের নেতৃত্বে আছে আরাকান আর্মি, আরাকান রোহিঙ্গা ইসলামিক ফ্রন্ট, আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি, আরাকান লিবারেশন পার্টিসহ ছোট বড় বিভিন্ন দল-উপদলের গ্রুপ। তবে তিন মাস ধরে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের রাথিডং শহর ছাড়াও আশেপাশের প্রদেশে যে গৃহযুদ্ধ চলছে তাতে অনেকটা ব্যাকফুটে রয়েছে জান্তা সরকার।

স্বাধীনতার খুব কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে আরাকান আর্মি ও রাখাইন রাজ্য। পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে রাখাইনে সরকার গঠনের অপেক্ষায় রয়েছে আরাকান আর্মি। বলা ভালো, রোহিঙ্গারা মূলত পশ্চিম মিয়ানমারের রাখাইন অঞ্চলের উত্তরাংশে বসবাস করছে। তারা এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ বটে।

আরকান আর্মি মিয়ানমারের স্বাধীনতাকামী একটি গোষ্ঠী। বাংলাদেশের কি উচিত হবে এই মুহূর্তে আরাকান আর্মির সাথে সম্পর্ক রাখা? বাংলাদেশ যদি সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করতে না পারে তাহলে কি তৃতীয় কোনো শক্তির সহায়তা নেবে?

পৃথিবীর প্রায় সব দেশ এখন অভিবাসী সমস্যায় আক্রান্ত। এটি একটি জাতীয় সমস্যাও বটে। বাংলাদেশের রোহিঙ্গা সংকট বেশ পুরোনো হলেও রোহিঙ্গা নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের রাজনৈতিক কার্ড খেলাও কিন্তু বেশ রহস্যের সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে কোনো দেশের বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক রাখার বিষয়ে কোনো প্রবিধান নেই। এখন কি উচিত নয় মিয়ানমারের সাথে আমাদের সম্পর্ক পুনরায় নির্ধারণ করা? মিয়ানমার নীতিতে আমাদের অবস্থান নির্ধারণ করার এখনই সুযোগ বলছেন বিদেশি পর্যবেক্ষকরা।

ইতিহাস বলছে, আরাকান আর্মির সাথে রোহিঙ্গাদের সম্পর্ক ভালো না। মিয়ানমারের জান্তা সরকার রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্বের লোভ দেখিয়ে সেনাবাহিনীতে যোগদানের সুযোগ করে দিয়ে আরাকান আর্মির বিপরীতে দাঁড় করিয়েছে। এতে করে রোহিঙ্গাদের সাথে আরাকান আর্মির জাতিগত সংঘাত আরও তীব্র হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, এত সব সমীকরণে আদৌ রোহিঙ্গাদের ভাগ্যে কি পরিবর্তন ঘটবে?

বাংলা সাহিত্যে একটা প্রবাদ আছে, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। আমরা কি এর যথার্থ ব্যবহার করতে পারি না? মিয়ানমারের জান্তা সরকার যেমন রোহিঙ্গাদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে। আমাদেরও উচিত আরাকান আর্মির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে রোহিঙ্গাদের সমস্যার সমাধান করা। বর্তমান সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ও এই বিষয়ে যথেষ্ট আন্তরিক দেখলাম। তবে খুব কৌশলে এ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। না হলে যে প্রতিঘাতের সম্ভাবনা রয়েছে সেটা মাথায় রাখতে হবে।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশ এখন অভিবাসী সমস্যায় আক্রান্ত। এটি একটি জাতীয় সমস্যাও বটে। বাংলাদেশের রোহিঙ্গা সংকট বেশ পুরোনো হলেও রোহিঙ্গা নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের রাজনৈতিক কার্ড খেলাও কিন্তু বেশ রহস্যের সৃষ্টি করেছে।

লোকের মুখে কান পাতলে এখনো শোনা যায়, শুধুমাত্র নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আশায় নাকি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গাদের নিয়ে বৈশ্বিক সুবিধা ভোগ করার চেষ্টা করেছেন। মানবিক কারণে আশ্রয় দেওয়ার নাম করে তাদের প্রত্যাবর্তনের কোনো দৃশ্যমান সমাধান না করে বরং জিইয়ে রেখেছেন তিনি দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা। বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীর ১২ লাখের যে গল্প শুনি বাস্তবে তা তিন চারগুণেরও বেশি। তা কি আমাদের জানা আছে?

রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবর্তন সমস্যা যে শুধু বাংলাদেশের একার তা কিন্তু নয়। আসিয়ান (Association of Southeast Asian Nations) ভুক্ত দেশ থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়াতেও একই সমস্যা রয়েছে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতও রোহিঙ্গাদের নিয়ে বেশ চাপে আছে। মধ্যপ্রাচ্যেও রোহিঙ্গাদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। এমন একটি অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে, রোহিঙ্গাদের এখন ইউরোপে দেখা যায়। সবারই যদি রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা হয় তাহলে কেন আমরা এর সমাধান করি না?

বাংলাদেশে রোহিঙ্গারা কর্মহীন। রাষ্ট্রের ওপর সরাসরি নির্ভরশীল তারা। তাদের লালন-পালনে রাষ্ট্রের বৃহৎ অর্থ খরচ হয়। এত বিশাল সংখ্যক কর্মহীন ও নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী নিয়ে কীভাবে দেশের প্রতিভূ উন্নয়ন করবো আমরা?

তার ওপরে তাদের আশ্রয় দিয়ে আমরা আমাদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা হীনতায় ভুগচ্ছি। এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের ভাবনার জগৎকে আরও সম্প্রসারিত করতে হবে। এখনই সময় এসেছে আবেগ বাদ দিয়ে বিবেক দিয়ে কাজ করার। বিগত সরকার রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তনে এক প্রকার ব্যর্থ হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, কীভাবে আমরা রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠাতে পারবো? দেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে কি সেই ক্ষমতা আছে? দৃশ্যমান পরিস্থিতির কি কিছুটা উন্নতি হয়েছে?

মাদকের ভয়াবহ রুট হিসেবে বাংলাদেশ ব্যবহৃত হয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। মূলত রোহিঙ্গা ও দেশের কিছু স্থানীয় দালালরা এই চক্রের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে রয়েছে। গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেলের দেশ মিয়ানমার, থাইল্যান্ড ও লাউস থেকে শুরু করে বাংলাদেশ-ভারত হয়ে গোল্ডেন ক্রিসেন্টের দেশ পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ইরানে এই মাদক চালান চলে যায় অনায়াসে।

পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতও রোহিঙ্গাদের নিয়ে বেশ চাপে আছে। মধ্যপ্রাচ্যেও রোহিঙ্গাদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। এমন একটি অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে, রোহিঙ্গাদের এখন ইউরোপে দেখা যায়।

মাদকের এই ভয়াবহ রুট সম্পর্কে আমরা সবাই জানি। কারা এই মাদকের বাহক হিসেবে কাজ করছে তাদের আমরা ধরছি না কেন? কেন আমাদের তৎপরতা নেই? তাদের ধরলে তো রোহিঙ্গাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড আমরা ভাঙতে পারবো।

চলুন দেখা যাক, কীভাবে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে আন্তরিক হতে পারবে। মিয়ানমারের ওপর চাপ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশের বৈদেশিক মিশনগুলোর প্রচার কার্যক্রম বেগবান করতে হবে। স্থায়ী, সফল এবং স্বেচ্ছা প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে রোহিঙ্গাদের যৌক্তিক দাবি বিবেচনায় নিতে হবে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও উপ–আঞ্চলিক সংস্থা, যেমন সার্ক, আসিয়ান, বিমসটেক এবং ওআইসিকে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে প্রভাবিত করতে হবে। রাখাইনে রোহিঙ্গাদের শান্তি ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে জাতিসংঘের নিশ্চয়তা প্রদানকারীর ভূমিকা পালন নিশ্চিত করতে হবে।

অনতিবিলম্বে এবং চিরতরে মিয়ানমারে সহিংসতা ও ‘জাতিগত নিধন’ বন্ধে আন্তর্জাতিক মহলে প্রচার করতে হবে। রাখাইন রাজ্য থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত সব রোহিঙ্গাকে মিয়ানমারে তাদের নিজ ঘরবাড়িতে প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করাতে হবে আন্তর্জাতিক বহুমুখী চাপের দ্বারা। এজন্য দ্বিপক্ষীয় আলোচনা ও প্রত্যাবর্তনের পথ খোলা রেখে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করতে হবে।

শুধু কূটনৈতিক পদক্ষেপ দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না। প্রয়োজন বাস্তবতার। এত বিশাল জনগোষ্ঠীর ভরণপোষণের ভার বাংলাদেশের মতো একটি জনবহুল ও উন্নয়নশীল দেশ অনির্দিষ্টকালের জন্য বহন করা যে অসম্ভব তা বিশ্ববাসীকে বোঝাতে হবে। প্রত্যাবর্তনই রোহিঙ্গা সংকটের একমাত্র স্থায়ী সমাধান এই নীতি ফলাও করে প্রচার করতে হবে। প্রয়োজনে সংকট নিরসনে চীনের সাথে খোলা মনে আলোচনা করতে হবে।

প্রশান্ত কুমার শীল, শিক্ষক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক

বিপ্লবের বীজধান, তোরে মনে পড়ে ভাই!

ফারুক ওয়াসিফ

বাংলাদেশের মাটি উর্বর। কারণ শত শত বছর ধরে এখানে বারবার গণহত্যা হয়েছে। দুর্ভিক্ষেও মারা গেছে কোটি কোটি লোক। সেইসব অগণিত লাশ মাটিতে মিশে গিয়ে মাতৃভূমির বুকে নাইট্রোজেনের জোগান বাড়িয়ে গেছে। নেপোলিয়নীয় যুদ্ধে ইউরোপের বিভিন্ন ময়দানে হাজারো মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। পরে দেখা গেছে, ওইসব যুদ্ধের মাঠের মাটি ব্যাপক উর্বর। কী মর্মান্তিক এ উর্বরতা!

এই দেশে জীবিত মানুষ গুম হয়েছে। এই দেশে নাম-ঠিকানা-ওয়ারিশঅলা মানুষেরা গণকবরে গুম হয়ে আছে। তাহলে কী বদলালাম আমরা? একাত্তরে ভ্যানের ওপর স্তূপ করা লাশ আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে শুনিনি। কিন্তু ২০২৪-এর দীর্ঘ জুলাইয়ে সেই ভয়াবহতা ঘটেছে। একাত্তরেও গণকবরে চাপা দিয়ে বেওয়ারিশ করে দেওয়া হয়েছিল অনেক মানুষকে। আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের বাঁচাতে পারিনি; কিন্তু বেওয়ারিশ করে দেওয়া তো ঠেকাতে পারি এখনও। এখনও লাশগুলো তুলে ডিএনএ টেস্ট করে পরিবারের হাতে ফিরিয়ে দিতে পারি। যাতে একটা কবর হয়, যাতে তাদের মা-বাবা-ভাই-বোন কবরটার পাশে বসে বুকের খাঁ খাঁ শূন্যতা শোক দিয়ে হলেও ভরাতে পারে। না হলে আমৃত্যু বুকের ভেতর শহীদ স্বজনের কবর বয়ে বেড়াতে হবে। সে বড় দুঃসহ। অন্যরা হয়তো মানে, কিন্তু যার যায় সে-ই শুধু জানে।

আমরা তো মুক্ত হয়েছি। আমরা তো আর স্বজনের লাশ শনাক্ত করতে ভয় পাব না। তাহলে কেন পত্রিকার শিরোনাম হয় 'পরিচয়হীন ১০৪ অভাগা!' এই সংখ্যা আসলে কত, তা-ও জানার সুযোগ দিনকে দিন কঠিন হয়ে যাচ্ছে। সরকারকে অনেক দিক সামলাতে হচ্ছে। ঘরের শত্রু বিভীষণ, জাতির শত্রু মীর জাফরদের ছল ও ছুতার কারবার খেয়াল রাখতে হচ্ছে। কিন্তু যদি বেওয়ারিশদের স্মৃতির ওয়ারিশান আমরা না হই, তাহলে বিবেকের কাছে কী জবাব দেব? কী শপথ তাহলে আমরা করলাম, যদি এখনও আন্দোলনে গুলি খাওয়া স্বামীর চিকিৎসার টাকা জোগাতে সন্তানকে বিক্রি করে দিতে হয় কোনো মাকে– দেশের মুখ ছোটো হয়ে যায় না? লাখো ছাত্রছাত্রীর মধ্যে অনেকেই এখনও হাসপাতালে, অনেকে পঙ্গু। দৃষ্টি হারিয়েছে চারশতেরও বেশি মানুষ। ১৮ হাজার আহত মানুষের বেশির অংশটাই তো শ্রমজীবী।

এবং এই আন্দোলন কেবল ঢাকাকেন্দ্রিক ছিল না। রংপুরের গ্রামের ছেলে আবু সাঈদের মৃত্যু যেভাবে সারাদেশকে জাগিয়ে দিয়েছিল, আর কোনো মফস্বলি প্রতিরোধ এভাবে জাতির হৃদয়ের মণিকোঠাকে নাড়িয়ে দিতে পেরেছিল কি? সারাদেশের রিকশাচালকেরা যেভাবে সহযোগী বাহিনী হয়ে উঠেছিল, সেটা কি বিদ্রোহী ব্যাকরণের শক্তিধর এক সূত্র আমাদের হাতে ধরিয়ে দেয় না?

এই দেশের রিকশাচালক থেকে শ্রমিক-কৃষকেরা অদ্ভুত এক প্রজাতির মানুষ। নিজের ছেলেমেয়েকে পড়াতে পারছেন কিনা তার ঠিক নাই, অথচ ছাত্রদের বুকে গুলি লাগলে তারা সহ্য করতে পারেন না। দীনহীন রোগাভোগা মানুষদের মধ্যে তখন যেন ঘুমন্ত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার জেগে ওঠে। তারা তখন প্রতিশোধ নেন। ১৯৫২ থেকে ২০২৪ এটাই দেখেছি আমরা। ২০০৬ সালে দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে কয়লা খনিবিরোধী আন্দোলনে ৩ কিশোর নিহত হয়েছিল। নিজের চোখে দেখেছি সেই দৃশ্য। একটা কৃষক জনপদ, একটা ধানের রাজধানী কী যে বিপুল তেজস্ক্রিয় আবেগে বিস্ফোরিত হয়েছিল! বেশ কিছুদিন প্রশাসন ওই এলাকায় ঢুকবার সাহস পায়নি। আর এখন আনুমানিক ১৬শ মানুষকে হত্যা করা হলো– হয়তো আরও গায়েব করা লাশের শুমার করা বাকি আছে– বাংলাদেশ ফেটে পড়ল। তারপরও সব আহত চিকিৎসা পেল না, সব বেওয়ারিশ যথাযোগ্য জানাজা ও সৎকার পেল না, পেল না কবর কিংবা দাহ হওয়ার সুযোগ।

যদি এটাই হয়, তাহলে এক মায়ের বেওয়ারিশ ছেলেটার ভাইয়ের হাহাকারই সত্য হবে। এটা একটা স্লোভেনীয় কবি দানে জাইছের কবিতা। সেই দেশেও যুদ্ধ হয়েছিল, সেই দেশেও বেওয়ারিশ লাশ উদ্ধার হচ্ছিল অনেক অনেক দিন পরে! ছেলেটা বলছিল, 'তোরে মনে পড়ে ভাই!'

তোরে মনে পড়ে ভাই

> সরকারকে, ছাত্রজনতাকে, গণতন্ত্রের লড়াকু রাজনৈতিক দলগুলোকে বহুভাবে ব্যতিব্যস্ত রাখা হবে। প্রতিটি গোষ্ঠীর চারপাশে অবিশ্বাসের খাদ খোঁড়া হবে। মূল ইস্যু যে রাষ্ট্র পুনর্গঠন এবং মাফিয়াতন্ত্রের খুঁটি ওপড়ানো, তা থেকে নজর সরানোর জন্য বহু ধোঁয়াশা তৈরি করা হবে।

মায়ে কয়, আমি তার সুন্দর শাদা দাঁত দেইখা
মাথার খুলিটা চিনবার পারছি।
সুন্দর শাদা দাঁত
মাটিতে কামড় দিয়া আছে,
সুন্দর খয়েরি চোখগুলাও
ভইরা ছিল মাটিতে,
মজবুত শাদা হাড়গুলি
আগে তো হাতই আছিল,
যেই হাত দিয়া অয়ে কোনো মাইয়ারে আদর করে নাই।
এখন মাটিরে আদর করতাছে
অর মজবুত শাদা হাড়গুলি।
হের নূরের মতো কচি দাঁতগুলি
মাটির ভিতরে পোঁতা।
বসন্তে নবান্ন আনে এই জমিন।
এই পাষাণ কঠিন মাটি
তার আন্ধার চোয়ালে সবাইরে গিল্যা নেয়।
বুইড়া মাইনষের মরণ বেজায় কঠিন।
আরও কঠিন ওই সুন্দর চোখগুলির
ফসল গজানোর নবান্নের দিন,
চোখগুলা কোনো দিন উদাম মেয়েলোক দ্যাখে নাই।
কোনো মাইয়াও কোনোদিন
ফিশফিশায়ে চুমু খাইতে খাইতে অরে কয় নাই:
আমি তোমার
(ওই চোখ আসলে কিছুই দ্যাখে নাই)
ওই চোখ থাইকা কি গজাইব কিছু
নিষ্ফলা নবান্নের কালে এই পাষাণ মাটিতে?
তোরে মনে পড়ে, ভাই।
আমাগো মা তোর শাদা দাঁত চিনছিল
তোর দামাল সুন্দর দাঁত,
এই বাঁজা পৃথিবীর নবান্ন ফসল।

গুলিতে মারা যাওয়া এত মানুষের লাশগুলো মাটিতে মিশে যাবে। মানুষের দেহের নাইট্রোজেন মাটিকে উর্বর করবে। মৃত্যুগুলো বৃথা যাবে না। মরদেহগুলো মাটিকে উর্বর করতে থাকবে–এই কি আমাদের একটুখানি সুখ?

আগে যা হয়েছে তা হতে পারে না। ভাষা আন্দোলনে শহীদের সংখ্যা দুই আঙুলেই গুনে শেষ করা যায়। নব্বইয়ের শহুরে গণঅভ্যুত্থানের শেষ তিন মাসে নিহতের সংখ্যা ৫০ ছাড়ায় নাই। এমনকি এরশাদ পতনের আগের সপ্তাহে ডা. মিলন ও জেহাদ ছাড়া উল্লেখযোগ্য আত্মদান ঘটেনি। আর জুলাই মাসের শেষ ১৪ দিন আর আগস্টের প্রথম ৫ দিনে মৃতের সংখ্যা দেড় হাজারেরও বেশি, আহত ১৮ হাজার। ভাবা যায়! ভাবা যায় কী দানবকে কী অসম্ভব সাহস আর শহীদানে রুখে দিয়েছিল আমাদের ছেলেমেয়েরা! আগের সব রাজনৈতিক দলের আন্দোলনে পুলিশের বিরুদ্ধে হাতে কাটা বন্দুক কিংবা ককটেল অন্তত তুলে নিয়েছিল প্রতিবাদকারীরা। কিন্তু এইবারে এরা আবু সাঈদের মতো নিরস্ত্র, মুগ্ধের মতো নিরীহ, রিয়া গোপের মতো নিষ্পাপ, ফারহানের মতো জানবাচ্চা। একটা ছবিতে দেখা যায়, গলির ভেতর তিনটি কিশোর হাতে লাঠি নিয়ে সতর্কভাবে এগোচ্ছে। গলির মাথায় পুলিশ ও ছাত্রলীগের বন্দুকধারীরা। কিন্তু ওই তিন মুক্তিযোদ্ধা পিছু হটেনি। নিজের মহল্লা, নিজের গলি কিংবা নিজের ক্যাম্পাসকে তারা দানবের হাতে তুলে দেয়নি। মরেছে, তবু এক ইঞ্চি মাটি ছাড়েনি।

এই সব গল্প আমাদের বলে যেতে হবে। এই শ্রাবণ বিপ্লবে বাংলাদেশের ১৮ কোটি মানুষের ১৮ কোটি গল্প বলবার আছে। সেইসব গল্প অবশ্যই শুনতে হবে সরকারকে। শহীদদের কোনোভাবেই ভুলে যেতে দেওয়া যাবে না। গণভবনকে যে শ্রাবণ বিপ্লবের জাদুঘর করার বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত এসেছে। কিন্তু এই জাদুঘর তো নিছক স্মৃতির প্রদর্শনী হতে পারে না, ছবি বা গুলির খোসার গ্যালারি হতে পারে না। এই জাদুঘরকে হতে হবে জীবন্ত ইতিহাস, গণহত্যার অনুসন্ধানী গবেষক, শহীদদের পক্ষের সজাগ পাহারাদার, ইতিহাসের দারোয়ান।

সরকারকে, ছাত্রজনতাকে, গণতন্ত্রের লড়াকু রাজনৈতিক দলগুলোকে বহুভাবে ব্যতিব্যস্ত রাখা হবে। প্রতিটি গোষ্ঠীর চারপাশে অবিশ্বাসের খাদ খোঁড়া হবে। মূল ইস্যু যে রাষ্ট্র পুনর্গঠন এবং মাফিয়াতন্ত্রের খুঁটি ওপড়ানো, তা থেকে নজর সরানোর জন্য বহু ধোঁয়াশা তৈরি করা হবে। হোক, কিন্তু যখনই পথ হারাবার ভয় আসবে, যখনই বিভেদের ফাঁদে পা আটকে যাবে, যখনই লোভের চোরাবালিতে গতি আটকে যাবে, তখনই যেন মনে পড়ে হাসপাতালে শুয়ে থাকা পা হারানো কিশোরটির কথা, চোখ হারানো ভাইটির কথা, কবরে শুয়ে থাকা বিপ্লবের বীজধানের মতো শহীদদের কথা। ভুল করার সুযোগ নাই, ভুলবার সুযোগ তো একেবারেই নিষিদ্ধ!

ফারুক ওয়াসিফ: কবি ও লেখক; সাংবাদিক

সৌজন্যে: সমকাল

অকাতরে রক্তদান যেন ব্যর্থ না হয়

ড. ইজাজ আহসান

বাংলাদেশ সম্ভবত জন্মলগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত এই ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়নি। একদিকে চরম অর্থনৈতিক সংকট, অন্যদিকে তার চেয়েও বেশি রাজনৈতিক সংকট। পনেরো বছরেরও বেশি সময় ক্ষমতা ধরে রাখা আওয়ামী লীগ সরকারের নানা বিশৃঙ্খলা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে এক ভয়াবহ সংকটের দিকে ঠেলে দিয়েছে। অর্থনীতির যে ভিত্তিগুলোর ওপর একটা দেশ দাঁড়িয়ে থাকে, তার প্রায় সবগুলোই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভীষণভাবে। অর্থনীতি এখন অতিক্রম করছে স্মরণকালের সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্ত। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, আন্তঃদেশীয় লেনদেনের ভারসাম্য, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিনিয়োগ কর্মসংস্থান পুঁজিবাজার আর বিশেষ করে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অনিয়ম আর দুর্নীতি দেশের অর্থনীতিকে পর্যুদস্ত করে দিয়েছে। এখন এই ভেঙে পড়া অর্থনীতিকে আবার পুনর্গঠিত করতে হবে যত দ্রুত সম্ভব।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে সব থেকে প্রথমে আসে ব্যাংকিং খাতের কথা। ঋণ জালিয়াতি, অনিয়ম অর্থপাচার, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণহীনতা ব্যাংকিং খাতকে দেউলিয়ত্বের দ্বার প্রান্তে নিয়ে গেছে। দেশের আটটি ব্যাংক ইতিমধ্যেই দেউলিয়া হওয়ার পথে। এই ব্যাংকগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটা ইসলামি ধারায় পরিচালিত। কিছুদিন আগে এগুলোকে দুর্বল ব্যাংক হিসাবে চিহ্নিত করে অন্যান্য সবল ব্যাংকগুলোর সাথে একীভূত করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়। কিন্তু তা বিফলে যায়, কেননা কোনো সবল ব্যাংক দুর্বল একটা ব্যাংকের দায় কেন নিতে যাবে? তবে ব্যাংকগুলোর এই অবস্থা কেন তা জানা প্রয়োজন। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অনেক কারণে ব্যর্থ হতে পারে। যেমন প্রতিযোগিতায় পেরে না ওঠা, অদক্ষ ব্যবস্থাপনা বাজারে সেই পণ্য বা সেবার চাহিদা না থাকা ইত্যাদি। কিন্তু এই ব্যাংকগুলোর দুরাবস্থার যদি কারণ দেখতে চান তবে দেখবেন যে এদের সফল না হওয়ার একটাই কারণ আর সেটা হল দুর্নীতি। ব্যাংকগুলো দুর্নীতির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ ঋণ দিয়েছে বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে, ফলে সৃষ্টি হয়েছে বিপুল পরিমাণ মন্দ ঋণ। মন্দ ঋণের এই বোঝা বহনের ক্ষমতা এই ব্যাংকগুলোর নেই।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে শপথ নিচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা ড.মুহাম্মদ ইউনূস। ফাইল ছবি

এখানে ত্রাণকর্তা হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আবির্ভূত হয়েছে কখন মূলধন সহায়তা দিয়ে আবার কখন পরিচালনা পর্ষদ বাতিল করে প্রশাসক নিয়োগ করে। কিন্তু এতে করে কোনো লাভ হয়নি, হবেও না। মূলত যেটা করতে হবে সেটা হল দুর্নীতি করার রাস্তা চিরতরে বন্ধ করা। ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপি আর দুর্নীতির মাধ্যমে নেওয়া ঋণের ব্যাপারে দ্রুত আরও কঠিন ব্যবস্থা নিতে হবে। রাজনৈতিক পরিচয়ে আর যেন কেউ ঋণ নিতে না পারে সে ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে। অনেক সময় ঝুঁকিপূর্ণ জানা সত্ত্বেও ব্যাংক ম্যানেজারদের ঋণ অনুমোদনে বাধ্য হতে হয় রাজনৈতিক ক্ষমতাধরদের ধমকে, এরকম নজির ভূরিভূরি আছে। ঋণের বিপরীতে বন্ধকি সম্পত্তির মূল্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেখান হয়। এভাবে নিত্য নতুন উপায়ে এক শ্রেণির লোক বিপুল অর্থের মালিক বনে যাচ্ছে। আর রাতারাতি ব্যাংকগুলি হয়ে যাচ্ছে দেউলিয়া। একটা দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা দেউলিয়া হলে সেই দেশের

> বর্তমান সরকারের প্রতি দেশের মানুষের ও বিশ্ববাসীর অকুণ্ঠ সমর্থন আছে। এটাকে কাজে লাগিয়ে এই দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া সরকারের পক্ষে সহজ। জনগণের চাওয়াও তাই। সুতরাং সংস্কার শুধু কিছু দুর্নীতি-বাজকে পদ থেকে সরিয়ে দিলেই হবে না। এই সব কাজ যাতে কেউ ভবিষ্যতে করার সাহস আর শক্তি না পায় তার স্থায়ী ব্যবস্থা করতে হবে।

অর্থনৈতিক অবস্থা কি হতে পারে তা আমরা সবাই কম বেশি জানি। জানি বললে ভুল হবে, টের পাচ্ছি হাড়ে হাড়ে। ব্যাংকিং ছাড়াও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খাত যেমন বিমা, পুঁজিবাজারসহ সব জায়গায় প্রয়োজন আমূল সংস্কারের। বিগত প্রায় পনেরো বছর ধরে পুঁজিবাজার বিপর্যস্ত। অসাধু চক্রের কারসাজিতে মূল্য কমিয়া বাড়িয়ে এই শ্রেণির লুটেরেরা লুটে নিচ্ছে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের অর্থ। ধীরে ধীরে নিরুৎসাহিত হচ্ছে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ। অথচ ব্যাংকিং-এর পাশাপাশি অর্থায়নের একটা বড় উৎস হল পুঁজিবাজার। পৃথিবীর সব উন্নত দেশেই পুঁজিবাজারই তাদের অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাই পুঁজিবাজার সংস্কারে বিশেষ মনোযোগী হওয়া দরকার এখনই। দেশের শিল্প-বাণিজ্য খাতও এখান থেকে প্রয়োজনীয় মূলধনের জোগান পেতে পারে সহজেই, তাতে করে কর্মসংস্থান হবে আর সেই সাথে অর্থনীতিও বেগবান হবে।

আমাদের দেশে আরেকটা বড় সমস্যা হল চাঁদাবাজি। সারা দেশে এ ব্যাধি এমন ভাবে জেঁকে বসেছে যে তা প্রায় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে যাচ্ছে। এমন কোনো জায়গা নেই যেটা চাঁদাবাজির আওতার বাইরে। সর্বনিম্ন পর্যায় থেকে মন্ত্রী পর্যন্ত–সবাই এর সাথে জড়িত। বিশেষ করে পরিবহণের চাঁদাবাজি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির একটা অন্যতম কারণ হিসেবে দেখা যাচ্ছে। সরকার পরিবর্তন হলে চাঁদাবাজের সিন্ডিকেটেও পরিবর্তন আসে। ক্ষমতাসীন দলের চাঁদাবাজরা সেই স্থান দখল করে ফলে চাঁদাবাজি আর বন্ধ হয় না। পরিবহণ শ্রমিক সংগঠনগুলো রাজনৈতিক দলগুলোর সক্রিয় কর্মী হিসেবে পরিচিত। তাই জানা সত্ত্বেও অনেক সময় তাদের এই অন্যায় কর্মকাণ্ডে কোনো বাধা দেয় না। আবার অনেক ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাও এদের চাঁদাবাজির ভাগীদার থাকে। তাদের নিয়মিত নজরানা দিতে হয়। সুতরাং এদের এই চক্র ভেদ করে বের হওয়া খুবই কঠিন। এই সমস্ত বিষয় আমাদের অর্থনীতিকে পঙ্গুত্বের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তাই শক্ত হাতে এদের শিকড় উপড়ে ফেলতে হবে চিরতরে। এছাড়া আমাদের প্রশাসন যে কি পরিমাণ দুর্নীতিগ্রস্থ তা এক ছাগলকাণ্ডই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। আমাদের কর ব্যবস্থাপনা ও রাজস্ব খাতেও প্রয়োজন আমূল সংস্কার।

বর্তমান সরকারের প্রতি দেশের মানুষের ও বিশ্ববাসীর অকুণ্ঠ সমর্থন আছে। এটাকে কাজে লাগিয়ে এই দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া সরকারের পক্ষে সহজ। জনগণের চাওয়াও তাই। সুতরাং সংস্কার শুধু কিছু দুর্নীতিবাজকে পদ থেকে সরিয়ে দিলেই হবে না। এই সব কাজ যাতে কেউ ভবিষ্যতে করার সাহস আর শক্তি না পায় তার স্থায়ী ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে আইন সংশোধন বা নতুন আইন করতে হবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে অর্থনৈতিক সংস্কার না হলে, দেশে সামাজিক শৃঙ্খলা আসবে না। লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে দ্বারে দ্বারে। আর যারা অল্প শিক্ষিত তারা বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। প্রতারিত হচ্ছে পদে পদে। অনেকেই ভূমধ্যসাগরে ডুবে মরছে। চুরি ছিনতাই ডাকাতি বেড়ে চলেছে আশঙ্কাজনকভাবে। এর পিছনে দায়ী আমাদের অর্থনৈতিক বিপর্যয়। তাই এখনই সময় এগুলির মূলোৎপাটন করার আর তবেই এর হাত ধরে সামাজিক আর রাজনৈতিক সংস্কার আসবে নিশ্চিতভাবে। এই আশায়ই দেশের মানুষ অকাতরে রক্ত দিয়েছে।

লেখক ও গবেষক: ড. ইজাজ আহসান

রাম ছাগলের বিদ্রোহ

এইচ বি রিতা

ছাগলেরা বড্ড কষ্টে আছে আজকাল। মানুষজন তাদের নাম নিয়ে রীতিমতো উপহাস করছে, যেন পৃথিবীতে ছাগল হয়ে জন্ম নেওয়াটা মহাপাপ! তাদের সবচেয়ে বেশি রাগটা হলো, মানুষরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হলেই বলে, "ওরে রাম ছাগল! ছাগলের তিল নাম্বার বাচ্চা..!" বিশেষ করে স্বৈরাচার সরকারের পতনের পর আ'লীগ সমর্থকদের কথা কথায় এই ছাগল মার্কা কথাগুলো দিয়ে গালি দেয়া হচ্ছে। ছাগলদের মনে প্রশ্ন, 'আচ্ছা, আমরাই কি সবার গালি দেওয়ার জিনিস নাকি?'

এ নিয়ে 'বিশ্ব ছাগল ইউনিয়ন' ক্ষুব্ধ। তাদের অভিযোগ, 'আমরা কোনোভাবেই মনুষ্য কুকর্তির জন্য দায়বদ্ধ নই।'

একদিন, বিশ্ব ছাগল ইউনিয়নের লিডার মিঃ মে-এ-এ, অতি দুঃখ প্রকাশ করে একটি চিঠি লিখলেন সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস্ এর কাছে।

"প্রিয় মেয়র এরিক অ্যাডামস্,

জানিনা আপনি কেমন আছেন, তবে ধরে নিচ্ছি আপনি বেশ ভালোই আছেন। আপনার ব্যস্ততার মাঝে আপনাকে ধরা মুশকিল! যাই হোক, এই কষ্টের সময়ে আপনার কাছে একটা অভিযোগ দায়ের করছি আমি, মিঃ মে-এ-এ। আশাকরি আপনি আমার অভিযোগ পত্রটি পড়ে এবং মনুষ্য জাতির প্রতি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদের জীবন ধন্য করবেন।

আমরা, বিশ্ব ছাগল ইউনিয়ন, গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, বর্তমানে স্বৈরশাসকের পতন এবং রাজনৈতিক গোলযোগে মানুষ সম্প্রদায় আমাদের মতো শান্তিপ্রিয় ছাগলদের নাম ব্যবহার করে গালাগালি করছে। এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত অপমানজনক। আমরা নিরীহ, শ্রমসাধ্য জীবনে বিশ্বাসী, মানবকল্যাণে নিবেদিত এবং মানুষের উপকারে নিজেদের উৎসর্গ করি। আমরা কোনো রাজনীতি করি না বরং নিজের জীবন দিয়ে মানুষকে সাহায্য করি। আ'লীগ কর্মীদের কাজকর্ম, অর্থ আত্মসাৎ, দুর্নীতি, জনগণের অধিকার হরণ, এবং গুম-খুনের ইতিহাস আমাদের আদর্শ ও নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা কেবল নিজেদের স্বার্থে কাজ করে, অন্যদিকে আমরা মানুষের কল্যাণে। আ'লীগ হোক বা ভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী, মানুষের কুকর্ম ও অনৈতিক অবস্থান আমাদের গোষ্ঠীর নীতিমালার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা আমাদের পরিচ্ছন্ন গোষ্ঠীর সম্মান বজায় রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

কিন্তু কতিপয় দুষ্কৃতকারী, নিজেদের মূর্খতার সদ্ব্যবহার করে আমাদের নামে গালাগালি করছে। এই দুস্কৃতকারীদের সামনে আমরা কিভাবে বাঁচব, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন!

তাই আপনার কাছে করুণ মিনতি, এই দুষ্টু লোকদের ওপর একটি অগ্নিকুণ্ড ছাড়ুন যেন আমরা একটু শান্তি পাই।

আপনার অসাধারণ বিচার বিবেচনার অপেক্ষায়-

বিশ্ব ছাগল ইউনিউন।"

> অবশেষে ছাগলেরা শান্তিতে ফিরে গেল নিজ নিজ খামারে। মানুষগুলো ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরল। কেউ আর 'রাম ছাগল' শব্দটি উচ্চারণ করার সাহস পেল না।

যাইহোক, অভিযোগ পত্র তো দায়ের করা হলো। কিন্তু মাস পেরুলো, মেয়রের পক্ষ থেকো বিচারের কোনো আভাস পাওয়া গেল না।

হতাশগ্রস্ত ছাগলেরা একদিন মিটিং ডেকে বসল। নিউইয়র্ক শহরের 'মারিয়াভিল গোট ফার্ম' এর ব্যাকইয়ার্ডে জমে উঠল সভা। সভার প্রধান হলো বুড়ো ছাগল—রামছাগল মহাশয়, বয়সের ভারে চুল সাদা, কিন্তু তেজ ঠিকই ধরে রেখেছেন। রামছাগল একটা পাথরের উপরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বন্ধুগণ, এই পৃথিবী আমাদের মতো সৎ, নিরীহ প্রাণীর এত অবমাননা আর সহ্য করা উচিত নয়। আমরা শান্তিপ্রিয় প্রাণী, তবু কেন আমাদের নাম ব্যবহার করে মানুষজন তাদের সব বাজে কথা বলে?'

পেছন থেকে একটা বাচ্চা ছাগল বলে উঠল, 'দেখুন না, মানুষের ছেলেমেয়েরা আমাদের দেখলেই বলে, ওই রাম ছাগল, কত বড়ো! এর কোনো মানে হয়?'

রামছাগল গুরুগম্ভীর গলায় বললেন, 'এই অপমানের দিন শেষ! আমরা বিদ্রোহ করব!'

বিদ্রোহের কথা শুনে সবাই বেশ উৎসাহ পেলে। কয়েকজন তরুণ ছাগল বলল, 'বিদ্রোহ! দারুণ! কিন্তু কীভাবে?'

রামছাগল বললেন, 'আমরা মানুষের দিকে আমাদের শিং তুলে ধরব! আমরা সোজা গিয়ে তাদের অফিস, বাড়ি—সব জায়গায় জোর করে ঢুকব, আর মানুষদের জানিয়ে দেব যে ছাগলেরাও মানসম্মান নিয়ে বাঁচে। আমাদেরকে আর 'রাম ছাগল' বললে তাদের জীবন দুর্বিষহ করে দেব!'

ছাগলেরা চিৎকার করে উঠল, 'হ্যাঁ! আমরা বিদ্রোহ করব!'

এদিকে শহরের মানুষজন কিছু টেরই পেল না। তারা তাদের দৈনন্দিন কাজে যখন ব্যস্ত, ঠিক তখনই হঠাৎ শহরের রাস্তায় শত শত ছাগল ঢুকে পড়ল। অফিসে মিটিংয়ে থাকা লোকজন জানালা দিয়ে মুখ বের করে দেখল, কিছু ছাগল চেঁচাচ্ছে, 'আর একবার বল 'রাম ছাগল! দেখি কী হয়!'

সেদিনই এক রেস্তোরাঁয় এক লোক ছাগলের মাংসের অর্ডার দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ করে তিন-চারটা ছাগল ঢুকে পড়ল। তারা মেনুটা ছিনিয়ে নিয়ে বলল, 'আমাদের মাংস দিয়ে ভোজন? একদম না! আমরা তোমাদের স্যান্ডউইচ বানিয়ে দেব, সেটা খাও!'

মানুষেরা ছাগলদের এমন কাণ্ড দেখে হতবাক! এক বৃদ্ধা তার ছেলের বিয়েতে গিয়ে বলল, 'ছেলের বাবাকে একটু বলো, ছাগলের মতো বোকামি না করতে!' হঠাৎ ছাগলের দল দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ল সেখানে। প্রধান ছাগল বলল, 'আমাদের বোকা বলবে? এবার দেখো আমরা কীভাবে তোমার বিয়ের অনুষ্ঠান ভণ্ডুল করি!'

এভাবে প্রতিটি জায়গায় ছাগলেরা এমন তাণ্ডব চালাল যে মানুষজন ছাগলদের থেকে ভীষণ ভয় পেতে শুরু করল। ছাগলেরা কোথাও জিনিসপত্র এলোমেলো করতে লাগলো, কোথাও মানুষদের সরাসরি হুমকি দিতে লাগলো। এক পর্যায়ে রামছাগল 'যমুনা টিভি'র এক টিভি সাক্ষাৎকারে এসে বললেন, 'আমরা শুধু চাই সম্মান! আমাদের আর ছাগল বলে কটাক্ষ করা যাবে না!'

মানুষেরা এমন বিদ্রোহের তোড়ে ঘাবড়ে গেল। এক রাজনীতিবিদ ঘোষণা দিলেন, 'আজ থেকে ছাগলদের কোনো অসম্মান হবে না। 'রাম ছাগল' কথাটাই আজ থেকে নিষিদ্ধ! তারপরও যারা নিয়ম অমান্য করবেন, তাদেরকে তিন বছরের জেল জরিমানা করা হবে।'

অবশেষে ছাগলেরা শান্তিতে ফিরে গেল নিজ নিজ খামারে। মানুষগুলো ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরল। কেউ আর 'রাম ছাগল' শব্দটি উচ্চারণ করার সাহস পেল না।

সুযোগ পেলে ঘাড়ে উঠে বাঁদর

বিচিত্র কুমার

মানুষের জীবনে সুযোগের অপব্যবহার একটি সাধারণ প্রবণতা। আমাদের সমাজে এই প্রবণতা বহু ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হয়। বিশেষ করে কর্মক্ষেত্র, পারিবারিক সম্পর্ক এবং সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিসরে এই আচরণ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। যেমন বাঁদর সুযোগ পেলেই মানুষের ঘাড়ে ওঠার চেষ্টা করে, তেমনি মানুষও ক্ষমতার আসনে বসে, সুযোগ পেলে অন্যের ওপর প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করে। এই প্রবন্ধে আমরা মানুষের জীবনের বাস্তব চিত্রগুলোর মাধ্যমে এই প্রবণতা বোঝার চেষ্টা করব।

কর্মক্ষেত্র এমন একটি জায়গা, যেখানে মানুষ তার মেধা, পরিশ্রম এবং দক্ষতার ভিত্তিতে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু সবসময় তা হয় না। অনেক ক্ষেত্রেই একজন ব্যক্তি সুযোগ পেলেই নিজের অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে অন্যের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন বস তার অধীনস্থদের ওপর অতিরিক্ত কাজের চাপ দেন, তাদের সাফল্যের কৃতিত্ব নিজের নামে চালিয়ে দেন। আবার, সহকর্মীরাও একে অপরের কাজের ফলাফল নিজেদের প্রাপ্য বলে দাবি করেন। এ ধরনের আচরণ কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা এবং শোষণ বাড়িয়ে দেয়। একে অপরকে নিচে নামানোর প্রবণতা দেখা যায়, যা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে। এমন পরিবেশ কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ ও হতাশা তৈরি করে। এই প্রবণতা শেষ পর্যন্ত সৃজনশীলতা এবং কর্মদক্ষতার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।

> ক্ষমতা এবং সুযোগের অপব্যবহার মানুষের সাফল্যকে ক্ষণস্থায়ী করে তোলে, কিন্তু সঠিক ব্যবহার তাকে দীর্ঘস্থায়ী করে।

পারিবারিক সম্পর্কেও এমন ঘটনা ঘটে, যেখানে পরিবারের সদস্যরা নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে। একজন বাবা-মা কখনও কখনও সন্তানদের ওপর তাদের ইচ্ছা বা মতামত চাপিয়ে দেন, যা সন্তানদের স্বাধীন চিন্তা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে। আবার, ভাইবোনদের মধ্যেও বড়রা ছোটদের ওপর কর্তৃত্ব ফলাতে চায়। তারা সুযোগ পেলেই নিজেদের স্বার্থে ছোটদের ব্যবহার করে, যা একটি পরিবারে মতভেদ এবং বিবাদ সৃষ্টি করতে পারে। পরিবার একটি সহানুভূতির স্থান হওয়া উচিত, যেখানে সবাই একে অপরকে সহযোগিতা করে। কিন্তু যখন ক্ষমতার অপব্যবহার শুরু হয়, তখন তা সম্পর্কের মাঝে ফাটল ধরিয়ে দেয়।

সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এই প্রবণতা অত্যন্ত প্রকট। রাজনীতির মঞ্চে অনেকেই ক্ষমতার সুযোগকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে। জনগণের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা ক্ষমতা গ্রহণ করে, কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর তারা নিজেদের ক্ষমতা বাড়াতে এবং তা দীর্ঘস্থায়ী করতে নানা ফন্দি-ফিকির করে। সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করে ক্ষমতার অপব্যবহারে লিপ্ত হয়। এর ফলে সমাজে অরাজকতা, দুর্নীতি এবং শোষণ বৃদ্ধি পায়। রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে, সাধারণ মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। এর ফলে সমাজে বিভাজন ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। ক্ষমতার সঠিক প্রয়োগ না হলে সমাজে শৃঙ্খলা এবং ন্যায়বিচার স্থাপন করা সম্ভব হয় না।

মানুষের এই প্রবণতা থেকে মুক্তির উপায় হলো আত্ম-সংযম এবং নৈতিকতার চর্চা। ক্ষমতা বা সুযোগ পেলেই তা নিজের স্বার্থে ব্যবহার করার আগে ভাবা উচিত, তার ফল কী হবে। আত্ম-সংযম এবং নৈতিকতার চর্চা করলে সমাজ, পরিবার এবং কর্মক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব। ক্ষমতা মানুষকে অনেক কিছু দেয়, কিন্তু এর সঙ্গে দায়িত্বও আসে। যারা এই দায়িত্বের গুরুত্ব বুঝতে পারে, তারা ক্ষমতার অপব্যবহার না করে সঠিক পথে পরিচালিত হয়। তাদের কাজের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয়, যা সমাজের সামগ্রিক মঙ্গলের জন্য প্রয়োজনীয়।

এই প্রবণতা কোনো নতুন বিষয় নয়, বরং মানুষের আচরণের একটি পুরনো বৈশিষ্ট্য। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আরও বেশি ক্ষমতা ও সুযোগের দাস হয়ে উঠেছে। তবে এটি সম্ভবত মানুষের মধ্যে থাকা আত্ম-উন্নয়নের ইচ্ছা এবং নৈতিকতার চর্চার মাধ্যমে দমন করা যায়। যখন কেউ ক্ষমতার অপব্যবহার না করে, বরং সেটিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে, তখনই সে প্রকৃত উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। ক্ষমতা এবং সুযোগের অপব্যবহার মানুষের সাফল্যকে ক্ষণস্থায়ী করে তোলে, কিন্তু সঠিক ব্যবহার তাকে দীর্ঘস্থায়ী করে।

"সুযোগ পেলে ঘাড়ে উঠে বাঁদর" এই প্রবাদটি মানুষের আচরণের একটি সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে। আমরা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হই, যেখানে ক্ষমতা এবং সুযোগকে নৈতিকভাবে ব্যবহারের প্রশ্ন ওঠে। যারা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে, তারাই সমাজের প্রকৃত উন্নয়নের পথে চলতে পারে। তাই আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে দায়িত্বশীল হতে হবে এবং নিজেদের স্বার্থের বাইরে গিয়ে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের কথা ভাবতে হবে।

মাকড়সা ও টিকটিকির আহার

সাঈদুর রহমান লিটন

বাড়িতে কেউ নেই। আমি একাই আছি। বাড়ির সবাই আত্মীয়ের বাড়িতে দাওয়াত খেতে গেছে। আজ আর ফিরবে না। আমি ল্যাপটপ নিয়ে বসে আছি। নিরিবিলি নিশ্চুপ একটা রুম। বারান্দার রুম। এই রুমে একটা বইয়ের সেল্ফ আছে। আর আছে একটা টেবিল আর চেয়ার। টেবিলের উপর কিছু। বইয়ের সেল্ফটা অনেকটা জানালা ঘেঁষাঘেঁষি। বিঘত খানিকবা বিঘত দেড়েক ফাঁকা। ঐ জায়গাটুকুতে খুব একটা আলো পড়েনা। অনেকটা এমন যে ঘরের মধ্যে ভুতুড়ে জায়গা।

আমি ল্যাপটপ নাড়াচাড়া করছি। নাড়াচাড়া ছাড়া উপায় নেই। কারণ এখন ও কম্পিউটারের কাজ ভালো করে পারিনা। নতুন কিনেছি। অনেক পিড়াপিড়িতে আব্বু কিনে দিয়েছে। আব্বুকে অবশ্য মিথ্যা কথা বলতে হয়েছে যে আমি ল্যাপটপের টাইপিং গুলো করতে পারি। আমি ভালো করে টাইপিং করতে পারি জেনেই আব্বু অনেকটা খুশি হয়েই কিনে দিয়েছেন। আসলে আমি কিচ্ছুই পারি না। সবে মাত্র শুরু করেছি। আর আত্মীয় বাড়িতে দাওয়াত খেতে যাওয়া হয়নি এই ল্যাপটপ চালানোর নেশাতেই।

বুক সেল্ফের মাথার দিকে একটা মাঝারি সাইজের বাদামী রঙের মাকড়সা পড়লো। হাঁটাহাঁটি করছে। মনে হলো কোন চিন্তাবভাবনা করছে। বা কোনো ফন্দি আঁটছে। আমি আবার ল্যাপটপে মনোযোগ দিলাম। মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের কাজ শেখার জন্যই কিবোর্ড নিয়ে দাপাদাপি করছি। যাতে অন্তত টাইপিংটা দ্রুত শিখতে পারি। হাত চালু করা, কি গুলো চেনা, কি টাইপিং এ গতি বাড়ানো, এই সব করছি একা-একা। আমার বিশ্বাস আমি যতো চর্চা করবো আমি তত তাড়াতাড়ি কম্পিউটার হৃদয়ে ধারণ করতে পারবো। কলাকৌশল আয়ত্তে আনতে পারবো। সেই জন্য দিনরাত চেষ্টা করছি যাতে

আব্বুকে দেখাতে পারি যে আমি টাইপিং পারি।

হঠাৎ মাকড়সার দিকে নজর গেলো। মাকড়সা দেখি জাল বানাচ্ছে। জানালার গ্রিলের সাথে আর বুক সেল্ফের কোণা থেকে শুরু করেছে। খুব দ্রুতই কাজ চলছে। আমি এবার ল্যাপটপ শাট ডাউন করে দিলাম। চেয়ারে হেলান দিয়ে মাকড়সার কাজ দেখতে লাগলাম। কি চমৎকার করে জাল বুনিয়ে চলছে। পা দিয়ে মুখ দিয়ে। মানুষ ও এত সুন্দর জাল তৈরি করতে পারবে না। মনে হচ্ছে জালের ফাঁস গুলো সবই সমান। মেশিনে তৈরি করলে এই ফাঁস গুলোর মাপ এত নিখুঁত হবে না। যাহোক জাল টানানো হয়ে গেল একবার। ভাবলাম মাকড়সা বিশ্রাম নিচ্ছে।নেটের এক পাশে চুপটি মেরে বসে রইল। অনেক ক্ষণ সময় এভাবেই কেটে গেলো। একবার একটি ছোট্ট পোকা নেটে আটকে গেল। পোকাটি নেট থেকে ছোটার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো। যতই নড়াচড়া করলো ততই নেটের আঠার সাথে জড়িয়ে যেতে লাগলো। পোকাটি একবার নিজের বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়ে নীরব হয়ে গেলো। এরপর মাকড়সাটি ধীরে ধীরে সেই পোকাটির ওখানে গেলো এবং পোকাটিকে খেয়ে ফেলল। আমি অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। কি আশ্চর্য রকম বুদ্ধি খাদ্য শিকার করার। মানুষকেও হার মানাবে। এভাবে বেশ কয়েকটা পোকামাকড় খেয়ে নিল মাকড়সাটি।

অবাক করার বিষয় যেখানে মাকড়সাটি খেয়ে দেয়ে নেটের এক প্রান্তে চুপচাপ বসে থাকে তারই পাশে মোটামুটি বড় আকারের একটা টিকটিকি ঘুরাঘুরি করছিল। টিকটিকি হঠাৎ মাকড়সার কাছে গেল। চোখের পলকে তার জিভটি ছুঁড়ে দিয়ে মাকড়সাটি ধরে ফেললো এবং এক নিমিষেই তার মুখের মধ্যে নিয়ে টকাটক গিলে ফেললো।

Presented by:
Powered by:
Grand Sponsor:
GOLDEN AGE HOME CARE
SARAH CARE USA HOME CARE
ANANDO BARTHA
আনন্দবার্তার ৫ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে
আনন্দ সন্ধ্যা
Grand Sponsor
হোম কেয়ার
THE BARI GROUP
ALL COUNTY HEALTH CARE
হোম কেয়ার
HASSAN ZILANI
DONNA HASSAN
Community Activist
Accident Case
Your Dream Home Care
TAREQ HASAN KHAN
CEO
GLOBAL MS Inc
Rano Nawaz
Trinia Hasan
Kamruzzaman Bakul
Nazu Akhand
Anik Raj
Sheikh Neelima Shoshi
Gold Sponsor
Title Sponsor:
Moin Choudhury, Esq.
917-282-9256
Syed Mustaquim & Rabu.
Queens Palace
MORSHED A HOQUE
917-561-9563
AHSAN HABIB
Community Activist
Duke Khan
DK1 Development
917 783 5499
Isteak Rumi
President
The Rush Express Inc.
Abdur Rashid Babu
Community Activist
GOURANGA ROY
Community Activists
Auto Body Shop
MACK (CEO)
Dulal Behedo
President
Dhaka Zilla Association USA Inc.
BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
SOUND GEAR
347-731-7153
Jahangir Alam Joy
September 21st 2024
Venue: Queens Palace
37-11 57th St, Woodside, NY 11377
Time : 7.00 pm to 12.00 am
Presenter:
Mithu, Sharmina Shiraz & Dulal
Media Pertnar
CHANNEL i
TIME television
For more Information : (646) 512-8551
সার্বিক সহযোগিতায়:
MAA FOUNDATION USA
Non Profit 501(c)3
আজকাল
বাংলা পোস্ট

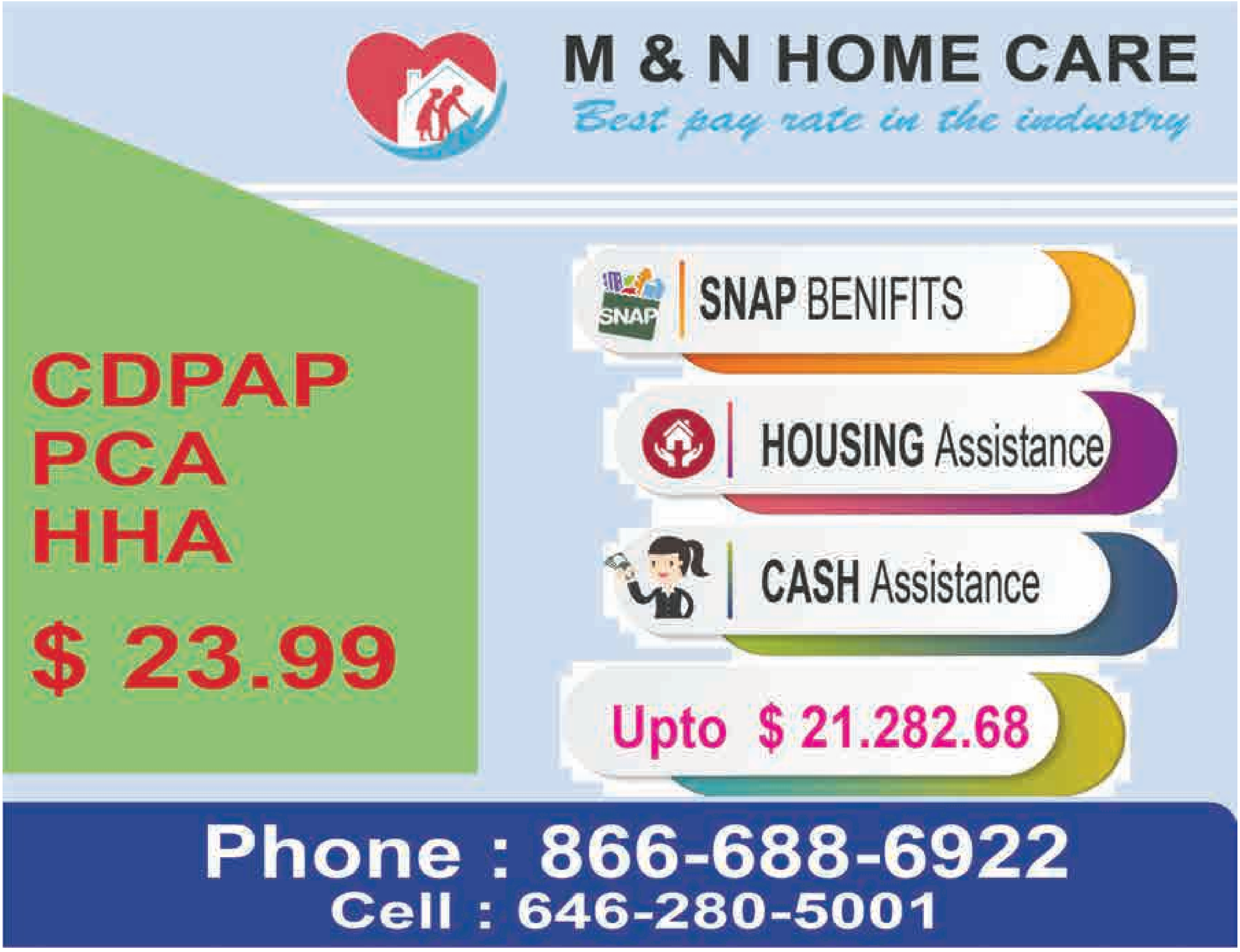
M & N HOME CARE
Best pay rate in the industry
CDPAP
PCA
HHA
$ 23.99
SNAP
SNAP BENIFITS
HOUSING Assistance
CASH Assistance
Upto $ 21.282.68
Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেস্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
PARKCHESTER MEDICAL SERVICES
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়াবেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
19 September 2024, Thursday, Issue 392
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ৪ আশ্বিন ১৪৩১, ১৬ রবিউল আউয়াল ১৪৪৬, বৃহস্পতিবার

শহীদ ফাহমিনের নামকরণে সড়কে শিক্ষার্থীরা রংতুলির ছোঁয়ায় নওগাঁর আত্রাইয়ে তৈরি করেছেন গোল চত্বর।

আবারও ট্রাম্পকে হত্যার চেষ্টা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ডোনাল্ড ট্রাম্প

আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের রিপাবলিকানপ্রার্থী ও সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পেনসিলভানিয়া হামলায় প্রাণে বেঁচে যাওয়ার মাত্র দুই মাসের মাথায় আবারও হত্যাচেষ্টার শিকার হয়েছেন। এবার তার ওপর হামলার চেষ্টা হয়েছে ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের ওয়েস্ট পাম বিচ এলাকায় অবস্থিত একটি গলফ ক্লাবে। নিজের মালিকানাধীন ওই মাঠে মি. ট্রাম্প তখন গলফ খেলছিলেন বলে জানা গেছে।

তবে তার কোনো ক্ষতি হয়নি। ১৫ সেপ্টেম্বর রোববার দুপুরের ওই ঘটনার পর

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

বেটসি ওয়েড

১০৫ বছরের প্রথা ভেঙেছিলেন যিনি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বিশ্বখ্যাত সংবাদপত্র ‘দ্য নিউইয়র্ক টাইমস’ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর। পত্রিকাটি তাদের প্রথম নারী কর্মী নিয়োগ দেয় প্রতিষ্ঠার ১০৫ বছর পর, ১৯৫৬ সালে। এই ইতিহাস যিনি গড়েছিলেন, তিনি বেটসি ওয়েড।

তবে বেটসি ১৯৫১ সালে প্রথম রিপোর্টার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন ‘দ্য নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন’ পত্রিকায়। যোগদানের বছরেই তিনি সন্তানসম্ভবা হলে তাঁকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। কারণ, সে সময় মাতৃত্বকালীন ছুটির কোনো নিয়ম ছিল না। এখানে বৈষম্যের শিকার হলেও ৪৫ বছরের সাংবাদিকতার ক্যারিয়ারে তিনি প্রমাণ করেছেন, লৈঙ্গিক পরিচয় কারও জীবনে কোনো সুযোগের জন্য বাধা হওয়া উচিত নয়।

বেটসি যে সময় সাংবাদিকতায় আসেন, তখন নারী সাংবাদিকেরা শুধু নারীদের বিষয়, যেমন নারীদের বিভিন্ন সমস্যা, ফ্যাশন এবং রান্নার বিষয়গুলো নিয়েই কাজ করতেন। সে সময় সংবাদপত্রের নিউজরুমে নারী কর্মীদের কাজের সুযোগ দেওয়া হতো না বললেই চলে। ছিল বেতনবৈষম্যও।

কিন্তু নিউইয়র্ক টাইমস তাদের শত বছরের বেশি সময়ের প্রথা ভেঙে সংবাদের কপি সম্পাদনার জন্য প্রথম নারী হিসেবে বেটসিকে নিয়োগ দেয়। ১৯৫৬ সালের ১ অক্টোবর পত্রিকাটির সিটি নিউজরুমে পুরুষদের সঙ্গে কাজ শুরু করেন তিনি। নিয়োগ পাওয়ার

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

ঠাকুরগাঁওয়ে মির্জা ফখরুল

আ.লীগের মতো করলে একই দশা আমাদেরও হবে

ঢাকা ডেস্ক

টানা প্রায় ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকাকালে আওয়ামী লীগ যা করেছে এবং যেভাবে গণঅভ্যুত্থানে তাদের বিদায় হয়েছে, সেটা বিএনপি করলেও পরিণতি একই হবে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এজন্য দলের নেতাকর্মীদের সতর্ক করেছেন তিনি। গতকাল দুপুরে ঠাকুরগাঁওয়ের হরিপুর উপজেলা বিএনপি আয়োজিত এক জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, আজকে আমরা এই মুক্ত বাংলাদেশে বাস করছি, কিন্তু মনে রাখবেন- এই মুহূর্ত সেই পর্যন্তই মুক্ত ও স্বাধীন থাকবে, যতদিন আমরা মুক্ত ও স্বাধীন রাখতে পারবো। আমরাও আওয়ামী লীগের মতো শুরু করলে তাদের মতো একই দশা আমাদেরও হবে। সেজন্য বিশেষ করে বিএনপি’র নেতাকর্মীদের মানুষের ভালোবাসা অর্জন করতে হবে। কারও প্রতি অন্যায় অত্যাচার এবং অবিচার করা যাবে না।’

বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘ফ্যাসিবাদী হাসিনা সরকার আন্দোলনে দুই হাজার ছাত্র-জনতাকে খুন করেছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

শহীদ ফাহমিনের লাশ গোসলেও বাধা দেয়

জুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ড

১৮ই জুলাই উত্তরার আজমপুর সুপার মার্কেট এলাকায় আন্দোলনে ঘটনাস্থলে শহীদ হন ফাহমিন।

ঢাকা অফিস

শহীদ শেখ ফাহমিন জাফর

শহীদ শেখ ফাহমিন জাফর। ১৮ বছরের কিশোর। ছিলেন টঙ্গী সরকারি কলেজের ইন্টারমিডিয়েট প্রথমবর্ষের ছাত্র। গ্রামের বাড়ি নওগাঁর আত্রাই উপজেলার তারাটিয়া গ্রামে। ১৮ই জুলাই সকাল। ছাত্র আন্দোলন তুঙ্গে। মায়ের অনুমতি নিয়ে আন্দোলনে যোগ দেন ফাহমিন। আন্দোলনে যাওয়ার সময় মা’কে একটি আরজি জানান। মা’কে বলেন আমি যদি আন্দোলনে শহীদ হই তবে আমার লাশ যেন ঘরে না আনা হয়। লাশ নিয়ে সোজা গণভবনে যাওয়া হয়। আন্দোলন সফল না হওয়া পর্যন্ত লাশ গণভবন থেকে যেন নিয়ে আসা না হয়। এ কথা বলে উত্তরা আজমপুর সুপার মার্কেট এলাকায় সংঘটিত হওয়া আন্দোলনে যোগ দেন ফাহমিন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। শহীদ হন ফাহমিন। ঢাকার ক্রিসেন্ট হাসপাতালে পাওয়া যায় তার লাশ। লাশ দাফন করানোর জন্য গোসল করাতে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় উত্তরার স্থানীয় মসজিদ কমিটি লাশ গোসল করাতে বাধা দেয়। এ বিষয়ে গতকাল বুধবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দায়ের করেছেন শহীদ শেখ ফাহমিন জাফরের মা কাজী মাখমিন শিল্পী। অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদের, আসাদুজ্জামান খান কামাল, আনিসুল হক, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও উত্তরা স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দসহ ৩৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদ ফাহমিন জাফরের শার্টের পকেটে রক্তাক্ত অবস্থায় তার লেখা দু’টি কবিতা পাওয়া যায়। একটি কবিতা সিঁড়ি। আজ

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৩

নিউইয়র্ক সিটিকে নিরাপদ রাখা আমাদের লক্ষ্য: এরিক অ্যাডামস্

এইচ বি রিতা

এরিক অ্যাডামস

সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যকর জননিরাপত্তা পরিকল্পনার ফলে নিউইয়র্ক সিটির রাস্তা এবং পাতাল রেলগুলি আরও নিরাপদ হযেছে বলে জানিয়েছেন সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস্। সেপ্টেম্বর ১৬, সোমবার কমিউনিটি অপ:এড-এ তিনি বলেন, "গত বছরের একই সময়ের তুলনায় আগস্ট মাসে শহরব্যাপী অপরাধ উল্লেখযোগ্য ভাবে ৬.৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, নিউ ইয়র্ক সিটির পাঁচটি বরো জুড়ে টানা আট মাস ধরে সামগ্রিক অপরাধ হ্রাস অব্যাহত রয়েছে। অপরাধের সামগ্রিক প্রবণতা হ্রাস পাচ্ছে। উপরন্তু, ১৯৯৪ সালে NYPD অপরাধ পরিমাপ করার জন্য CompStat ব্যবহার শুরু করার পর থেকে গত বছরের আগস্টে সবচেয়ে কম গুলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। গত মাস এবং পুরো বছর ধরে, হোমোসাইডের সংখ্যা দ্বিগুণে কমেছে। গাড়ি চুরি ও ডাকাতির ঘটনাও দ্বিগুণ কমেছে।"

সাবওয়েতে নিউ ইয়র্কবাসীদের নিরাপত্তা বজায় রাখা অপরিহার্য বলে মনে করেন অ্যাডামস্। তিনি বলেন, "পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম শহরের হৃদস্পন্দন। এই

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল:** **নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com